BANGLA POST Year: 22 ◆ Issue: 1065 ◆ Friday 29 August - Thursday 04 September 2025 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

যুক্তরাজ্যে বিনা খরচে পড়তে পারবেন গাজার শিক্ষার্থীরা

পোস্ট ডেস্ক : গাজা থেকে আগামী মাসে কয়েক ডজন শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ অর্থায়নে যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে সহায়তা করতে--১৬ পৃষ্ঠায়

ফেব্রুয়ারীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সংশয়

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল / আব্দুল হামিদ টিপু ॥

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কি আদৌ ফেব্রুয়ারীতে হচ্ছে? এনিয়ে রীতিমতো সংশয় দেখা দিয়েছে। যদিও প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনূস জোর দিয়ে বলছেন, আগামী সংসদ নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তবে নির্বাচন কমিশন থেকে নির্বাচনী রোড ম্যাপ অনুমোদনের খরবটি জানানো হয় বুধবার। সব কিছুর পর আগামী ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন নিয়ে উপদেষ্টাদের মধ্যে অনেকে নানামুখি মন্তব্য করছেন। তাদের অনেকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হচ্ছে, তারা এই মুহূর্তে নির্বাচন চাচ্ছেন না। বিএনপি

মহাসচিবের গলায়ও বুধবার শুনা গেল নির্বাচন বানচাল করতে ষড়যন্ত্র হচ্ছে এ রকম সুর।

দেশের আইনশৃঙ্খলার উন্নতিতেও নেই কোন শক্ত পদক্ষেপ। তাই দেশে চলছে অরাজক পরিস্থিতি। পুলিশের লুট হওয়া হাজার হাজার আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে নেই তেমন তোড়জোড়। তাই সন্ত্রাসীদের হাতে মরণাস্ত্র রেখে দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি রাজনৈতিক দল ছাড়া কেউ স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারছে না। তবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় লুট হওয়া বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ও গুলি উদ্ধারে পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। উপদেষ্টা বলেন, লুট হওয়া বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ও গুলির সন্ধানদাতাদের পুরস্কৃত করা হবে এবং তথ্যদাতাদের পরিচয়ও গোপন রাখা হবে।

এদিকে আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও দেখা দিয়েছে মতবিরোধ। বিএনপি নির্বাচনের পক্ষে থাকলেও তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এখনো লন্ডনে অবস্থান করছেন। আইনী নানা জটিলতায় তিনি দেশে যেতে পারছেন না বলে বিভিন্ন সূত্রে জানাগেছে। অন্যদিকে ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলায় তারেক-বাবরকে খালাসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পক্ষের আপিলের বিষয়টিও এখন আলোচনায়। যদিও বিএনপি এই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। আইনী বিষয়টি আইনীভাবে মোকাবেলা করতে তারা লড়ে যাচ্ছেন। জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি দেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পক্ষে নয়। তারা জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কার ছাড়া --১৬ পৃষ্ঠায়

শেষ বিদায়ে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় সিক্ত হলেন সুলতান শরীফ

মোঃ বাবুল হোসেনঃ জীবনের শেষ যাত্রায় সর্বস্তরের মানুষের শোক, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় সিক্ত হলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সভাপতি, প্রবাসে মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ সুলতান মাহমুদ শরীফ। পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে ২৪ আগস্ট রবিবার দুপুরে সর্বসাধারণের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তার মরদেহ(কপিন) রাখা হয়। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, সামাজিক-সাংস্কৃতিক --১৬ পৃষ্ঠায়

এসাইলাম ব্যবস্থায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্য সরকার অ্যাসাইলাম বা আশ্রয়প্রার্থীদের আপিল প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছে। হোটেলে থেকে রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ প্রার্থীদের সংখ্যা যাতে কমানো যায়, সে জন্য এই পরিকল্পনা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

যুক্তরাজ্য সরকার বলছে, একটি স্বাধীন সংস্থা গঠন করা হবে, যেখানে স্বতন্ত্র বিচারকরা দ্রুত মামলাগুলো নিষ্পত্তি করবেন। এ ছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার বলেছেন, এই ইস্যুতে বিলম্ব মেনে নেওয়া যায় না। যত দ্রুত সম্ভব তিনি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

যুক্তরাজ্যে যারা বিভিন্ন সময়ে আশ্রয় চেয়েছেন, --১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে যৌন অপরাধের শীর্ষে ভারতীয়রা

পোস্ট ডেস্ক : ২০২১ সালের পর থেকে যুক্তরাজ্যে ভারতীয় নাগরিকদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধের দণ্ড সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশটির বিচার মন্ত্রণালয়ের নতুন তথ্যের বরাত দিয়ে এনডিটিভি বুধবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে দণ্ডের সংখ্যা ২৫৭ --১৬ পৃষ্ঠায়

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : তিন দফা দবি আদায়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

শিক্ষার্থীরা প্রধান উপদেষ্টার --১৬ পৃষ্ঠায়

বার্মিংহামের লজেলস উইলস্ট্রীট বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারে দারুল কিরাতের গ্র্যাজুয়েশন ও অ্যাওয়ার্ড সিরিমনী অনুষ্ঠিত

আজ (২০ আগস্ট) বুধবার দুপুরে দারুল কিরাত সেন্টারের প্রেসিডেন্ট হাজী হারুন মিয়ার সভাপতিত্বে ও শাখার প্রধানকারী মাওলানা মোঃ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ইউকে পার্লামেন্ট এর সংসদ সদস্য ব্যরিষ্টার আইয়ুব খান এমপি, তিনি তার বক্তব্যে বলেন, কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের মুসলমানদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ শান্তির হবে, শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড, শিক্ষা ব্যতিত কোন সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না। বিশেষ করে আমরা মুসলমান, আমাদের সন্তানদের কোরআন শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। এর মাধ্যমে সমাজ শান্তির হবে। তিনি আরোও বলেন, এই মাসজিদের মুসল্লিয়ানে কেরামদের দোয়া এবং সহযোগিতায় আমি এমপি হয়েছি। তাই সকল সহযোগিতায় আমি আপনাদের পাশে পাবেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বার্মিহাম দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের প্রিন্সিপাল বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, তারতিলের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তারতিলের অর্থ হচ্ছে ধীরস্থিরতার সাথে তাজবিদ সহ তেলাওয়াত করা। এজন্য আমাদেরকে তারতিল সহ তেলাওয়াত শিখতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, ব্রিটেনে এ কাজটুকু আনজাম দিচ্ছে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট। এর প্রতিষ্টাতা শামছুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহঃ ছিলেন যুগশ্রেষ্ট ক্বারী, ওলী আল্লাহ এবং মুজাদ্দিদ। তিনি আরোও বলেন, প্রতি বছর সামারকালীন ছুটিতে বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষায় এ ট্রাস্ট একক ভূমিকা রাখছে। যার ফলশ্রুতিতে আজ আমাদের ছেলে মেয়েরা বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতে করতে সক্ষম হচ্ছে। এটা আমাদের জন্য এক বড় নেয়ামত।

তিনি আরো বলেন, কুরআন বিশুদ্ধভাবে শেখা ও শেখানোকে সর্বোত্তম বলে বিবেচনা করা হয়েছে। হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।' তাই এ বিশেষত্বকে অনুধাবন করে বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা বিস্তারে আমাদের সকলকে আরো উদ্যোগী হতে হবে।

শতাধিক শিক্ষার্থী, শিক্ষকমন্ডলি ও কমিউনিটির বিশিষ্টজনের শতস্ফুর্ত উপস্থিতিতে বার্মিংহাম লজেলস বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের হলরুমে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব আজির উদ্দিন আবদাল।

শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন সেন্টারের ছাত্রী আমিরা জান্নাত খান। নাশিদ পরিবেশন করেন সেন্টারের ছাত্র মোহাম্মদ আশফাক উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীকে জামাতে সূরা থেকে জামাতে ছাদিছ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে কোর্স সম্পন্ন করায় সনদ, পাগড়ী ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এসময় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে এক অন্যরকম অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন. আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট মাওলানা আব্দুল হক নুমানী, সেন্টারের সহকারী মাওলানা বদরুল হক খান, বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারের চেয়ারম্যান মোঃ কামরুল হাসান (চুনু মিয়া), বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা বিশ্বনাথ এডুকেশন সোসাইটি ইউকের প্রেসিডেন্ট হাজী মফিজ খান, মোহাম্মদ এমদাদ হোসাইন, আবুল হোসাইন, বার্মিহাম আল ইসলাহর সেক্রেটারী হাফিজ রুমেল আহমদ, হাফিজ সাইদূল হক, মাওলানা হাবিবুর রহমান, মাওলানা এহসানুল হক, ক্যাশিয়ার হাজী তেরা মিয়া, হাজী আব্দুর রকিব প্রমুখ। পরিশেষে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্টানের সমাপ্তি হয়।

পূর্ব লন্ডন জাতীয় শোক দিবস পালন

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ একই সুত্রে গাঁথা আর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাস আর স্বাধিনতা আন্দোলনের সৃতিকাগার। এগুলিকে কখন কোনভাবেই বাঙ্গালীর হৃদয় থেকে মুছে ফেলা যাবেনা, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এইকথা বলেন।

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সর্ব ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্দ্যুগে এক আলোচনা সভা গত ২১ আগস্ট বিকালে পূর্ব লন্ডনের একটি হল রুমে সংগঠনের সভাপতি সাবেক মেয়র জনাব সেলিম উল্লাহর সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক এস এম মুস্তফিজুর রহমানের পরিচালনায় অনুস্টিত হয়। সভার শুরুতে কুরান তেলাওয়াত করেন হাফিজ মোঃ জিলু খান। সভায় বক্তারা ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান। স্বাধিন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ হত্যাকাণ্ডে নিহত সকলের আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক ও রাজনিতিবিদ এডভোকেট শাহ ফারুক আহমেদ, সহ-সভাপতি ডক্টর আনসার আহমেদ উল্লাহ, সহ-সভাপতি ডক্টর আনিছুর রহমান আনিছ, সহ-সভাপতি জামাল আহমেদ খান, নারী নেত্রী মিফতাউল নুর, সুনামগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রিয় যুবলীগ নেতা ফজলে রাব্বি স্মরন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি ও আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় উপ কমিটির সদস্য খন্দকার তারেক রায়হান, ঢাকা বার সামিতির ক্রীড়া সম্পাদক এডভোকেট ওয়াকিলুর রহমান, এডভোকেট সগির আহমেদ, সুনামগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি খালেদ আহমেদ রাজ, আব্দুস সাত্তার, লন্ডন মহানগর আওয়ামীলীগের সহসভাপতি শফিক আহমেদ, সাবেক যুবলীগ নেতা আহমেদ ফকর কামাল, সেলিম আহমেদ চৌধুরী, মতবির হুসেন চুনু, সাংবাদিক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান বেলাল, আব্দুল খালিক সহ অনেকে। সভায় বক্তারা জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় শোককে শক্তিতে রুপান্তরিত করে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রবাসী নেত্রীবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ কাজ করার আহবান জানান।

ঐক্যবদ্ধ জাতীয় অঙ্গীকারই আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য ধরে রাখার ভিত্তি হৃদয়ে ৭১-এর আলোচনা সভায় বক্তারা

বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। জীবন ভর তিনি শুধু গণমানুষের চিন্তা করেছেন। তার এই প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক হয়ে উঠে। দীর্ঘ দিনের ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২-৬৪ সালের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ৬-দফা প্রণয়ন, যেখানে ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সেই লাহোরে ৬-দফা ঘোষনা অতঃপর তার স্বপক্ষে ধীরে ধীরে নিয়মতান্ত্রিক গণআন্দোলন গড়ে তোলা, তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা মোকাবেলা করা, ১১- দফা আন্দোলন, বিভিন্ন বাধা ও প্রতিকুলতা এবং তথাকথিত বড় দল বা নেতাদের বিভিন্ন কূটকৌশল ও প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ধীশক্তি বলে ও সুকৌশলে ১৯৭০-এর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতার মাধ্যমে নিজেকে যৌক্তিক, আইনানুগ ও গণতান্ত্রিক ভাবে সারা দেশের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই দীর্ঘ পথযাত্রায় তাঁকে অপরিসীম নির্যাতন, জেল-জুলুম, অত্যাচার সহ্য করে হয়েছে। কিন্ত তিনি কখনো তার লক্ষ্য বাঙ্গালী জাতির মুক্তির আন্দোলন থেকে এতটুকু বিচ্যুত হন নি। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন রক্ত দিয়ে তোমাদের ঋণ শোধ করে যাব এবং পরিশেষে তারই দুঃখজনক বাস্তবায়ন দেখতে হলো তাঁর শাহাদতের মাধ্যমে।

বঙ্গবন্ধুর শাহাদতের অর্ধ শতাব্দী পালন উপলক্ষে কমিউনিটি প্ল্যাটফর্ম হৃদয়ে-৭১ আয়োজিত মাসব্যাপি কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আলোচনা সভায় এসব বক্তব্য উঠে আসে। পূর্ব লন্ডনের একটি হলে গতকাল ২৫ আগস্ট ২০২৫ লন্ডন সময় সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এ সভায় আলোচনায় অংশ নেন সিনিয়র সাংবাদিক ও কলাম লেখক সৈয়দ বদরুল আহসান এবং সাংবাদিক ও

রাজনৈতিক ভাষ্যকার ইয়াসমীন সুলতানা পলিন। এতে সভাপতিত্ব করেন হৃদয়ে-৭১ এর আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান। সভার শুরুতে বঙ্গবন্ধু সহ ১৫ আগস্টের শহীদবৃন্দ ও মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সদ্য প্রয়াত সুলতান মাহমুদ শরীফ স্মরেন ও তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভাটি পরিচালনা করেন সেমিনার টিমের অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক আমিনা আলী।

গত আগস্টে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিটির করনীয় ব্যাপারে আলাপ ক্রমে ছয়জন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এই ২৫ তারিখ কিভাবে একটি কমিউনিটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন ঐ গ্রুপের অন্যতম উদ্যোগী অ্যাডভোকেট শাহ ফারুক আহমদ। অন্যান্য উদ্যোগীরা হলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান, সৈয়দা নাজনীন সুলতানা শিখা, কাউন্সিলর ইকবাল হোসেন, আবু হোসেন ও আলীমুজ্জামান।

আলোচকরা তুলে ধরেন বিশেষ করে ১৯৭১ এর মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ৭ই মার্চের ভাষণ এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আলাপ কাল বঙ্গবন্ধু যে বিচক্ষনতার পরিচয় দেন তা বিশ্ব ইতিহাসে অনন্য সাধারণ। আর তার এ বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রভাব ও প্রমাণ উঠে আসে পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্ত পেয়ে লন্ডন পৌঁছলে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা সহ সকলের তাঁর প্রতি রাষ্ট্র প্রধানের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে।

বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য দেন সেমিনার টিমের অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সাংবাদিক সৈয়দ আনাস পাশা। তিনি বলেন আমাদের একটি ইতিহাস সচেতন প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে।

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা আবৃত্তি করেন ধনন্জয় রায়, গোলাম রসুল খান, শাহ রুমী হক, মুজিবুর হক মনি ও হিমাংশু গোস্বামী। কবিতাগুলো ছিল মর্মষ্পর্শী ও আবেগ প্রবণ। সভাপতির ভাষনে দেওয়ান গৌস সুলতান বলেন যে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করার নজির বর্তমান কালের ইতিহাসে শুধু বাংলাদেশে।

জিসিএসই পরীক্ষায়ও টাওয়ার হ্যামলেটসের শিক্ষার্থীদের অসাধারণ সাফল্য

চলতি বছরের জিসিএসই পরীক্ষায় টাওয়ার হ্যামলেটস বারার শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশার চেয়েও উন্নত ফলাফল অর্জন করেছে। ২১ অগাস্ট, বৃহস্পতিবার ফলাফল ঘোষণার পর শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বইতে দেখা গেছে।

শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যে শুভেচ্ছা জানাতে এবং তাদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র ও শিক্ষা বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার সেন্ট পলস ওয়ে সেকেন্ডারি স্কুল পরিদর্শন করেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন: “জিসিএসই-তে অসামান্য ফলাফল অর্জনকারী সকল শিক্ষার্থীকে আন্তরিক অভিনন্দন। একই সঙ্গে তাদের এই সাফল্যের পেছনে শিক্ষক, স্কুল স্টাফ ও অভিভাবকসহ যাঁরা নিরলস পরিশ্রম করেছেন, তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই। শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে যে পথই বেছে নিক না কেন, আমি তাদের অব্যাহত সফলতা কামনা করি।”

ডেপুটি মেয়র ও এডুকেশন, ইয়ুথ এন্ড লাইফলং লার্নিং বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার বলেন: “আমাদের শিক্ষার্থীরা এ বছর সত্যিই উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। কেউ ১০টি গ্রেড ৯, আবার কেউ ৬টি গ্রেড ৯ অর্জন করেছে - যা নিঃসন্দেহে তাদের কঠোর পরিশ্রম ও প্রতিশ্রুতির ফল। পাশাপাশি কাউন্সিলের শিক্ষা খাতে অব্যাহত বিনিয়োগ-যেমন বিনামূল্যে স্কুল মিল, ইএমএ, বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি ও বিনামূল্যে ইউনিফর্ম - শিক্ষার্থীদের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আমি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্টাফ ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।”

সেন্ট পলসওয়ে সেকেন্ডারির প্রধান শিক্ষক ক্যাথ স্মিথ বলেন: “আমাদের স্কুলের এ বছরের ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক। আমি সকল শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানাই এবং তাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য শুভকামনা করি। পাশাপাশি প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সিলের বিনিয়োগ সত্যিই প্রশংসনীয়।” পরবর্তী পদক্ষেপ - শিক্ষার্থীদের সহায়তায় ‘ইয়াং ওয়ার্কপাথ’ পরীক্ষার ফলাফল যেমনই হোক না কেন, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বিশেষায়িত সেবা ইয়াং ওয়ার্কপাথ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও ক্যারিয়ার বিষয়ে তথ্য, পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করছে। ফলাফল প্রকাশের পর যারা এখনও তাদের পরবর্তী ধাপ নিয়ে অনিশ্চিত, তারা সরাসরি উপস্থিত হয়ে, ফোনে বা ভিডিও কলে ইয়াং ওয়ার্কপাথের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরামর্শ নিতে পারবেন। বিস্তারিত তথ্য টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের স্টুডেন্টরা এ-লেভেলে জাতীয় গড়কে ছাড়িয়ে গেল

এই বছরের এ-লেভেল ও লেভেল থ্রি ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের রেজাল্টে টাওয়ার হ্যামলেটসের স্টুডেন্টরা জাতীয় গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে রয়েছে। ১৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার দুই হাজারেরও বেশি স্টুডেন্ট তাদের রেজাল্ট হাতে পেয়ে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে।

চলতি বছরে টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রায় ৭৩.৪ শতাংশ স্টুডেন্ট এ স্টার থেকে সি গ্রেড অর্জন করেছে, যা গত বছরের তুলনায় ৪.২ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের গড় বৃদ্ধি মাত্র ১.৭ শতাংশ। এছাড়া প্রায় ১৮.৫ শতাংশ স্টুডেন্ট এ স্টার বা এ গ্রেড পেয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ২.৭ শতাংশ বেশি।

টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “আমাদের সকল ছাত্রছাত্রীকে অভিনন্দন। শিক্ষক ও স্টাফদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের তরুণদের মেধা এবং পরিশ্রমে আমি গর্বিত। কাউন্সিল হিসেবে আমরা ইয়ুথ সেন্টার, ফ্রি স্কুল মিল, এডুকেশন মেইনটেনেন্স অ্যালাওয়েন্স ও ইউনিভার্সিটি বার্সারির মাধ্যমে স্টুডেন্টদের পাশে থাকার চেষ্টা করছি।”

ডেপুটি মেয়র এবং ক্যাবিনেট মেম্বার ফর এডুকেশন, ইয়ুথ অ্যান্ড লাইফলং লার্নিং, কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার বলেন, “যেসব স্টুডেন্ট এ-লেভেল ও লেভেল থ্রি রেজাল্ট পেয়েছে, সবাইকে অভিনন্দন। এক বছরে এ স্টার থেকে সি গ্রেড বেড়ে ৭৩.৪ শতাংশ হয়েছে, যা ইংল্যান্ডের গড়ের তুলনায় অনেক বেশি। আমাদের স্কুল, শিক্ষক ও স্টুডেন্টদের নিয়ে আমরা গর্বিত।”

এবার বেশ কিছু শিক্ষার্থীর ফলাফল বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ: জর্জ গ্রীন স্কুলের রাইলি কাইঙ্ক ম্যাথস, ফার্দার ম্যাথস, ফিজিক্স এবং কম্পিউটিং-এ চারটি এ স্টার পেয়েছেন এবং ইউনিভার্সিটি অব এক্সেটারে ডিগ্রি অ্যাপ্রেন্টিসশিপ শুরু করবেন।

একই স্কুলের এলিয়া রহমান সোশিওলজি, ইংলিশ লিটারেচার ও হিস্টরিতে এ স্টার এবং বিবি গ্রেড পেয়ে কুইন মেরি ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস পড়বেন।

ইয়াং মেয়র টিমের ডেপুটি রোশেল লুইস-গিয়ারি ইংলিশ লিটারেচার, পলিটিক্স ও এনশিয়েন্ট হিস্ট্রিতে ট্রিপল এ গ্রেড পেয়ে ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারউইকে পলিটিক্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজে ভর্তি হচ্ছেন।

ইয়াং মেয়র ফিতুমা হাসান হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে গভর্নমেন্ট উইথ ইকোনমিক্সে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন।

যাদের রেজাল্টের পর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে, তাদের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটস ইয়াং ওয়ার্কপাথ ক্যারিয়ার্স সার্ভিস তথ্য, পরামর্শ এবং গাইডলাইন দিচ্ছে। স্টুডেন্টরা সরাসরি, ফোন অথবা ভিডিও কলে এই সার্ভিস নিতে পারবেন।

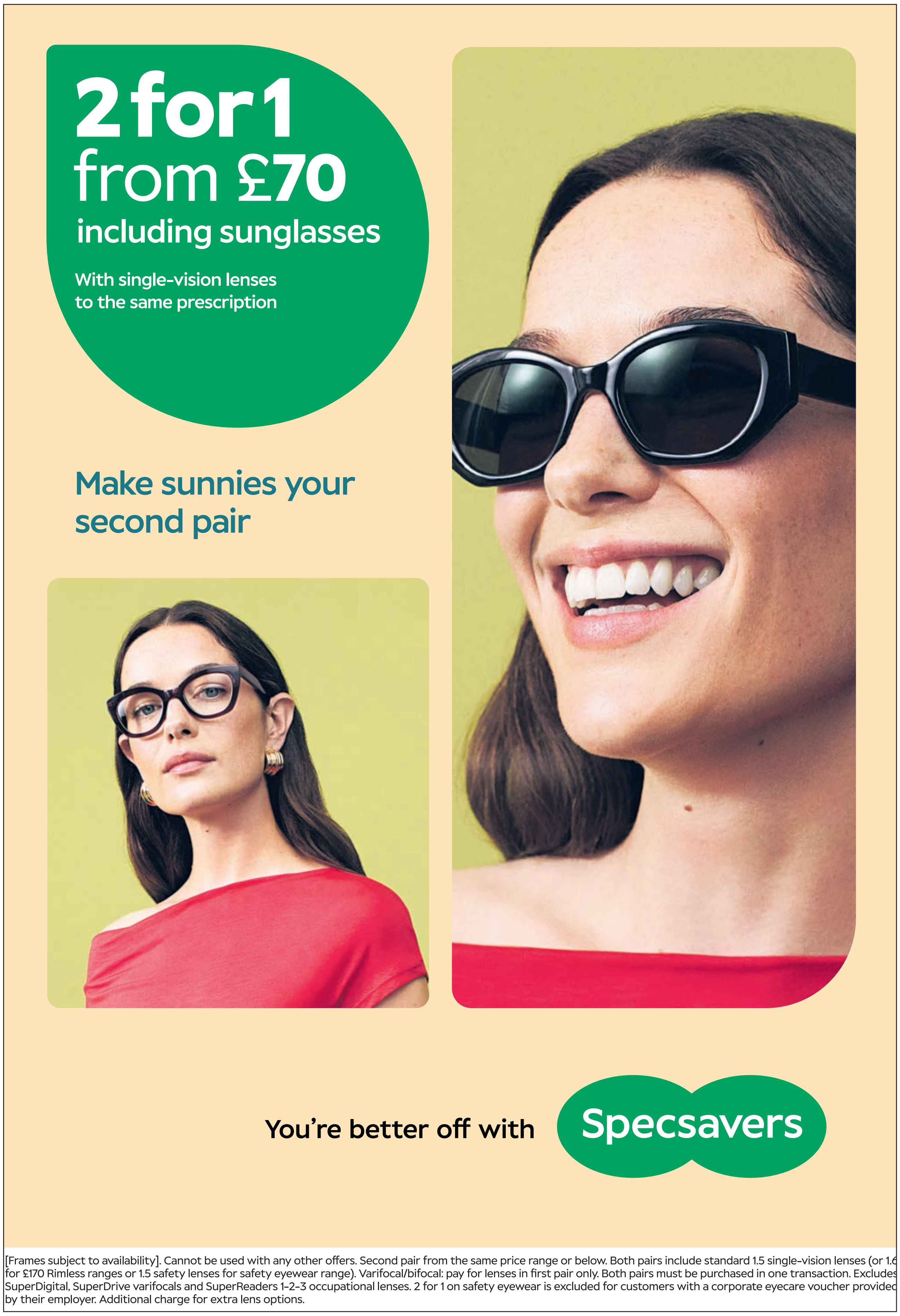

সোনালী অতীতের গ্রেটার সিলেট উপজেলা কাপ ফুটবলে বিয়ানীবাজার চ্যাম্পিয়ন

লন্ডনঃ ব্রিটেনে বাংলাদেশিদের স্বনামধন্য ফুটবল অর্গানাইজেশন সোনালী অতীতের উদ্যোগে রবিবার (২৫ আগস্ট) ডেগেনহামস্থ ববি মোর স্পোর্টস হাবে অনুষ্ঠিত হয় বহুল প্রতীক্ষিত ১১তম গ্রেটার সিলেট উপজেলা ফুটবল টুর্নামেন্ট।

রোমাঞ্চকর এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিয়ানীবাজার উপজেলা ফুটবল দল শক্তিশালী বিশ্বনাথকে টাইব্রেকারে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। নির্ধারিত সময়ের খেলা গোলশূন্য ড্র হলে ম্যাচ গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে। স্নায়ুচাপের মুহূর্তে বিয়ানীবাজারের গোলরক্ষক ও খেলোয়াড়দের অসাধারণ নৈপুণ্যে জয় নিশ্চিত হয়।

খেলা শেষে বিজয়ী দলের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেন প্রধান অতিথি আকবর হোসেন রবিন, বিশেষ অতিথি নিজাম উদ্দিন, টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর সুলুক আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদনী মিয়া গুলজার। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন, কাউন্সিলর বদরুল চৌধুরী, সোনালী অতীত ইউকের ট্রেজারার সেলিম উদ্দিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট সাইস্তা মিয়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট আরজ আলী, নির্বাহী সদস্য আব্দুল কাশেম, হাফিজুর রহমান লাকু, ফুয়াদ আহমেদ, সিরাজ মিয়া প্রমুখ।

মাঠে শত শত দর্শক খেলা উপভোগ করেন এবং বিয়ানীবাজারের জয়কে ঘিরে সমর্থকদের মাঝে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

এ সময় আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে ১১তম উপজেলা কাপ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সকল খেলোয়াড়, অতিথি, সমর্থক এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সোনালী অতীত ফুটবল অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান কাউন্সিলর সুলুক আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদনী মিয়া গুলজার।

গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে'র নির্বাচনে মাসুক-শুকুর- নুরুল পরিষদ ঘোষণা

আগামী ১৯শে অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য আর্ত মানবতার কল্যাণে গঠিত গোলাপগঞ্জহেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে'র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের ট্রাস্টিবৃন্দের একটি সার্বজনীনমতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় সোমবার (২৫ আগস্ট) পূর্ব লন্ডনের চিলড্রেন এডুকেশনসেন্টারে। সংগঠনের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুক আহমেদের আহব্বানে অনুষ্ঠিতসভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সাবেক উপদেষ্টা ও সাবেক নির্বাচন কমিশনারমোহাম্মদ শামছুল হক। সংগঠনের অন্যতম ট্রাস্টি শাহিন আহমেদের কোরআনতেলাওয়াতে শুরু হওয়া সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাসুকআহমেদ। বিপুল সংখ্যক ট্রাষ্টিবৃন্দের উপস্থিতিতে সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতেআগামী নির্বাচনে একটি সার্বজনীন প্যানেলে নির্বাচনের অঙ্গীকার করা হয়। সভায়উপস্থিত সকলের সমর্থনে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুক আহমেদকে সভাপতি, শরীফগঞ্জ ইউনিয়নের আব্দুস শুকুর কে সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নেরসংগঠনের সাবেক সহ সভাপতি নুরুল ইসলামকে কোষাধ্যক্ষ করে মাসুক-শুকুর- নুরুল পরিষদ ঘোষণা করা হয়। এসময় উপস্থিত থেকে মতামত ব্যক্ত করেন সংগঠনেরসাবেক উপদেষ্টা দিলওয়ার হোসেন লেবু, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সায়াদ আহমেদ সাদ, সাবেক সভাপতি তমিজুর রহমান রঞ্জু, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রস্টের সাবেকসভাপতি সিফত আলী আহাদ, ব্রিকলেন ফিনারাল এর ডাইরেক্টর পারভেজ কোরেশী, গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকে'র সভাপতি মোহাম্মদ দিলওয়ার হোসেন, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাষ্ট ইউকে'র সহসভাপতি মাইজ উদ্দিন, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্টিত ব্যবসায়ী আফসার হোসেন এনাম, ঢাকাদক্ষিন উন্নয়ন সংস্থার ইসি সদস্য মামুনুর রশিদ খানটেনু, গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকে'র সহ সভাপতি মোহাম্মদ শওকত আলী, উপদেষ্টা আব্দুল বারী নাছির, আব্দুন নূর, ঢাকাদক্ষিন উন্নয়নসংস্থার সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজাম, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আব্দুল আহাদ কয়েছ, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে'র অন্যতম প্রতিষ্টাতা সদস্য মারুফ আহমেদ, রিয়াজ উদ্দিন, কালেক্টিভ অব পেরেন্টস এসোসিয়েশন ইউকে'রসেক্রেটারি আলতা মিয়া, বিশিষ্ট সাংবাদিক ওলীউর রহমান খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল গনী, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাষ্ট ও গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে'রসাবেক সহ সভাপতি আক্তার হোসেন, গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্টইউকে'র সহসভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে'র উপদেষ্ঠারফিকুল ইসলাম নজরুল, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আজিজুস সামাদ, গোলাপগঞ্জ স্যোশালএন্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকে'র সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আহমেদ জোয়ারদার, সালাহউদ্দিন, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে'র সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফারুক আহমেদ, গোলাপগঞ্জ উপজেলা স্যোশাল ট্রাস্ট ইউকে'র সহ সভাপতি রায়হান উদ্দিন, ইসি সদস্য আব্দুল মতিন, গোলাপগঞ্জহেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে'র ইসি সদস্য সুহেল আহমদ, সাউন্ডটেক ক্যারম ক্লাব এর চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান সুজা, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশাল ট্রাস্ট ইউকে'র সাবেককোষাধ্যক্ষ বদরুল আলম বাবুল, কৃতি ফুটবলার সাহেদ চৌধুরী, গোলাপগঞ্জ স্যোশালএন্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকে'র ইসি সদস্য মকছুছ আহমেদ জোয়ারদার, কমিউনিটিব্যক্তিত্ব দেওয়ান আব্দুল বাসিত, গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকে'রকোষাধ্যক্ষ কাওসার আহমদ জগলু, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাষ্ট ইউকে'র সহ সাধারণসম্পাদক শাহ আলম কাশেম, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে'র স্পোর্টস সেক্রেটারিমুহিবুল হক, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এম এ ওয়াদুদ এমরুল, সায়েম আহমেদ, আহমেদ ইমতিয়াজ, আখলাকুল আম্বিয়া. খালেদ আহমেদ, আব্দুর রউফ, লিমন জামান প্রমুখ।

সাবেক মন্ত্রী ও নৌ বাহিনীর প্রধান মাহবুব আলী খাঁন এর পরিবারের পক্ষে ফুড ব্যাংকে খাদ্য সামগ্রী বিতরন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী ও নৌ বাহিনীর প্রধান, সিলেটের কৃতি সন্তান, মরহুম রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খাঁন এর পরিবারের পক্ষ থেকে মাহবুব আলী খাঁন স্মৃতি সংসদের তত্ত্বাবধানে গতকাল সোমবার ১৮ আগষ্ট ইস্ট লন্ডনে দারুল উম্মাহ ফুড ব্যাংক এ খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। স্মৃতি সংসদের সভাপতি সোহেল আহমেদ সাদিকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজার পরিচালনায়। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিনিয়র সহসভাপতি কামাল উদ্দিন।

আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এবং স্মৃতি সংসদের প্রধান উপদেষ্টা এম এ মালিক, যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না, নরসিংদী জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনজুর এলাহী, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহসভাপতি গোলাম রাব্বানি সোহেল, মাহবুব আলী স্মৃতি উপদেষ্টা এম এ মুকিত, সংসদের সহসভাপতি আমিনুর রহমান আকরাম, সহসভাপতি খসরুজ্জামান খসরু, আসাদুজ্জামান আহমেদ, মুস্তাক আহমেদ, সেলিম আহমেদ, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহীন. সংগঠনের যুগ্ন সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহজাহান হোসেন শেনাজ, জহিরুল হক জামান, আল মামুন, মোঃ শাহনেওয়াজ জুয়েল, শেরওয়ান আলী, আজিজুর রহমান, ইফতেখার হোসেন চৌধুরী সাকী, হালিমুল ইসলাম হালিম, শেখ আসলাম শামীম প্রমুখ।

আজমল হোসেন কুনু'র সাথে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকে'র মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকে'র আয়োজনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) পূর্ব লন্ডনের একটি অভিজাত হোটেলে। জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট মুহিবুর রহমান মুহিব এর সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি সৈয়দ সাদেক আহমেদ ও আবুল হোসেন এর যৌথ সঞ্চালনায় সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট কমিউনিটি সংগঠক, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক এর সাবেক সভাপতি জনাব আজমল হোসেন কুনু, প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত বাংলাদেশ ভোক্তা অধিকারের চেয়ারম্যান জনাব জামিল চৌধুরী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মামুনুর রশিদ (চাকসু মামুন) আবু নাছের পিন্টু, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইতালির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অলিউদ্দিন শামীম, সাবেক কাউন্সিলর মেয়র ফারুক চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট সাংবাদিক মাহবুব রহমান, টাওয়ার হ্যামলেটেস কাউন্সিলের সাবেক কাউন্সিলর ডেপুটি মেয়র অ ম অহিদ আহমেদ, সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, সাবেক কাউন্সিলর সাহিদ আলী, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকে'র উপদেষ্টা ডাক্তার আলাউদ্দিন, উপদেষ্টা ও ক্রয়ডন কাউন্সিলের সাবেক মেয়র শেরওয়ান চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট কাউন্সিলর রিতা বেগম, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সাহাব উদ্দিন চঞ্চল, বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ ইউ কে র চীফ ট্রেজারার ডাক্তার মাসুক আহমেদ বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন এর সেক্রেটারী প্রফেসর সাহিদুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট হাবিবুর রহমান ময়না, সাবেক কাউন্সিলর ছয়ফুল আলম, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব শাব্বির আহমেদ প্রমুখ।

সভায় বক্তারা প্রবাসী সিলেটিদের নানা সমস্যা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন। জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে সভাটি ছিল প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ। মতবিনিময় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকে'র উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার মাসুদ চৌধুরী, অন্যতম সহ সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ছোটন, গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটির ট্রেজারার রফিক হায়দার, জয়েন্ট সেক্রেটারি আবুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুল ইসলাম চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় বক্তারা বলেন, বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা জালালাবাদ প্রবাসীদের মধ্যে ঐক্য, সহমর্মিতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন একটি কার্যকরী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। সভার শেষে প্রীতিভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব।

প্রখ্যাত চিকিৎসক ও সমাজ সেবক ডাক্তার মোহাম্মদ আফজল মিয়া স্মরণে শোক সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

সিলেট নর্থইস্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চেয়ারম্যান, প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ আফজাল মিয়ার স্মরণে গত ১৯ আগস্ট মঙ্গলবার ২০২৫ ইংরেজি তারিখে সন্ধ্যা ৭টায় সময় ইস্ট লন্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ উডেহাম সেন্টারে ব্রিটিশ বাংলাদেশি হিস্ট্রি এন্ড হেরিটেজ কাউন্সিল ইউকের উদ্যোগে এক শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শোকসভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন সংগঠণের আহ্বায়ক কে এম আবু তাহের চৌধুরী ও পরিচালনা করেন সদস্য সচিব খান জামাল নুরুল ইসলাম। ডাক্তার আফজল মিয়ার জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন তারই ফুফাতো ভাই সলিসিটর এম ইয়াওর উদ্দিন, ভাই আব্দুর রহিম ও মোহাম্মদ শালিক মিয়া, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস আদিলের ছেলে আশাদ শাদী। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে আলোচনা করেন ওসমানী মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কবির উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজিউজ্জামান তালুকদার রাজু,, কাউন্সিলার ওসমান গনি, সাংবাদিক আফছার উদ্দিন, প্রভাষক আব্দুল হাই, ওসমানী বিমান বন্দর ক্যাম্পেইন কমিটির সদস্য সচিব এম এ রব, ডাঃ জাফরুল্লাহ ট্রাস্টের ট্রেজারার আব্দুল আউয়াল, হাজী মোহাম্মদ বুলু মিয়া প্রমুখ। বক্তারা বলেন - ডাঃ মোহাম্মদ আফজাল শিক্ষার উন্নয়নে ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সিলেটে নার্সিং হোম, নর্থ ইষ্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, ইনাথগন্জে কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠায় মরহুমের অবদান ছিল অপরিসীম। মোঃ আফজল মিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম মাওলানা জিল্লুর রহমান। সভায় উপস্থিত সবাইকে শিরনী বিতরন করা হয়। সংবাদ পরিবেশক খান জামাল নুরুল ইসলাম সদস্য সচিব বৃটিশ বাংলাদেশী হিস্ট্রি এণ্ড হেরিটেজ কাউন্সিল ইউকে

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে ব্যানক্যাট চ্যারিটি গড়ে তুলছে দেশের প্রথম ক্যান্সার কেয়ার ভিলেজ

লন্ডন, ২২ আগস্ট ২০২৫ : বাংলাদেশ ক্যান্সার এইড ট্রাস্ট (ব্যানক্যাট) মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে গড়ে তুলছে দেশের প্রথম ক্যান্সার কেয়ার ভিলেজ 'আলোক বসতি' । ৫ বিঘা জমির ওপর নির্মিতব্য এই ভিলেজে থাকবে ২৫০ শয্যা । প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যেই ব্যানক্যাট বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে

২৫ কোটি টাকার সমপরিমাণ নির্মাণসামগ্রী প্রদানের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ করে ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষের সেবা কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্য রয়েছে।

১৭ আগস্ট (রোববার) সন্ধ্যায় লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডস্থ একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন লন্ডন সফররত ব্যানক্যাট-এর নির্বাহী পরিচালক ও লেখক নাজমুস আহমেদ আলবাব।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ফ্রেন্ডস অব ব্যানক্যাট-এর আহ্বায়ক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী মাকসুদ খান বাবুল । সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন। এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন বিয়ানীবাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের চেয়ারম্যান সুহেল খান, সিইও সাহাব উদ্দিন আহমেদ, ব্রেন্ট কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর পারভেজ আহমেদ, ক্রয়ডন কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর শেরওয়ান চৌধুরী, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট অলি খান, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, অ্যাকাউন্ট্যান্ট আব্দুর রাজ্জাক, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব পারভেজ রশিদ, মতিউর রহমান খোকন, ইঞ্জিনিয়ার আহমেদ হোসাইন মুকুল, সিনিয়র সাংবাদিক আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রেজাউল করিম মৃধা, এবং কমিউনিটি নেতা জুয়েল জামান প্রমুখ।

নাজমুস আহমেদ আলবাব বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে ৩০ লাখেরও বেশি ক্যান্সার রোগী রয়েছেন। দেশে বিশেষায়িত ক্যান্সার হাসপাতাল ও রোগীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কেয়ারহোমের অভাব রয়েছে। ফলে অনেক রোগী প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হন, বিশেষত যাদের পরিবারের পক্ষ থেকে যত্ন নেওয়া সম্ভব হয় না। এ কারণেই ব্যানক্যাট ক্যান্সার রোগীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে ক্যান্সার কেয়ার ভিলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে।

তিনি আরো জানান, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিজেও লিউকেমিয়া ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে ওঠার পর তিনি নিজের জীবন ক্যান্সার রোগীদের সেবায় উৎসর্গ করেন। ২০২২ সালে দানশীল ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ব্যানক্যাট প্রতিষ্ঠা করে ২৪ শয্যার "মোসাব্বির আলোক নিবাস"। প্রথম বছরেই সেখানে ৩৫০ জনেরও বেশি রোগী সেবা পান। পরবর্তীতে মোসাব্বির মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সেটি ৯০ শয্যায় উন্নীত হয়। বর্তমানে সেখানে ৯০ জন রোগী এবং তাদের সঙ্গে থাকা কেয়ার-গিভারসহ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সেবা পাচ্ছেন। প্রতিদিন প্রায় ৪০ এরও বেশি স্টাফ কাজ করছেন সেখানে, আর মাসিক পরিচালন ব্যয় দাঁড়ায় প্রায় ৩০ লাখ টাকা-যা দানশীল মানুষের সহায়তায় বহন করা হচ্ছে।

এবার সেই অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা নিয়েই ব্যানক্যাট মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে ২৫০ শয্যার "ক্যান্সার কেয়ার ভিলেজ" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এ প্রকল্প সফল বাস্তবায়নে দেশ-বিদেশের সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন নাজমুস আহমেদ আলবাব।

বৃটেনের কার্ডিফে স্পেশাল ক্বিরাত ও তাজবীদ কোর্স ২০২৫'র সমাপনী পুরস্কার ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন

কামরুল ইসলাম বাবুঃ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দঘন পরিবেশে দারুল ক্বিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট ইউকের অনুমোদিত কার্ডিফ শাখা কেন্দ্রের স্পেশাল ক্বিরাত ও তাজবীদ কোর্স ২০২৫'র সমাপনী পুরস্কার ও বর্ণাঢ্য অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান গত ২৪ আগষ্ট যুক্তরাজ্যে ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ শহরের জালালিয়া মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টারে শতাধিক শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

কার্ডিফ শাখার প্রধান ক্বারী ও নাজিম, জালালিয়া মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আব্দুল মুক্তাদিরের সভাপতিত্বে ও কার্ডিফ বাংলা অনলাইনের সম্পাদক ও শাখার শিক্ষক ক্বারী মোঃ মোজাম্মেল আলীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই মহতি পোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের সেক্রেটারি জেনারেল মুফতি মাওলানা আশরাফুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের নির্বাহী পরিদর্শক মাওলানা এনামুল হক, আনজুমানে আল ইসলাহ ওয়েলস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমদ, কার্ডিফ শাহজালাল মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা কাজী ফয়জুর রহমান, কার্ডিফ দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ক্বারী মাওলানা আসাদুল ইসলাম, কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আব্দুল হান্নান শহীদুল্লাহ, কার্ডিফ শাহজালাল মসজিদ এন্ড ইসলামিক কালচারাল সেন্টারের ট্রাষ্টি বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, ও কার্ডিফ জালালিয়া মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি মুহিবুর ইসলাম মায়া।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন সুরা জামাতের শিক্ষার্থী হোসেইন আলী,ও নাশিদ পরিবেশন করেন হুমায়রা চৌধুরী শানা।

অনুষ্ঠানে এবছর জামাতে সুরা থেকে খামিছ পর্যন্ত ছয়টি ক্লাসের পরীক্ষায় এবং কিরাত, নাশিদ, আজান ও তাজবীদ প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট, মেডেল ও ট্রফি হাতে তুলে দেন আগত অতিথি, শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ।

শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার সময় অভিভাবক ও উপস্থিত সবার মাঝে এক অনন্য আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সনদ ও পুরস্কার পেয়ে শিক্ষার্থীদের আনন্দের মেতে ওঠতে দেখা যায়।

উল্লেখ থাকে যে, এবারের জামাতে খামিসের লন্ডন ও বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত বোর্ড পরীক্ষায় অত্র শাখার ৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪ জন কৃতকার্য হয়েছেন।

এবছর দারুল কিরাতে উস্তাদ হিসেবে দীর্ঘ এক মাস নিষ্টা ও নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রধানক্বারী ও নাজিম মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মুকতাদির, হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমদ, সহকারী নাজিম মাওলানা আসাদুল ইসলাম, ক্বারী মোজাম্মেল আলী,ক্বারী মাওঃ জুবায়ের আহমদ মিনহাজ, ক্বারী মো. কামরুল ইসলাম বাবু, হাফিজ ক্বারী জালাল উদ্দিন, হাফিজ ক্বারী মুশতাকুর রহমান মাছুম, মাওলানা তাওহিদুল হক, ও ক্বারী রাশেদ আহমদ।

অনুষ্ঠানকে সফল করতে উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব কাপ্তান মিয়া ও সেক্রেটারি হারুন তালুকদার, দারুল ক্বিরাত কার্ডিফ শাখার ভাইস চেয়ারম্যান আকিল আহমেদ, আনজুমানে আল ইসলাহ ওয়েলস ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, সেক্রেটারি আনসার মিয়া, ট্রেজারার শাহ মোঃ তসলিম আলী, জালালিয়া মসজিদের ট্রাস্টি সৈয়দ শামসুল হক রানু, আব্দুল শাহিন,আনজুমানে আল ইসলাহ কার্ডিফ শাখার প্রেসিডেন্ট ক্বারী নুরুল ইসলাম ও জয়েন্ট সেক্রেটারি ওজিহুর রহমান, কয়েস খান, মুসলিম আলী,জহির আলী, জিম্মি খান, আবু সালেহ চৌধুরী মুহি, আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ, ও জুনেদ চৌধুরী সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

মিলাদ, দোয়া ও শিরনী বিতরণের মাধ্যমে সমাপনী এই মহতি অনুষ্ঠান পরিণত হয় এক আধ্যাত্মিক আবহে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের সেক্রেটারি জেনারেল মুফতি মাওলানা আশরাফুর রহমান বলেন, "আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআন তারতিল সহকারে তেলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। বিশুদ্ধ তাজবিদ সহ কুরআন শিক্ষা বিস্তারে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট এক অনন্য ভূমিকা রাখছে। এর প্রতিষ্ঠাতা শামছুল উলামা আল্লামা ফুলতলী রহ. ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ক্বারী ও আল্লাহর ওলী। তাঁর রেখে যাওয়া এই ট্রাস্ট আজ প্রবাসে আমাদের সন্তানদের বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষায় একক ভূমিকা রাখছে।"

লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের নির্বাহী পরিদর্শক মাওলানা এনামুল হক, বলেন, "কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ হবে আলোকিত ও শান্তির। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না।

কার্ডিফ শাখার প্রধান ক্বারী ও নাজিম,মাওলানা আব্দুল মুক্তাদির কার্ডিফ দারুল কিরাত কর্তৃপক্ষ, মসজিদ কমিটি, অভিভাবক, দাতা সদস্য ও কমিউনিটির সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ভবিষ্যতে সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন এবং নব প্রজন্মের সন্তানদের ইসলামী শিক্ষার জন্যে গুরুত্বারোপ করেন।

আনজুমানে আল ইসলাহ ওয়েলস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমদ বলেন, শুদ্ধ করে পবিত্র আল-কুরআন শিক্ষার অনন্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে দারুল ক্বিরাত। শুধু বাংলাদেশে নয় সমগ্র বিশ্বময় ইসলামের সঠিক আকিদার আলো ও ইসলামী সংস্কৃতি প্রসারে নিষ্টা ও নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

আনজুমানে আল ইসলাহ ওয়েলস ডিভিশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, দারুল ক্বিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক সংগঠন, যাহা ১৯৫০ সালে শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।প্রতি বছরের ন্যায় এ বছর গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে দারুল ক্বিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট ইউকের তত্ত্বাবধানে ব্রিটেনের ৬৩ কেন্দ্রে প্রায় তিন সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে দারুল ক্বিরাত তথা ইনটেনসিভ তাজবীদ কোর্স ২০২৫ যথাযথভাবে গুরুত্বসহকারে প্রতিটি সেন্টার এর শ্রদ্ধেয় নাজিম মহোদয় ও দায়িত্বশীল ক্বারী এবং শিক্ষকবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র আয়োজনে ভিলেজ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

রবিবার ২৪ আগস্ট ২০২৫ বার্কিং এর পাওয়ারলী ফুটবল গ্রাউন্ডে ঢাকাদক্ষিণ ভিলেজ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বিপুলসংখ্যক দর্শক, ঢাকাদক্ষিণবাসী ও ফুটবল সমর্থকদের উপস্থিতিতে অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত ঢাকাদক্ষিণ ভিলেজ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে মোট দশটি টিম অংশগ্রহণ করে।

সর্বমোট ২৭ টি গেইম খেলা হয়, গ্রুপ পর্ব শেষে কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়, ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করে নগর গ্রামের ফুটবল টিম ও কানিশাইল গ্রামের ফুটবল টিম, খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুর্ন খেলায় কানিশাইল ফুটবল টিম জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং নগর ফুটবল টিম রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

খেলায় অংশগ্রহণকারী টিমগুলো হলো কানিশাইল ফুটবল টিম, নগর ফুটবল টিম, দত্তরাইল ফুটবল টিম, বারকোট ফুটবল টিম, শিলঘাট ফুটবল টিম, রায়গড় ফুটবল টিম, ঢাউস ফুটবল টিম।

টুর্নামেন্টের আকর্ষণ ছিলো বিপুল সংখ্যক নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের অংশগ্রহণ তাদের পরিবারের মা বাবার সাথে, আমরা ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কারণ আমাদের মুল উদ্দেশ্যই হলো আমাদের নতুন প্রজন্মকে শিকড়ের সাথে সম্পৃক্ত করা।

ফাইনাল খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজাম এবং সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির।

স্পোর্টস সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্মানিত উপদেষ্টা বৃন্দের মধ্যে আতাউর রহমান আঙ্গুর মিয়া, তছউর আলী মাস্টার, নুর উদ্দিন শানুর।

কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেনঃ সহ-সভাপতি ইয়ামীম দিদার, দেলওয়ার আহমদ শাহান, মোঃ সেলিম আহমদ, ট্রেজারার জাকির হোসেন, সহকারী ট্রেজারার ছাদেক আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আহমদ চৌধুরী, মেম্বারশীপ সেক্রেটারি কামরুল ইসলাম, এডুকেশন সেক্রেটারি রায়হান উদ্দিন, সদস্য আবজল হোসেন, খালেদ আজিম উদ্দিন জামাল, ইকবাল আহমদ চৌধুরী, দেলওয়ার হোসেন, জোবায়ের সিদ্দিক, মোহাম্মদ রাজিব।

খেলায় রেফারির দায়িত্ব পালন করেন কবির আহমদ এবং সহযোগিতা করেছেন আরো অনেকে।

টুর্নামেন্টে আরো উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, সাবেক কাউন্সিলর সংগঠনের উপদেষ্টা আমিনুর রশীদ খান, বিশ্ব বাংলা অনলাইন নিউজের সম্পাদক লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সদস্য সাংবাদিক আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, অনলাইন বিডি টিভির চেয়ারম্যান আব্দুল মোমিন, রেদওয়ান আহমদ, সাংবাদিক অলি রহমান খান, সেবুল আহমদ, অনারারী সদস্য ছালেহ আহমদ, রেদওয়ান খান, মুকিতুর রহমান, শাহজাহান খান, মাকন মিয়া, মিছবাহ উদ্দিন, আব্দুল আহাদ আদন মিয়া, রেজওয়ান শিবলু, ইমরুল হোসেন।

ঢাকাদক্ষিণ আমাদের জন্মস্থান তাই শিকড়ের প্রতি ভালোবাসা ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার জন্য আমরা সব সময় সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, সেই ভালোবাসা অনুভূতি আর শিকড়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে নতুন প্রজন্মকে চেষ্টা করে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় সংগঠন ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে।

সৌহার্দ্যপুর্ণ অত্যন্ত আনন্দময় পরিবেশে উপস্থিত সকলের অংশগ্রহণে সফলভাবে টুর্নামেন্ট সম্পন্ন করতে পারায় আমরা উচ্ছ্বসিত ও গর্বিত, ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইইকে'র কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

টুর্নামেন্টে যারা স্পন্সর করেছেন আব্দুল লতিফ নিজাম, আব্দুল বাছির, জাকির হোসেন, খায়রুল আলম, খালেদ আজিমউদ্দিন জামাল, আনোয়ার শাহজাহান, তারেকুর রহমান ছানু, রয়েল মেজবান।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছির টুর্নামেন্ট আয়োজনে সহযোগিতা করায় সকল স্পন্সর ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে সংগঠনের সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজাম আগামী সময়গুলোতেও সকলের সহযোগিতা কামনা করে সবার আন্তরিকতার প্রশংসা করে সমাপনী বক্তব্য রাখেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসে দ্বিতীয় বারের মত অনুষ্ঠিত হচ্ছে মেয়রস কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

টাওয়ার হ্যামলেটসে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। গত বছরের সাফল্যের পর এবার দ্বিতীয়বারের মতো ফিরছে মেয়রস কাপ ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট, যা বারার ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এক উৎসব। এবারের আসর হচ্ছে আরও বড় এবং বৈচিত্র্যময়; এতে অংশ নিচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক, নারী এবং জুনিয়র/যুব দলের মোট ৩২টি দল।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার লাইভ ড্র ২১ আগস্ট মাইল এন্ড স্টেডিয়ামে প্রতিযোগী দলগুলোর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই ড্র পরিচালনা করেন কেবিনেট মেম্বার ফর কালচার এন্ড রিক্রেয়েশন, কাউন্সিলার কামরুল হোসেন।

টুর্নামেন্ট শুরু হবে ৩১ আগস্ট এবং ফাইনাল ম্যাচগুলো ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত হবে ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর। ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার মাঠে নামবে চারটি নারী দল এবং ১২টি জুনিয়র/যুব দল। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ দলের বাকি ম্যাচ ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ৭ সেপ্টেম্বর।

টাওয়ার হ্যামলেটসে ক্রিকেট খেলায় ব্যাপক বিনিয়োগ এবং গত বছরের মেয়রস কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে স্থানীয়দের আগ্রহ ও সম্পৃক্ততা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছে কাউন্সিল। ইতোমধ্যে ভিক্টোরিয়া পার্ক ও মিলওয়াল পার্কে আধুনিক ক্রিকেট সুবিধা যুক্ত হয়েছে, এবং ভবিষ্যতে আরও প্রশিক্ষণ সুবিধা স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

আয়োজকেরা সকল ক্রিকেটপ্রেমী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মাঠে গিয়ে নিজ নিজ দলকে সমর্থন জানাতে আহ্বান জানিয়েছেন।

নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "মেয়রস কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র খেলা নয়, এটি একটি উৎসব যেখানে শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক, ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ-সব বয়স ও সামাজিক পটভূমির মানুষ একত্রিত হয়। আমরা টাওয়ার হ্যামলেটসের ক্রিকেটকে সমর্থন করতে পেরে গর্বিত।"

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার ও আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার প্রতিবাদে লন্ডনে বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকদের মানববন্ধন

বর্ষীয়ান সাংবাদিক-কলামিষ্ট বিভুরঞ্জন সরকার ওসাংবাদিক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার প্রতিবাদে লন্ডনে বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকরা মানববন্ধন করেছে। গতকাল ২৬ আগষ্ট ২০২৫ লন্ডন সময় সন্ধ্যা ৬ঘটিকায় পূর্বলন্ডনের আলতাব আলী পার্কের শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে সত্যবাণী সম্পাদক সৈয়দ আনাছ পাশা, ব্রিকলেন পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিক জুয়েল রাজ, স্বদেশ-বিদেশ সম্পাদক বাতিরুল হক সরদার ও সাংবাদিক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলালের আহবানে সাড়া দিয়ে এই মানব বন্ধন অনুষ্টিত হয়।

সাংবাদিক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলালের সঞ্চালনায় অনুষ্টিত মানব বন্ধনে সাংবাদিকরা এই দুই সাংবাদিকের হত্যা ও দেশব্যাপী সাংবাদিক নির্যাতনের জন্য অন্তবর্তিকালীন সরকারের প্রেস সচিব শফিকুল আলমকে দ্বায়ী করে বলেন আমরা মনে করি এই হত্যার পেছনে প্রেসসচিব শফিকুল আলমের হাত রয়েছে। দেশসেরা সাংবাদিকদের কোন ধরনের প্রমাণ ছাড়া আজগুবি হত্যা মামলায় কারাগারে আটক রাখা হযেছে। প্রবীন সাংবাদিক শাহরিয়ার কবীর, মোজাম্মেল বাবু, ফারজানা রুপা, শাকিল আহমদ ও শ্যামল দত্ত সহ সকল সাংবাদিককে মুক্তির দাবী জানান তারা।

প্রবীণ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর তাঁর লাশ মুন্সিগঞ্জের মেঘনা নদী থেকে উদ্ধার করা হয়। তাঁর মৃত্যু হত্যা না আত্মহত্যা এটি এখনো রহস্যময়। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরাও গত কয়েক দিন থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানারকম বঞ্চনা-শোষণের শিকার হওয়ার কথা লিখছেন। মৃত্যুর আগে স্থানীয় একটি গণমাধ্যমকে লেখাসহ একটি ইমেইল পাঠিয়ে 'নিখোঁজ' হন বিভুরঞ্জন সরকার। তার 'জীবনের শেষ লেখায়' নিজের দৈন্যদশাসহ আরও বেশকিছু অভিযোগের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি।

মানববন্ধনে উপস্থিত সাংবাদিকরা দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে বলেন, দেশ এখন মগের, দেশ এখন মবের। এই সরকার সাধারণ মানুষের জান- মালের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সাংবাদিকরা বলেন, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে হারিয়ে যাবে।

মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাংবাদিক লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনের সাবেক প্রেস মিনিষ্টার বীর মুক্তিযোদ্ধা-সাংবাদিক আবু মুসা হাসান, প্রবীণ সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী, ইউকে বাংলা রিপোটার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি ড. আনসার আহমেদ উল্লা, স্বদেশ বিদেশ সম্পাদক বাতিরুল হক সরদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়জুর রহমান খান, সৈয়দ এনামুল ইসলাম, ব্রিকলেন সম্পাদক জুয়েল রাজ, আব্দুল বাছির, সাংবাদিক সুশান্ত দাস গুপ্ত, আলী আকবর চৌধুরী, সাংবাদিক সুয়েজ মিয়া, মানবাধিকার কর্মি পুষ্পিতা গুপ্ত, কলামিষ্ট শাহ রুমি হক এবং কবি সাংবাদিক সৈয়দ হিলাল সাইফ, আব্দুল আহাদ চৌধুরী প্রমুখ। আয়োজকদের পক্ষে জুয়েল রাজ সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এই সরকারের কাছে আমাদের কোন প্রত্যাশা নেই। আমরা বিবেকের তাড়নায় এখানে দাঁড়িয়েছি আমাদের প্রতিবাদ টুকো সময়ের খাতায় লিখে রাখলাম। ইতিহাস এই দায় মেটাবে।

মার্চ ফর বাংলাদেশ সফল করতে বার্মিংহাম আওয়ামী লীগের সাথে শাহ শামীম আহমদের মতবিনিময়

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা শাহ শামীম আহমদ বলেছেন আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ট্রাফালগার স্কয়ারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ও বাংলাদেশে গনতন্ত্র পূর্নপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ৭১ এর মত আবারও মার্চ ফর বাংলাদেশ এ যোগদান করতে বার্মিংহাম প্রবাসীদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

গত ২৫ আগস্ট সোমবার বার্মিংহামের পানসী রেস্টুরেন্টে বার্মিংহাম আওয়ামী লীগের সাথে মতবিনিময় কালে একথা বলেন। বার্মিংহাম আওয়ামী লীগের সভাপতি কবির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম চৌধুরী মাখনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় তিনি বলেন, ৫ আগস্ট বাংলাদেশে ম্যাটিকোলাস ডিজাইনে যে জঙ্গি হামলার মাধ্যমে শেখ হাসিনার সরকারকে সরিয়ে সুদি ইউনুছের নেতৃত্বে পাকিস্তানপন্থি সরকার গঠন করে একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিচ্ছে।

৭১এর ২৬ এ মার্চ স্বাধীনতার উষালগ্নে পাকিস্তানী হানার বাহিনী প্রথমেই রাজারবাগ পুলিশ লাইনে হামলা করে হাজার হাজার পুলিশ হত্যা করেছিল, একই কায়দায় তারা ২০২৪ এর ৫ই আগস্ট ত সাড়ে-চারশ থানায় হামলা করে তিন হাজার দুইশ বাষট্টি জন পুলিশ হত্যা করেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের জুতার মালা পরিয়ে গ্রাম থেকে বের করে দিচ্ছে, জাতির পিতার সকল ভাস্কর্য্য ভেঙ্গে ফেলছে, রায়ের বাজার বদ্যভূমির শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ ভেঙ্গে ফেলেছে, বাংলাদেশে সংবিধান, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা বিতর্কিত করার চেষ্ঠা করছে, মুক্তিযুদ্ধের সকল অর্জন নস্যাত করতে তারা উটে পড়ে লেগেছে, তিনি বলেন, ১৫ই আগস্ট ইতিহাসের সবচেয়ে নিঃসশ ও ন্যাক্কারজনক বর্বরোচিত হামলার মাধ্যম জাতির পিতাকে স্বপরিবারে হত্যাকরে তারা মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে, জঙ্গীরা ২১ আগস্ট আওয়ামীলীগের জনসভায় হামলা চালিয়েছিল, মানুষ হত্যা করেছিল, জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এই হামলা ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম নৃসংশ ঘটনা। তিনি প্রমাণ দিয়ে বলেন, ৫ আগষ্টের পর জঙ্গীদের জেল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, হলি আর্টিজান হত্যাকাণ্ডের নায়কদের ছেড়ে দেওয়া হয়, ২১ আগস্ট হামলাকারিদের জেল থেকে মুক্তিদিয়ে মামলা থেকেও মুক্ত করে দেওয়া হয়। এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, ৫ আগস্ট এটা জঙ্গীদের দ্বারা সংঘটিত হামলা। এবং ষড়যন্ত্রে মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করা হয়েছে।এখন জঙ্গী শাসন চলছে দেশে। দেশ ও দেশের মানুষ বিপন্ন।

এসব ঘটনা আলোচনার পর দৃঢ়তার সাথে বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনাই একমাত্র দেশপ্রেমিক নেত্রী, যার হাতে দেশ নিরাপদ। মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের ভিত্তিতে তিনিই দেশকে এগিয়ে নিতে পারেন, তার বিকল্প নেই। সভায় আরো বক্তৃতা করেন বার্মিংহাম আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শাহ রোকন আহমদ, মোস্তফা কামাল বাবলু, যুগ্ম সম্পাদক কামাল আহমদ, নুরুল ইসলাম কিসলু, সাংগঠনিক সম্পাদক জুমা আহমদ লিটু, প্রচার সম্পাদক নাছির আহমদ শ্যামল, আশিক মিয়া, ম আ কাদির, ইকবাল হোসেন সহ প্রমুখ

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

জিসিএসই পরীক্ষায় লন্ডন ইস্ট একাডেমির শিক্ষার্থীদের অসাধারণ সাফল্য লাভ

লন্ডন, ২১ আগস্ট ২০২৫: এবারের (২০২৫) জিসিএসই পরীক্ষায় লন্ডন ইস্ট একাডেমির শিক্ষার্থীরা অসাধারণ ফলাফল লাভ করেছে। এই ফলাফলকে স্কুলের ইতিহাসে সেরা সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ২১ অগস্ট বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ফলাফলে স্কুলের শিক্ষার্থীদের শীর্ষ গ্রেড পাওয়ার হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ বছর ৬২ শতাংশ শিক্ষার্থী ইংরেজি ও জাতীয় পর্যায়ের ফলাফলের সমান।

স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ও ইংরেজি বিভাগের প্রধান মুবারক এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এ বছর আমাদের শিক্ষার্থীরা যে চমৎকার ফলাফল অর্জন করেছে তাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমি তাদের কঠোর অধ্যাবসায় ও ধৈর্য্যের জন্য অভিনন্দন জানাই এবং আমরা আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি সাফল্য দান করেছেন। এই অর্জন আমাদের তালহা রহমান বলেন, "আলহামদুলিল্লাহ, আমি সব বিষয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করেছি । আমি আমার ফলাফলে খুশি এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি লন্ডন ইস্ট একাডেমিকে মিস করব কিন্তু জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য মুখিয়ে আছি।"

শিক্ষকরাও আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে ফলাফলকে স্বাগত জানিয়েছেন। আরবী বিভাগের প্রধান শিক্ষক নাসরুল্লাহ বলেন

গণিতসহ পাঁচটি বিষয়ে গ্রেড ৫ বা তার চেয়ে বেশি অর্জন করেছে, যা ২০২৪ সালের ৪৭ শতাংশ থেকে একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি এবং জাতীয় গড় ৫২ শতাংশ থেকেও অনেক বেশি। এছাড়া, ৯৩ শতাংশ শিক্ষার্থী অন্তত পাঁচটি বিষয়ে গ্রেড ৪ বা তার চেয়ে বেশি পেয়েছে, যেখানে জাতীয় গড় মাত্র ৬৭ শতাংশ।

শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ও গণিতে দুর্দান্ত ফলাফল অর্জন করেছে। ৬৭ শতাংশ শিক্ষার্থী গ্রেড ৫ বা তার চেয়ে বেশি অর্জন করেছে, যা গত বছরের ৫০ শতাংশ থেকে অনেক বেশি এবং জাতীয় ফলাফলের তুলনায়ও এগিয়ে। শীর্ষ গ্রেড (গ্রেড ৭+) প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০২৪ সালের ১৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ২১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে- যা শিক্ষকদের শিক্ষাদান এবং অভিভাবকদের সহযোগিতার প্রতিফলন। তিনি আরো বলেন, ইংরেজি বিভাগের প্রধান হিসেবে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত যে, আমাদের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করছে।

এ বছর মূল এবং বিশেষায়িত উভয় বিষয়ে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখা গেছে। ইংরেজি ও গণিতে অসাধারণ ফলাফলের পাশাপাশি বিজ্ঞান, কম্পিউটিং, ইতিহাস এবং ইসলামি স্টাডিজে নাটকীয় উন্নতি হয়েছে । আরবী যে স্কুলের একটি শক্তিশালী সাবজেক্ট তা শিক্ষার্থীদের চমৎকার ফলাফলে আবারও প্রমানিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীরাও তাদের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত।

"আলহামদুলিল্লাহ, এ বছর আমাদের শিক্ষার্থীদের আরবীতে অসাধারণ সাফল্যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। শিক্ষার্থীদের ফলাফল তাদের অঙ্গীকার, আমাদের শিক্ষকদের নিবেদিতপ্রাণ প্রচেষ্টা এবং অভিভাবকদের সহযোগিতার প্রমাণ। আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের পড়াশোনায় অব্যাহত সাফল্য দান করেন।

স্কুলের হেড বয় রাফসান সিকদার তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে বলেন, এই ফলাফল পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আর তালহা দীর্ঘদিন ধরে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আল-মিজান স্কুল থেকে শুরু করে লন্ডন ইস্ট একাডেমি পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে পড়ছি । আমরা খুবই খুশি, আমাদের সহপাঠীদের অনুভূতিও একই।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে সেক্যুলার বাংলাদেশ মুভমেন্ট'র অনশন

জুয়েল রাজ: বাংলাদেশে সংখ্যলঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবী জানিয়ে , ২৬ আগস্ট ভোর থেকে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে অনশন করেন সংগঠনের সভাপতি পুষ্পিতা গুপ্তা।

২০২৪ সালের ৫ আগষ্টের পর থেকে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মালম্বালীদেরকে, উগ্রবাদীরা বাড়ীঘর দখল -মন্দির-শ্মশান ও ব্যবসা প্রতিষ্টানে ক্রমাগত ভাবে হামলা লুটপাট, হিন্দু নারীদের ধর্ষন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে হিন্দু কর্মচারীদের চাকুরীচ্যুত, যেকোন সময় অতর্কিত হামলা খুন এখন প্রতিদিনের ঘটনায় পরিনত হয়েছে।

বাংলাদশের প্রতিটি অঞ্চলেই এমন ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন। হয়রানি বন্ধ ও প্রতিকার চেয়ে ২৬ আগষ্ট ২০২৫ লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে লন্ডন সময় সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সেক্যুলার বাংলাদেশ মুভমেন্টের ব্যানারে লন্ডনে বসবাসরত সনাতন ধর্মালম্বীরা অনশন করেছে। এই প্রতিবাদ ও অনশন কর্মসূচীতে হিন্দুদের সাথে একাত্নতা ঘোষনা করেন মুক্তিযোদ্ধা মানবাধিকার কর্মী সাংবাদিক সহ অনেকে।

সেক্যুলার বাংলাদেশ মুভমেন্টের মুখপাত্র কাউন্সিলার পুষ্পিতা বলেন হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টানসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুরাও বাংলাদেশের মানুষ জন্মগত ভাবে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ধর্মকর্ম পালন সুবিচার পাওয়া আমাদের নাগরিক অধিকার। বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমরা সব ধরনের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, সুবিচার তো দূরের কথা প্রতিবাদও করতে পরছিনা।

তিনি বলেন চার মূলনীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হলেও আমরা নাগরিক অধিকার, ন্যায় বিচার পাচ্ছি না। অভিযোগ করেও প্রতিকার পাওয়া যায়না। ৪আগষ্ট ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত সংখ্যলঘুদের উপর ২,৪৪২টি হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে, ৫০জন হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে, ২৯ হিন্দু নারী ধর্ষনের শিকার হয়েছেন। ধর্মীয় গুরু চিন্ময় কৃস্ন দাসকে বিনা

বিচারের কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে। আমরা এসব অন্যায়ের প্রতিকার চাই। চাই সুবিচার ও আমাদের জানমালের নিরাপত্তা। এসব বিষয় নিয়ে সেক্যুলার বাংলাদেশ মুভমেন্টোর পক্ষ থেকে লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার বরাবরে স্মারকর লিলি দিতে চাইলে প্রথমে হাইকমিশনের পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করতে একজন কর্মকর্তা অপারগাতা প্রকাশ করেন, পরবর্তীতে বিকেল চারটার দিকে হাইকমিশনের একজন কর্মকর্তা স্মারকলিপিটি গ্রহন করেন। বিকেল পাঁচটায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়েজুর রহমান খান পানি পান করিয়ে কাউন্সিলার পুষ্পিতা গুপ্তার অনশন ভঙ্গ করান ও তাদের সাথে একাত্নতা ঘোষনা করেন। এসময় বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুদের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তাদের সাথে অনশন কর্মসূচিতে অংশ নেন মানবাধিকার কর্মি সৈয়দ এনামুল ইসলাম ও আনসার আহমেদ উল্লাহ সুশান্ত দাশ গুপ্ত নিশিত সরকার মিটু।

সুরমায় নারীর ঝাঁপ, অতঃপর........

সিলেট অফিস : সিলেটের চাঁদানিঘাট থেকে এক নারী সুরমায় ঝাঁপ দিয়েছেন। পরে তাকে উদ্ধার করে কোতোয়ালী থানায় হস্তান্তর করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এরপর পুলিশের ফোন পেয়ে তার স্বামীও থানায় উপস্থিত হয়েছেন।

তার নাম তানজিলা খানম (৩২)। তার স্বামী বেরকারি চাকরিজীবী রাসেল শিকদার। তিনি দুই সন্তানের জননী। তার বাড়ি বরিশালের বানারিপাড়া থানার সোনাহাড় গ্রামে। বাবার নাম কাজি আব্দুল মজিদ।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরের দিকে সুরমার উত্তরপ্রান্তে চাঁদনিঘাটের সিঁড়ি থেকে এক যুবতি নদীতে ঝাঁপ দেন। তিনি স্রোতের টানে ভেসে যেতে থাকেন।

এরপর কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করেন। ততক্ষনে ওই নারী ও উদ্ধারকারীরা কোতোয়ালী থানার সামনের ঘাটে পৌঁছে যান।

উদ্ধারকারীদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই নারী জানান, তার স্বামী রাসেল শিকদারের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছেন। পরে তাকে কোতোয়ালী থানায় হস্তান্তর করা হলে তিনি পুলিশের কাছেও একই অভিযোগ করেন। পুলিশ তার স্বামী রাসেল শিকদারকে থানায় ডেকে পাঠালে বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে তিনি থানায় উপস্থিত হন।

তিনি বলেন, তানজিলা গত প্রায় দেড় দুই বছর ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছে। তাকে বরিশালে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ দেখানো হয়েছে। কিছু বললেই রেগে যায়।

তিনি বলেন, তার এই রোগের কারণে আমাদের খুব সমস্যা হচ্ছে। আজও তাকে সাংসারিক কাজের ব্যাপারে একটু রেগে কথা বলেছিলাম। এরপর কাউকে কিছু না বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। তিনি জানান, কোনো একজন অভিভাবক নিয়ে গেলে পুলিশ তাদের ছেড়ে দিবে বলে জানিয়েছে।

একজোড়া জুতার জন্য খুন!

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জের মাধবপুরে মাদরাসায় জুতা লুকিয়ে রাখার অভিযোগে মো. আশরাফুল ইসলাম (৮) নামে এক মাদরাসা শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে।

সে ব্রাক্ষ্মনবাড়ীয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার চাপরতলা গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হবিগঞ্জ মর্গে প্রেরণ করেছে পুলিশ। আশরাফুল মাধবপুর উপজেলার নোয়াপাড়া ইয়াসমিন ফয়সল দারুল কুরআন হাফিজিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থী।

পুলিশ জানায়, ওই মাদরাসার শিক্ষার্থী এহসানুল হক নবীন মিয়ার (১১) জুতা সোমবার রাতে লুকিয়ে রাখে মাদরাসার কিছু শিক্ষার্থীরা। পরে নবীন জানতে পারে আশরাফুল তার জুতা লুকিয়ে রেখেছে। জুতা বের করার জন্য নবীন আশরাফুলকে সঙ্গে নিয়ে মাদরাসার পিছনে যায়। সেখানে তাকে ছুরিঘাতে হত্যা করে মরদেহ ড্রেনের মধ্যে কাগজ দিয়ে ঢেকে রেখে মাদরাসায় এসে ঘুমিয়ে থাকে।

সকালে মাদরাসার শিক্ষকরা আশরাফুলকে না পেয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করা শুরু করে। এক পর্যায়ে নবীন মিয়া আশরাফুলকে জুতা লুকিয়ে রাখার অপরাধে মেরে ফেলার কথা স্বীকার করে। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে মাধবপুর থানার ওসি তদন্ত কবির হোসেন ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে মাধবপুর থানার ওসি মোহাম্মদ সহিদ উল্ল্যা জানান- মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা পক্রিয়াধীন রয়েছে।

ছাতকে চোরাকারবারিদের আক্রমনে দুই পুলিশ আহত

ছাতক সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলায় নিয়মিত মামলার আসামি গ্রেপ্তারে গিয়ে চোরাকারবারিদের হামলার শিকার হয়েছেন দুই পুলিশ সদস্য। গত সোমবার (২৫ আগস্ট) রাতে উপজেলার টেঙ্গারগাঁও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, ছাতক থানার এসআই মো. রোমেন মিয়া সঙ্গীয় ৬-৭ জনের একটি ফোর্স নিয়ে টেঙ্গারগাঁও গ্রামে নিয়মিত মামলার আসামি শাহীন মিয়াকে ধরতে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় স্থানীয় চোরাকারবারিরা পুলিশকে বাধা দেয়। একপর্যায়ে তারা পুলিশকে ঘিরে ফেলে হামলা চালায়। এতে দুই পুলিশ সদস্য আহত হন।

খবর পেয়ে ছাতক থানার ওসি মো. সফিকুল ইসলাম খান অতিরিক্ত ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করেন। পরে তাৎক্ষণিক অভিযানে ছয়জনকে আটক করা হয়

ওসি সফিকুল ইসলাম খান জানান, আহত দুই পুলিশ সদস্যের মধ্যে একজনকে সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং অন্যজন ছাতকে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

তিনি আরো জানান, এ ঘটনায় ছয়জনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের ধরতে অভিযান চলছে। পাশাপাশি পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

সিলেটে অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি, অভিযানে মিলছে না কাঙ্খিত ফলাফল

সিলেট অফিস : সিলেট বিভাগের বিভিন্ন উপজেলা ও বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় সম্প্রতি অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ, গুলি, কার্তুজ ও অবৈধ এয়ারগান উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বিজিবি, র‍্যাব ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। অনুমোদন ছাড়া এসব অস্ত্র রাখা আইনগতভাবে দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও অনেকেই তা সংগ্রহ করেছিলেন বিনা অনুমতিতে।

জানা যায়, গত এক মাসে সিলেটের ভোলাগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, জাফলং, সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জের চুনারুঘাট, সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর এলাকায় তল্লাশী চালিয়ে অন্তত ৫টি ভারতীয় এয়ারগান, দেশীয় রিভলভার, ৩ রাউন্ড পিতলের গুলি ও ১ রাউন্ড স্টিলের গুলি, দোনালা বন্দুক, পুরাতন কাঠের বাটযুক্ত একনলা বন্দুক, দুইটি পাইপ গান, একটি তাজা কার্তুজ, দেশীয় অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে।

অভিযানে দেখা গেছে, এসব অস্ত্র মূলত ব্যবহার হচ্ছিল অবৈধ পাখি শিকার ও নানা ভয়ভীতি প্রদর্শনে।

সর্বশেষ রবিবার (২৪ আগস্ট) ভোররাতে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার সীমান্তবর্তী জাফলং চা বাগান সংলগ্ন কাটারী এলাকায় সিলেট ব্যাটালিয়ন ৪৮-বিজিবির অভিযানে চারটি ভারতীয় এয়ারগান উদ্ধার করা হয়। এসময় চোরাকারবারীরা বিজিবি টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। রবিবার (২৪ আগস্ট) প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক। তিনি জানান, 'সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ভারতীয় অবৈধ এয়ার গান উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত অস্ত্রসমূহের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।'

এর আগে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ভোররাতে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলায় থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে ইসহাকপুর গ্রামের এলাইছ মিয়ার বাড়ি থেকে পুরাতন কাঠের বাটযুক্ত একনলা বন্দুক, দুইটি পাইপ গান, একটি তাজা কার্তুজ, একটি চাপাতি, ছয়টি ছুরি এবং একটি লোহার তৈরি ক্লিনিং রডসহ এলাইছ মিয়ার ছেলে রাবেল মিয়াকে আটক করা হয়। আটককৃতক ব্যক্তি জগন্নাথপুর উপজেলার ইসহাকপুর গ্রামের এলাইছ মিয়ার ছেলে। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়। মামলা নং-০৯।

বুধবার (২০ আগস্ট) সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের কায়স্থগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেটের দক্ষিণ পাশে ঘাসের মধ্যে কাপড়ে মোড়ানো অবস্থায় একটি দেশীয় রিভলভার, ৩ রাউন্ড পিতলের গুলি ও ১ রাউন্ড স্টিলের গুলি উদ্ধার করেছে র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব-৯)। উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলি পরবর্তী আইনানুগ প্রক্রিয়ার জন্য থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে কারা অস্ত্রটি ফেলে রেখেছিলো এবং এটি কোথায় ব্যবহৃত হতো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানায় র‍্যাব।

রবিবার (১৮ আগস্ট) সিলেটের বিয়ানীবাজার পৌর শহরের ময়লার স্তুপ থেকে দোনালা বন্দুক উদ্ধার করে র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব-৯)। রাত আনুমানিক সোয়া ১১টার দিকে সিলেটের বিয়ানীবাজার পৌর শহরের ৮নং ওয়ার্ডের সুপাতলা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আগ্নেয়াস্ত্রটি একটি সীমানা প্রাচীর ঘেরা একটি ফাঁকা স্থানে রাখা ময়লার স্তুপে পলিথিন মোড়ানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে উদ্ধারকৃত অস্ত্রটি বিয়ানীবাজার থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন র‍্যাব-৯ এর মিডিয়া অফিসার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ।

শনিবার (১৭ আগস্ট) সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের সাদাপাথর এলাকার পাথর চুরি ও পাথর লুটপাটের ঘটনায় টাস্কফোর্সের বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন প্রকার দেশীয় অস্ত্র, এয়ারগান ও মদসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, ভোলাগঞ্জ আদর্শ গ্রামের মৃত আনোয়ার আলীর ছেলে কুতুব উদ্দিন ওরফে পাগলা শাহ (৫৪), ভোলাগঞ্জ উত্তরপাড়ার মৃত গোলাম মোস্তফার ছেলে আব্দুল ওয়াহিদ (৫৫), তার ছেলে জাহিদ আহমদ (২২), একই এলাকার আব্দুল ওয়াজেদের ছেলে রুহেল আহমদ (২৬) এবং আরেকজন সহযোগী।

জানা যায়, অভিযানের প্রথম পর্যায়ে রাত আনুমানিক ১টার দিকে ভোলাগঞ্জ আদর্শ গ্রামে মৃত আনোয়ার আলীর ছেলে কুতুব উদ্দিন ওরফে পাগলা শাহ'র বসতবাড়ি থেকে ১টি এয়ারগান, ১টি দা, ২টি ছুরি, ১টি বল্লম, ১৮০ মিলিলিটার ভারতীয় মদ অফিসার চয়েসের একটি বোতল জব্দ করে। পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে ভোলাগঞ্জ উত্তরপাড়া এলাকায় মৃত গোলাম মোস্তফার ছেলে মো. আব্দুল ওয়াহিদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১টি বল্লম, ১টি রামদা, ১টি ছুরি ও ১টি দা জব্দ করা হয়। এ অভিযানে আব্দুল ওয়াহিদসহ তার দুই ছেলে রুয়েল আহমদ (২৫) এবং জাহিদ আহমদকে (২২) গ্রেফতার করা হয়।

রবিবার (৩ আগস্ট) হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার দেওরগাছ গ্রামে অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র ও ইয়াবা বড়িসহ দুই ভাইকে আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। আটককৃতরা হলেন, চুনারুঘাট উপজেলার দেওরগাছ গ্রামের বাসিন্দা রমিজ মিয়া (৪২) ও তার ছোট ভাই সোহাগ মিয়া (২৫)। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নূরে আলম।

সিলেট ব্যাটালিয়ন (৪৮ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক জানান, 'ভারত থেকে অবৈধভাবে চোরাকারবারীরা বিভিন্ন সময় চোরাচালানের সাথে ভারতীয় এয়ারগানসহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসে। এরই অংশ হিসেবে অবৈধ এয়ারগান উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা রক্ষা, চোরাচালান, মাদক ও অস্ত্র পাচার প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।'

সিলেটের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সারওয়ার আলম বলেন, 'সম্প্রতি সিলেটে উদ্ধার করা এয়ারগানগুলো মূলত! পাখি শিকারের জন্য। এই এয়ারগানগুলো মানুষের জন্য কোনো ঝুঁকির কারণ নয়। উদ্ধারকৃত এয়ারগানগুলো ভারতীয় এবং অবৈধ তাই এগুলো উদ্ধার করে জব্দ করা হয়েছে। শুধুই এয়ারগান নয় সকল প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা হয় এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়। ভারতীয় অবৈধ চোরাচালান কিংবা অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রসহ যেকোনো বিষয়ে সিলেটের সবগুলো সীমান্তে বিজিবিসহ বিভিন্ন বাহিনীর অভিযান অব্যাহত রয়েছে।'

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations. Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

বিভুরঞ্জন সরকার ও বাংলাদেশে সাংবাদিকতার চিত্র

বর্ষীয়ান কলামিস্ট ও সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর তাঁর লাশ মুন্সিগঞ্জের মেঘনা নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি যে একগুচ্ছ প্রশ্ন আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাতে বাংলাদেশে সাংবাদিকতার আসল চিত্র ফুটে উঠেছে।

বিভুরঞ্জন সরকার তাঁর সেই আলোচিত খোলা চিঠিতে লিখছেন, 'আমি লিখেছি সত্যের পক্ষে, মানুষের পক্ষে, দেশের পক্ষে; কিন্তু আজ যখন নিজের জীবনকে দেখি, অনুভব করি সত্য লিখে বাঁচা সহজ নয়। আমার পেশা আমাকে শিখিয়েছে, সত্য প্রকাশ করা মানে সাহসের সঙ্গে ঝুঁকি নেওয়ার নাম।'আর এই ঝুঁকি নিয়ে আমাদের দেশের হাজারো সাংবাদিক সংবাদ প্রকাশ করে আসছেন। কেউ পারছেন, আবার কেউ ঘুণে ধরা সিস্টেমের সঙ্গে আপস করে নিয়েছেন। শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সৎ সাংবাদিকতা করা কেবল দুরূহ নয়, জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণও বটে।

গণমাধ্যমগুলো মালিকপক্ষের বুকপকেট থেকে বের হতে পারছেন না। ফলে তাঁবেদারি কিংবা তুষ্ট করার সাংবাদিকতায় বেশি চর্চিত হচ্ছে। শাসকদের বিরুদ্ধে গেলে শাসকেরা লাল চোখ দেখান পত্রিকার মালিকদের বা সম্পাদকদের। এই চর্চা কয়েক বছর ধরে চলে আসার পরিপ্রেক্ষিতে 'নিয়ন্ত্রিত সাংবাদিকতা' কিংবা সীমাবদ্ধ প্রতিবেদন সংবাদমাধ্যমগুলো কাভার করতে বাধ্য হচ্ছে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, যাঁরা এই 'বনসাই জার্নালিজম' করতে পারেন না, তাঁদের বিনা নোটিশে চাকরিচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে।

ফলে সংবাদমাধ্যমগুলোই চাচ্ছে না আমাদের সাংবাদিকেরা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করুক। এর মূল কারণ হচ্ছে, সরকার কিংবা ক্ষমতাশালী অংশের বিরুদ্ধে গিয়ে সাংবাদিকতা করতে গেলে যে চাপ আসবে, তা সহ্য করার সক্ষমতা সব গণমাধ্যমের থাকে না। বিজ্ঞাপন হারানোর ভয় থেকে শুরু করে করপোরেট হাউসগুলোর মালিকপক্ষের ব্যবসার কথা বিবেচনা করে একধরনের আপসের সম্পাদকীয় নীতিমালা করতে হচ্ছে। ফলে পাঠকেরা অনেক সময় ডিপ জার্নালিজম দেখার সুযোগ পান না।

অভিযোগ আছে, ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা সরকারের শাসনামলে সংবাদমাধ্যমগুলোকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হতো, তাতে ভয়ের সংস্কৃতি চর্চা হয়েছে; কিন্তু গণ-অভুত্থানের পর আমরা এই অভিযোগ থেকে সংবাদমাধ্যমগুলোকে দূরে রাখতে পারিনি। তাঁর প্রমাণ মেলে প্রয়াত সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লেখায়। তিনি বলছেন, গত বছর সরকার পরিবর্তনের পর গণমাধ্যমের অবস্থা আরও কাহিল হয়েছে। মন খুলে সমালোচনা করার কথা প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন; কিন্তু তাঁর প্রেস বিভাগ তো মনখোলা নয়। মিডিয়ার যাঁরা নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরা সবাই আতঙ্কে থাকেন সব সময়। কখন না কোনো খবর বা লেখার জন্য ফোন আসে। তুলে নিতে হয় লেখা বা খবর!হ্যাঁ, সাংবাদিকদের বেতনকাঠামোর জন্য ওয়েজ বোর্ড আছে; কিন্তু দীর্ঘদিন নবায়ন না হওয়া কিংবা সেই ওয়েজ বোর্ড অনুসরণ না করা সংবাদপত্রগুলো দিনের পর দিন প্রতারণা করে যাচ্ছে, মালিকপক্ষ বেতন নিয়ে তাইরেনাইরে করছে, তার হিসাব কয়জন কষে? পেশাদারি বজায় রেখে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করার অভিপ্রায় যে নেই, তা নয়; কিছু সংবাদমাধ্যম সেই নীতিমালা অনুসরণ করে। তবে সেটি হাতে গোনা।

আমাদের শত শত গণমাধ্যমের প্রয়োজন নেই। এক ডজন গণমাধ্যম যদি বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার চর্চাটুকু করে, সাংবাদিকদের ন্যায্য বেতন দেয়, অন্যান্য পেশার মতো তাঁদের সুযোগ-সুবিধা দেয়, তাহলে আমরা এভাবে বিভুরঞ্জনদের হারাতাম না।

ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে বন্দি রাজনীতি

মেজর (অব.) মনজুর কাদের

বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী থাকা অবস্থায় (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ৩০ মার্চ ১৯৭২) সৃষ্ট হওয়া অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়ে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি গণতন্ত্র হত্যার মাধ্যমে একদলীয় বাকশালী স্বৈরশাসন পদ্ধতি কায়েম করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান।

এ স্বৈরাশাসনের বিরুদ্ধে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থানে স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান পরিবারসহ নিহত হওয়ার পর আধিপত্যবাদী শক্তি বাকশালের প্রেতাত্মাদের দ্রুত রাজনীতিতে ফেরানোর জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, যার ফলস্বরূপ একই বছরের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্ব পালটা অভ্যুত্থান ঘটে এবং সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান বন্দি হন। অভ্যুত্থানের নেতা খালেদ মোশাররফ নিজেই নিজেকে ব্রিগেডিয়ার পদ থেকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন।

সিপাহি-জনতার বিপ্লব : লোকমুখে যখন জানাজানি হয়ে যায়, এ পালটা অভ্যুত্থান আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির মদদপুষ্ট, তখন দেশপ্রেমিক শক্তি দ্রুত পালটা ব্যবস্থা নেয়, যার ফলে জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর রাতে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে সিপাহি-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন (কার্যত/ফবভধপঃড় কারণ আইনগত/ফব লঁৎব প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিচারপতি সায়েম) হন। তবে আধিপত্যবাদী শক্তি তাকে যে কোনোভাবে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে একের পর এক ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

রেফারেন্ডাম (হ্যাঁ/না ভোট) : প্রেসিডেন্ট সায়েম পদত্যাগ করলে জিয়াউর রহমান তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তিনি ১৯৭৭ সালের ৩০ মে রেফারেন্ডামের (হ্যাঁ/না ভোট) আয়োজন করেন, যেখানে ভোটারদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, 'আপনি কি প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর-উত্তম এবং তার গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির প্রতি আস্থা রাখেন' এ গণভোটের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান বিজয়ী হন।

কণ্টকাকীর্ণ পথ : কিন্তু আধিপত্যবাদী শক্তি জিয়াউর রহমানের চলার পথকে কণ্টকাকীর্ণ করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে শ্রমিক ধর্মঘট ডাকার মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য চলাচল বন্ধ করে দিয়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হয়। টেলিফোন বিভাগের কর্মচারীদের ধর্মঘটের কারণে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। প্রতিটি সেক্টরে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে জিয়াউর রহমানকে অস্থির করে রাখা হয়।

জাপানি বিমান হাইজ্যাক : এ অস্থির পরিস্থিতিতে জাপানি রেড আর্মির বিমান হাইজ্যাক ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের একমাত্র বিমান হাইজ্যাকের ঘটনা। জাপানের কমিউনিস্ট পার্টির সামরিক সংগঠন রেড আর্মির হিদাকা কমান্ডো ইউনিটের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের দল ১৯৭৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্যারিস থেকে টোকিও যাওয়ার পথে জাপান এয়ারলাইন্সের (ঔঅখ) ডি-৮ বহরের একটি বিমান হাইজ্যাক করে ক্রুসহ ১৫৬ জন যাত্রী জিম্মি করে বিমানটিকে জোরপূর্বক ঢাকার পুরোনো তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করায়।

মুক্তিপণ হিসাবে তারা জাপান সরকারের কাছে ৬ মিলিয়ন ডলার ও তাদের সংগঠনের আটককৃত ৯ সদস্যদের মুক্তি দাবি করে। টানা ৪ দিন তারা হাইজ্যাক করা বিমান নিয়ে ঢাকা অবস্থান করে। সরকারের মধ্যস্থতায় জাপানের বিমানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২ অক্টোবর দাবি মেনে নেওয়ায় হাইজ্যাক নাটকের অবসান হয়।

হাইজ্যাকের আড়ালে সেনাবিদ্রোহ : অপরদিকে হাইজ্যাকের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র। ১৯৭৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বিমানবাহিনী দিবসে মূল বিদ্রোহের পরিকল্পনা করা হয়। এর দুদিন পর ৩০ সেপ্টেম্বর বগুড়া সেনানিবাসে ২২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে বিদ্রোহ করে। কিন্তু সেদিন তা বিচ্ছিন্ন ও ব্যর্থ হলে ইউনিটটিকে বিলুপ্ত করা হয়। যশোর সেনানিবাসে অভ্যুত্থান ঘটার আগেই তা শনাক্ত করা হয়।

এদিকে বগুড়ার ব্যর্থ অভ্যুত্থান এবং হাইজ্যাক ঘটনা শেষ হওয়ার মুহূর্তেই ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর ঢাকা সেনানিবাসে শুরু হয় বিদ্রোহ। বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর সিগন্যাল কোরের সৈনিকরা বিদ্রোহ করে এবং একই সঙ্গে বিমানবাহিনীর জওয়ানরা রেডিও স্টেশন দখল করে নেয়, হামলা চালায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বাসভবনে। তেজগাঁও বিমানবন্দরে লাইনে দাঁড় করিয়ে বার্স্ট ফায়ারে হত্যা করে বিমানবাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের। ক্রান্তিকালে জিয়ার অনুগত সৈনিকরা প্রতি-আক্রমণ করে বিমানবন্দর পুনঃদখল করে নেয়। বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিমানবাহিনীর সার্জেন্ট আফসার আলী খান, যিনি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ ও নেতৃত্ব আজও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তবে এ বিদ্রোহের পর জিয়াউর রহমান জাসদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেন। বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গঠিত হয় বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, যেখানে বিচার করা হয় বিদ্রোহীদের।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য রাজনৈতিক পদক্ষেপ : এ প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করেন এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউপিপি) বাংলাদেশ লেবার পার্টি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, বাংলাদেশ তফসিলি জাতি ফেডারেশন এবং জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)-এর সমন্বয়ে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন করেন। সরাসরি ভোটে ১৯৭৮ সালের ৩ জুন অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট জিয়াউর রহমানকে সমর্থন করে। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল এমএজি ওসমানী গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের (গজ) ব্যানারে নির্বাচনে অংশ নিয়ে জিয়াউর রহমানের কাছে পরাজিত হন। এরপর জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট বিলুপ্ত করে ১৯৭৮ সালে বিএনপি গঠিত হয়। ন্যাপ (ভাসানী) বিএনপির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

আধিপত্যবাদী শক্তির মদদপুষ্টরা জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত প্রায় ১৯টি সামরিক বিদ্রোহ করে এবং শেষটি ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে সংঘটিত হয়, যেখানে তিনি শাহাদতবরণ করেন। জিয়াবিহীন অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক শাসন জারি করেন।

জামায়াতের সমর্থনে ১৯৯১ সালে বিএনপির সরকার গঠন : বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও বাম জোট জেনারেল এরশাদকে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্ষমতাচ্যুত করার পর ১৯৯১-এর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আধিপত্যবাদী শক্তি নিশ্চিত ছিল, এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে, তা প্রমাণ করে দিয়ে নির্বাচনে বিএনপিকে বিজয়ী করার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। জামায়াতে ইসলামী সমর্থন দিলে বিএনপি সরকার গঠন করে। এরপর থেকে পতিত আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করে ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা করতে থাকে আধিপত্যবাদী শক্তি।

চারদলীয় জোট-আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বিরোধী দল নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তবে জাতীয় পার্টি চারদলীয় জোটে যোগদান করায় বিপদে পড়ে যায় এ অপশক্তি। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট, জাতীয় পার্টি (পরবর্তীকালে জাপার একাংশ) নিয়ে চারদলীয় ঐক্যজোট গঠন করে আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এ জোট দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন লাভ করে।

৯/১১-এর ঘটনা সবকিছু বদলে দেয় : তবে ওই বছরের ১১ সেপ্টেম্বর (৯/১১) যুক্তরাষ্ট্রে টুইন টাওয়ার এবং সামরিক হেডকোয়ার্টার্স পেন্টাগনে হামলা হলে এবং বিশ্ব পরিস্থিতি বদলে গেলে মুসলিম দেশগুলোকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। এ সুযোগে ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তি বাংলাদেশের রাজনীতির ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে এবং চারদলীয় জোটের শাসনামলে একই সময়ে দেশের ৬৩টি জেলা সদরে জেএমবির বোমা হামলা, যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলা হয়। এ ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করে জনসম্মুখে প্রকাশ করতে সরকার ব্যর্থ হয়, তার ওপর *-১৭ পৃষ্ঠায়*

আলী আমজদের ঘড়ির পাশে জুলাই স্মৃতিফলক নির্মাণের প্রতিবাদ

সিলেট অফিস : সিলেটের দেড়শো বছরের ঐতিহ্যবাহী আলী আমজদের ঘড়ির পাশেই জুলাইয়ের শহীদদের স্মরণে স্মৃতিফলক 'স্ট্রিট মেমোরি স্ট্যাম্প' নির্মাণ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে চলছে সমালোচনা। ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার অংশবিশেষ আড়াল করে স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হচ্ছে দাবী করে সোমবার স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

জানা যায়, ১৮৭৪ সালে সিলেটের ক্বিন ব্রিজ এলাকায় স্থাপিত হয় আলী আমজদের ঘড়ি। এখন এটি সিলেটের একটি ঐতিহ্য হিসেবে সব জায়গায় পরিচিতি পেয়েছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান চলাকালে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের স্মরণে প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে ঘটনাস্থলে কিংবা ঘটনাস্থলের পাশে একই নকশায় 'স্ট্রিট মেমোরি স্ট্যাম্প' নামে স্মৃতিফলক নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সিলেট নগরে চারজন শহীদের স্মরণে এমন স্মৃতিফলক নির্মাণের কাজ গত জুলাই মাসে শুরু হয়েছে। যেগুলো নির্মাণ করছে সিলেট সিটি করপোরেশন। আলী আমজদের ঘড়ির সামনে মো. পাবেল আহমদ কামরুল ও পঙ্কজ কুমার কর শহীদ হন। তাই সেখানে দুই শহীদ স্মরণে স্মৃতিফলক নির্মিত হচ্ছে। এর বাইরে কোর্ট পয়েন্টের মধুবন সুপার

মার্কেটের সামনে শহীদ সাংবাদিক আবু তাহের মো. তুরাব এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষার্থী রুদ্র সেনের স্মরণে ঘটনাস্থলের পাশে স্মৃতিফলক নির্মিত হচ্ছে। প্রতিটি ফলক নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ৮ হাজার ৩৭৫ টাকা।

সোমবার দুপুরে সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারোয়ার আলম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রেজাই রাফিন সরকারের কাছে সিলেটের ল্যান্ডমার্ক খ্যাত দেড় শতাব্দীর প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী আলী আমজাদের ঘড়িঘরের অখণ্ডতা রক্ষার নাগরিক আহবান সম্বলিত যৌথ স্মারকলিপি প্রদান করেছে তিনটি নাগরিক সংগঠন। পরিবেশ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ট্রাস্ট সিলেট, ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) সিলেট ও সংক্ষুব্ধ নাগরিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সংগঠন তিনটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন- ডা. মোস্তফা শাহজামান চৌধুরী, আব্দুল করিম কিম, শামসুল বাসিত শেরো, প্রকৌশলী মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, রেজাউল কিবরিয়া প্রমুখ।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, সিলেট শহরের প্রাচীনতম ও প্রতীকখ্যাত স্থাপত্য "আলী আমজদের ঘড়িঘর। এ কেবল একটি স্থাপনা নয়; আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের প্রতীক।

১৮৭৪ সালে পৃথিমপাশার জমিদার নবাব আলী আমজদ খান এটি নির্মাণ করেন। শতবর্ষ অতিক্রান্ত এই স্থাপনাটি সিলেটকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিত করেছে। সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত এইঘড়ি ঘর সিলেটের ল্যান্ডমার্ক। তবে গভীর দুঃখ ও উদ্বেগের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে, এই ঐতিহ্যবাহী ঘড়িঘরের সীমানার ভেতরেই নতুন একটি স্থাপনার (জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মরণে "জুলাই স্তম্ভ") নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। স্মারকলিপিতে উল্ল্যেখ করা হয়, সিলেটের মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামে জুলাই আন্দোলনের গুরুত্ব অস্বীকারযোগ্য নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক "আলী আমজদের ঘড়িঘর"-এর গায়ে নতুন স্থাপনা চাপিয়ে দেওয়া সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও স্থাপত্যরক্ষার মৌলিক নীতির পরিপন্থী।

স্মারকলিপিতে এই স্থাপনা সংরক্ষণের আইনগত ভিত্তি তুলে ধরে বলা হয়, বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব আইন, ১৯৬৮ (সংশোধিত ১৯৭৬ ও ২০১৬): আইন অনুযায়ী প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্থাপনার সীমানায় কোনো নতুন স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবর্তন আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ নীতি, ২০০৯: ঐতিহাসিক স্থাপনা ও প্রতীকের চারপাশের দৃশ্যমানতা, পরিবেশ ও নান্দনিকতা অক্ষুণ্ণ রাখা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব।এছাড়া ইউনেস্কোর হেরিটেজ সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী, শতবর্ষ প্রাচীন স্থাপনার ভৌগোলিক ও স্থাপত্যগত অখণ্ডতা নষ্ট করা যায় না।

স্মারকলিপিতে সংগঠন তিনটি নাগরিকসমাজ, পরিবেশবাদী ও ঐতিহ্য সংরক্ষণকামী মানুষের পক্ষে নিকটবর্তী বিকল্প স্থানে জুলাই আন্দোলনের স্মৃতি স্মারক নির্মাণ ও সিলেটের প্রতীকখ্যাত ঐতিহ্যের ক্ষতি না করার আহ্বান জানানো হয়।

এব্যাপারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সিলেট জেলার সাবেক যুগ্ম আহবায়ক ইব্রাহীম বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের একজন সম্মুখ সারির সংগঠক হিসাবে এধরণের উদ্ভট তৎপরতার নিন্দা জানাই। জুলাই স্মরণে সিলেটের বিভিন্ন স্থানে ফলক, স্মারক নির্মিত হতে পারে। কিন্তু সেটা ঐতিহ্য, প্রকৃতি কিংবা জনস্বার্থ বিঘ্ন করে নয়।

সংক্ষুব্ধ নাগরিক আন্দোলন সিলেটের সমন্বয়ক আবদুল করিম চৌধুরী (কিম) বলেন, সিলেটের এই ল্যান্ডমার্কের অখন্ডতা যেকোনোভাবে রক্ষা করতে হবে। জুলাই শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ এর পাশাপাশি অন্যত্র স্থাপন করাও সম্ভব।

সাদা পাথর ফেরত দেয়ার হিড়িক

সিলেট অফিস : ধলাই নদীতে দলবেঁধে পাথর বোঝাই করা নৌকার সারি। আর তীরে পাথরবাহী শত শত ট্রাক। এরা সবাই এসেছেন পাথর ফেরত দিতে। মহা ব্যস্ত ঘাটে থাকা প্রশাসনের কর্মচারীরা। বার বার মাইকে ঘোষণা দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে পাথর ফেরত দেয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। এ দৃশ্য হরহামেশার নয়। এটি রোববার থেকে শুরু হয়েছে। সিলেটের জেলা প্রশাসন থেকে তিনদিনের আল্টিমেটাম দিয়ে লুট হওয়া সাদাপাথর ফেরত চেয়েছিল। এরপর থেকে সাদা পাথর ফেরত দেয়ার হিড়িক পড়েছে। ১০ নম্বর ঘাটের যখন এই পরিবেশ তখন নৌকাযোগে ১০ মিনিটের পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছাতে হলো সাদাপাথরে। সেখানেও আরেক দৃশ্য। পাথর বোঝাই নৌকার পর নৌকা নিয়ে হাজির কর্মচারীরা। এ নৌকাগুলো এসেছে ১০ নম্বর ঘাট থেকে। নৌকা থেকে পাথর ফেলা হচ্ছে সাদাপাথরে। আর ওই পাথরগুলো স্তরে স্তরে সাজানো হচ্ছে বালুময় সাদাপাথরে। ব্যস্ত কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে সাদাপাথরে ফেলা পাথর শ্রমিকদের আরেক অংশ সারি সারি করে সাজাচ্ছে বালুময় ভূমিতে। এতে কিছুটা হলেও ফিরছে সৌন্দর্য। লুটের পাথর ফেরত আনা সহ নানা কার্যক্রম নিজে দাঁড়িয়েই পর্যবেক্ষণ করছিলেন কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও মো. রবিন মিয়া। এভাবে কী লুট করা পাথর ফিরে এনে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব- প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন- 'আমি কিছু বলবো না। এক সপ্তাহ পর আপনারাই বলবেন কী হয়েছে।' ইউএনও'র মুখে আশাবাদের সু র। মহা কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত থাকার পর মুখে হাসি ছিল। বললেন- 'প্রশাসনের তরফ থেকে সাদা পাথর ফেরত দেয়ার জন্য তিনদিনের আল্টিমেটাম দেয়া হয়েছে। প্রথমদিন রোববার ও সোমবার সকাল পর্যন্ত প্রায় ১২ লাখ ঘনফুট লুট হওয়া পাথর ফিরিয়ে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। পাথর দেয়া হচ্ছে। আর ফিরিয়ে দেয়া পাথরের মধ্যে ইতিমধ্যে ৬ থেকে সাড়ে ৬ লাখ ফুট সাদাপাথর ফেরত এসেছে। এসব পাথর পর্যায়ক্রমে বিছানো হচ্ছেও।'

তিনি বলেন- 'সাদাপাথর থেকে যাতে পর্যটকরা বিমুখ না হন সেজন্য এ কাজ করা হচ্ছে। প্রশাসনের আল্টিমেটামের সময় শেষ ছিল মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে কেউ যদি পাথর ফেরত না দিয়ে তার নিজের জিম্মায় রেখে দেন তাহলে পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।' সাদা পাথর ফিরিয়ে আনা ও প্রতিস্থাপনের বিষয়টি তদারকি করছিলেন শ্রমিক সর্দার আজিজুল ইসলাম। তিনি জানিয়েছেন- রোববার প্রায় দেড়শ' নৌকা ভর্তি পাথর আনা হয়েছে। নৌকাযোগে শ্রমিকরা দশ নম্বর ঘাট থেকে পাথর এনে রাখা হচ্ছে। এরপর সেগুলো প্রতিস্থাপন হচ্ছে।' তিনি বলেন- সোমবারও কয়েকশ' নৌকায় পাথর সাদাপাথরে নিয়ে আসা হয়েছে। আর প্রতিস্থাপনের ফলে এই পাথরগুলো সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনছে। ধীরে ধীরে লুট হওয়া অংশেও পর্যটকরা

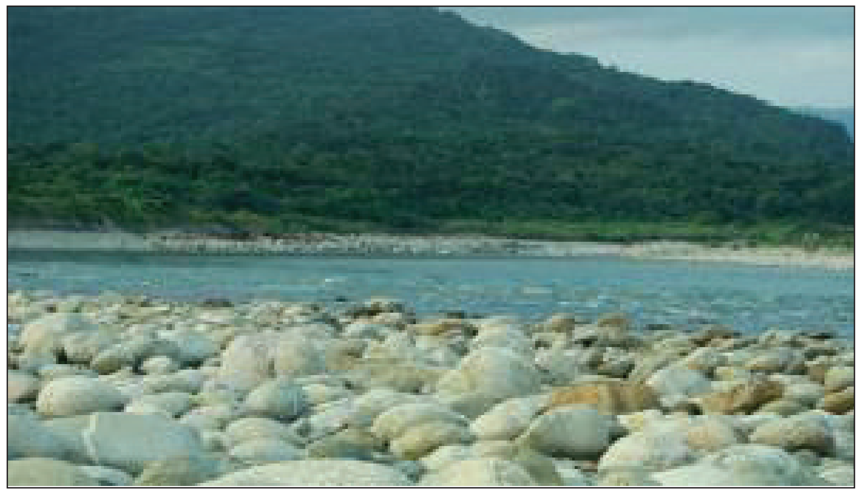

ফিরবেন বলে জানান- তিনি। সাদাপাথরে পাথর ফেরার দৃশ্য দেখছিলেন ভোলাগঞ্জের এলসি ব্যবসায়ী আক্তারুজ্জামান নোমান। সাদাপাথর দেখিয়ে বললেন- যে পাথরগুলো ফেরত এনে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে, সেগুলোই লুট হওয়া পাথরই। যেভাবে বিছিয়ে রাখা হচ্ছে এ দৃশ্য দেখে স্বস্তি মিলছে। এখন সবার উচিত প্রশাসনকে সহযোগিতা করা। লুট হওয়া পাথর ফেরত দিলে প্রশাসন সেগুলো খুব দ্রুতই প্রতিস্থাপন করবে।

তিনি বলেন- সাদাপাথরের নিরাপত্তা বাড়ানো দাবি অনেক আগেই আমরা করে আসছি। কিন্তু এতদিন প্রশাসন নীরব ছিল। এবার সচিবরা এসে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কথা বলেছেন। সাদাপাথর লুটের সময়ের বাধা দেয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরে নোমান বলেন- সাদাপাথর, বাঙ্কার এলাকা লুটের সময় এলাকার অনেক মানুষই লাঠিসোটা নিয়ে বাধা দিয়েছিলেন। বাধা পেয়ে শ্রমিকরা ফিরে গেলেও পরবর্তীতে রাতের আঁধারে এসে লুট করে। সাদাপাথরে থাকা ফটোগ্রাফার ও ব্যবসায়ীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। হাজার হাজার শ্রমিক লুটের সঙ্গে জড়িত থাকায় তাদের ঠেকানো যায়নি। সাদাপাথর ঘুরতে চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন বয়োবৃদ্ধ আলমগীর হোসেন। ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন- তিনি গত বছর সাদা পাথর দেখতে এসেছিলেন। তখন যে সৌন্দর্য ছিল এখন তা নেই। তবে প্রশাসন যে উদ্যোগ নিয়েছে সেটি প্রশংসনীয়। পাথরগুলো ফেরত এনে প্রতিস্থাপন করলে পর্যটকরা ধীরে ধীরে আসা শুরু করবেন। এদিকে সাদাপাথরের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন- সাদা পাথরের ৮০ ভাগ পাথরই লুট করা হয়েছে। তবে সেটি বাঙ্কার অংশ থেকে। বিজিবি ক্যাম্প অংশের পাথর এখনো অক্ষত রয়েছে। এ কারণে পর্যটকরা এসে বিমুখ হচ্ছেন না। তারা পুরনো অংশেই সাঁতার কাটছেন, আনন্দের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তারা জানিয়েছেন- সাদা পাথর লুটের বিষয়টি প্রচার হওয়ার পর পর্যটকরা যে কমেছেন তা নয়, বরং লুট হওয়া অংশের প্রতিবাদ জানাতে এখন আরো বেশি পর্যটক আসছেন। পর্যটকরা হচ্ছেন সাদাপাথরের প্রাণ। এ কারণে পর্যটকরাই বাঁচিয়ে রাখবেন সাদাপাথরকে। বেলা একটার দিকে পাথর রাজ্য সাদাপাথর থেকে ফেরার পথে ব্যবসায়ীদের কথার সত্যতা মিলেছে। দলে দলে পর্যটকরা যাচ্ছিলেন সাদাপাথরের দিকে। দশ নম্বর ঘাটে পৌঁছার পর দেখা গেল সকালের চেয়ে আরও ভিড়। বিশেষ করে পাথর ফেরত দিতে আসা নৌকার জট লেগেছে। ঘাটে বসে নাম লিখে লিখে পাথর সমঝে নিচ্ছিলেন কোম্পানীগঞ্জের এসিল্যান্ড অফিসের চেইনম্যান এনায়েত হোসেন। তিনি জানালেন- পাথর আসছে। ইতিমধ্যে কয়েকশ' ট্রাক পাথর ফেরত দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। নৌকাযোগে যে পাথরগুলো আসছে সেগুলোও তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। আর ফেরত পাওয়া পাথর অন্য নৌকা দিয়ে সাদাপাথরে পাঠানো হচ্ছে।

এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি শাব্বির আহমদ ও বর্তমান সভাপতি আব্দুল আলীম। তারা জানালেন- ব্যবসায়ীরা উৎসাহ ভরে পাথর ফেরত দিচ্ছেন। কেউ কেউ ভয়েও দিতে পারেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাথরগুলো সংগ্রহ করা হচ্ছে। এটা একটা পজিটিভ দিক। তারা বলেন- পাথর লুটপাটের ঘটনায় প্রশাসনের যে অ্যাক্টিভিটিজ সেটি প্রশংসনীয়। কিন্তু কোম্পানীগঞ্জের পাথর লুটপাটকারীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। প্রশাসনের ভয়ে এখন নির্দোষ জনগণও বাড়ি ছাড়া। সুতরাং প্রশাসনকে দ্রুত স্বস্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। একই সঙ্গে যারা সাদাপাথর লুট করেছে তাদেরকেও আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

জৈন্তাপুর সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ অনুপ্রবেশের গুঞ্জন

সিলেট অফিস : সিলেটের জৈন্তাপুর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ অনুপ্রবেশের গুঞ্জন উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি দালালদের মাধ্যমে জৈন্তাপুর সীমান্তের ১৩০২ মেইন পিলারের পার্শ্ববর্তী বাঘছড়া এলাকা দিয়ে ৬ রোহিঙ্গা নাগরিক ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে তারা দেখেছেন। তারা অনুপ্রবেশকারীদের ভিডিও ধারণ করেছেন। তবে বিজিবি ও পুলিশ অনুপ্রবেশের ঘটনাটি অস্বীকার করেছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, সোমবার দুপুরের দিকে জৈন্তাপুর উপজেলার চারিকাটা ইউনিয়নের বাঘছড়া সীমান্ত এলাকা দিয়ে ৬ রোহিঙ্গা নাগরিক ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। এসময় স্থানীয় দালাল কামরাঙ্গীখেল দক্ষিণ গ্রামের মহিব মিয়ার ছেলে সুলেমান, নিশ্চিন্তপুরের নূর উদ্দিনের ছেলে সেলিম ও একই গ্রামের বাবুল মিয়ার ছেলে আনোয়ার ওরফে আনর তাদেরকে বাঘছড়া এলাকার একটি জঙ্গলে নিয়ে আসে।

ঘটনাটি দেখতে পেয়ে জৈন্তাপুরের বাউরভাগ দক্ষিণ গ্রামের মো. আকবর আলীর ছেলে রোমান আহমদ ও আবদুল মতিনের ছেলে আবুলসহ স্থানীয় কয়েকজন ভিডিও ও ছবি ধারণ করেন। ভিডিওতে আনোয়ার ওরফে আনরকে রোহিঙ্গা নাগরিকদের সাথে কথোপকোথন করতে দেখা যায়। ঘটনাটি জানাজানি হলে দালালরা ৩ রোহিঙ্গা নাগরিককে ওই স্থান থেকে

দ্রুত সরিয়ে ফেলে।

স্থানীয় লোকজনের দাবি, খবর পেয়ে বিজিবি ঘটনাস্থলে গিয়ে এক শিশুসহ তিন রোহিঙ্গা নাগরিককে পেলেও তাদেরকে আটক করেনি। জৈন্তাপুরের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে দালালদের মাধ্যমে রোহিঙ্গারা আসা-যাওয়া করে বলেও অভিযোগ করেন স্থানীয়রা।

এ ব্যাপারে লালাখাল বিওপির কমান্ডারের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের বিষয়টি জানেন না বলে মন্তব্য করেন। প্রতিবেদকের কাছে ভিডিও ও ছবি সংরক্ষিত আছে জানালে তিনি বলেন, 'আমি ক্যাম্পের বাহিরে আছি, ক্যাম্পে ফিরে ঘটনা সত্যতা জেনে আপনাকে অবগত করবো।' কিন্তু মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত কোনো উত্তর জানাননি তিনি। কয়েকবার ফোন দিলেও ধরেননি।

এ ব্যাপারে বিজিবি ১৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জুবায়ের আনোয়ার পিএসসি সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনিও ফোন রিসিভ করেননি।

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দা জৈন্তাপুর থানার ৩নং চারিকাটা ইউনিয়নের বাউরভাগ দক্ষিণ ৩নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ইব্রাহিম আলীর ছেলে মো. আকবর আলী ৩ জনের নামোল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত আরও ১০-১২জনকে অভিযুক্ত করে জৈন্তাপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। যেখানে তিনি উল্লেখ করেন, সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ অনুপ্রবেশের ঘটনায় তার ছেলে রোমান আহমদ বাধা প্রদান ও ভিডিও ধারণ করতে গেলে মানবপাচারকারী চক্রের সাথে মারামারির ঘটনা ঘটে। এসময় মানবপাচারকারী চক্রের সদস্যরা রোমান আহমদের মোবাইল ফোনসহ ও নগদ ২ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় আকবর আলী জৈন্তাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

জৈন্তাপুর থানার ওসি আবুল বাশার মোহাম্মদ বদরুজ্জামান জানান, 'রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। বিজিবি থেকে তাদেরকে এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।'

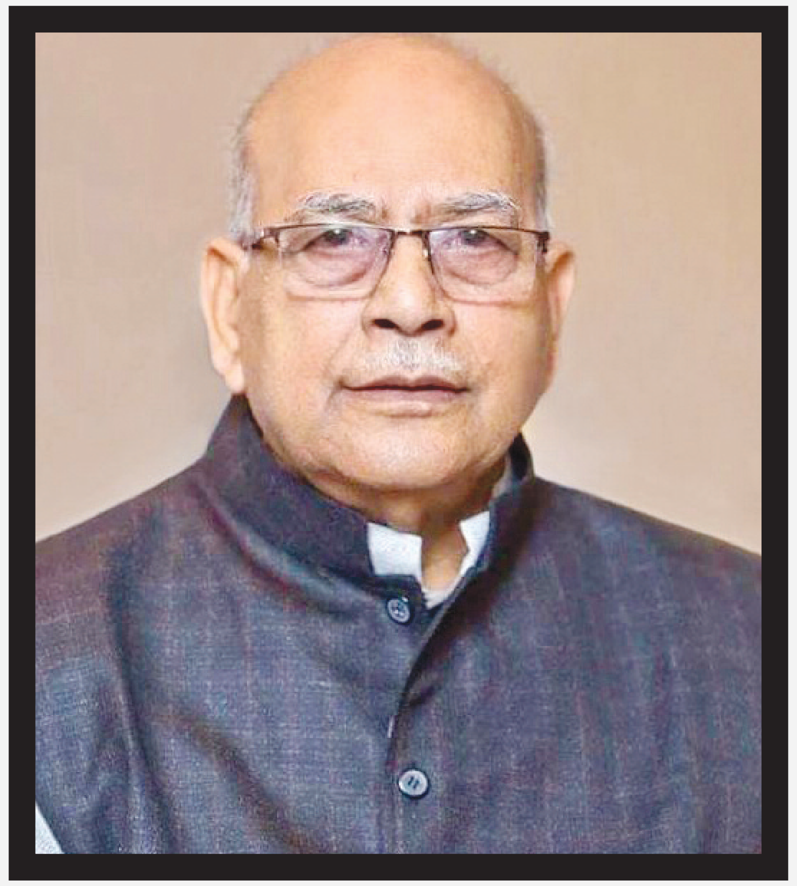

বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাহমুদ শরীফ (১৯৪১ - ২০২৫)

হাজারো মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় এক কিংবদন্তীর শেষ বিদায়

॥সারওয়ার কবির ॥

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাহমুদ শরীফ গত ২৩ আগস্ট, শনিবার ভোর ৩টায় লন্ডনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। এক বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এই মানুষটি ছিলেন প্রবাসে বাংলাদেশের আত্মার ধারক এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এক অবিচল প্রহরী। তাঁর মৃত্যুতে প্রবাসে বাঙালি কমিউনিটিতে এক অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি ২ মেয়ে, নাতি-নাতনী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন ও আপসহীন সংগ্রাম

সুলতান শরীফের জীবন ছিল সংগ্রামের, কিন্তু সেই সংগ্রাম ছিল আলোকময়। ১৯৭১ সালের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পথপরিক্রমায় সুলতান মাহমুদ শরীফ বাঙালি জাতির নীতি ও আদর্শের এক অবিচল রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মহান উত্তরাধিকার মিশে আছে স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, প্রগতিশীল মূল্যবোধের অন্বেষণ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার নিরলস প্রচেষ্টায়। কোনো ভয় তাঁর কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে পারেনি, কোনো ধরনের আপস তাঁর দৃষ্টিকে ঘোলাটে করতে পারেনি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সমুন্নত রেখেছেন '৭১-এর চেতনা-আমাদের শিখিয়ে গেছেন দেশপ্রেম ক্ষণিকের আবেগ নয়, বরং এক আজীবনের সাধনা।

দল-মত-গোত্রের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষজন এসেছিলেন, কারণ সুলতান শরীফ ছিলেন সবার। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় ছিল ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো, আপসহীন মনোভাবের প্রতিফলন। প্রবাসেও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে তিনি ছিলেন অগ্রভাগে-একজন নির্ভীক কণ্ঠস্বর, যিনি কখনো থেমে যাননি।

১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারি বরিশালের সারুখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সুলতান মাহমুদ শরীফ। স্কুলজীবন থেকেই তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নেতৃত্ব দেন।

ষাটের দশকের শুরুতে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, হোসেন সোহরাওয়ার্দীর মুক্তি আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি আন্দোলন, শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের আন্দোলনসহ প্রতিটি সংগ্রামে একজন নির্ভীক নেতা হিসেবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। ১৯৬৩ সালে যুক্তরাজ্যে আসার পর থেকে লন্ডনে একজন ছাত্রনেতা হিসেবে সামনের কাতারে ছিলেন তিনি। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন শুরু হলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান যুব ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ছয় দফা সম্পর্কিত দলিল যুক্তরাজ্যে ছড়িয়ে দেন। ১৯৬৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিবাদে তিনি ৮ হাজার বাঙালিকে নিয়ে হাইড পার্ক থেকে পাকিস্তান হাইকমিশনের দিকে মিছিল করেন এবং দুঃসাহসিকতার সাথে হাইকমিশনের উপরে পাকিস্তানি পতাকা সরিয়ে কালো পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁর এই ছবিটি পরদিন লন্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই মামলার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করতে ব্যারিস্টার স্যার টমাস কিউসি উইলিয়ামকে লন্ডন থেকে পাঠানোর সিদ্ধান্তে তাঁর আইরিশ বংশোদ্ভূত স্ত্রী ব্যারিস্টার নোরা শরীফের ভূমিকা ছিল অনন্য। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করার পর ১৯৬৯ সালের ২৬ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু লন্ডনে আসেন। সুলতান শরীফ এ সময় বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলেন সার্বক্ষণিক। এর কিছুদিন পর যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ও লন্ডন আওয়ামী লীগ গঠিত হলে সুলতান মাহমুদ শরীফ লন্ডন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ

১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে জেনারেল ইয়াহিয়া খান আমেরিকা যাওয়ার পথে লন্ডনের ক্লারিজস হোটেলে অবস্থান করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে লন্ডন আওয়ামী লীগ ক্লারিজ হোটেলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভকারীরা ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের পক্ষে স্লোগাণ দেয়। বিক্ষোভের এক পর্যায়ে স্বয়ং ইয়াহিয়া খান বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলার জন্য আসেন। এসময় ইয়াহিয়ার সাথে কথা কাটাকাটি হয় বিক্ষোভকারীদের। সুলতান শরীফ ইয়াহিয়া খানকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন আসন্ন নির্বাচনে শেখ মুজিব যদি পার্লামেন্টে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতার মর্যাদা লাভ করেন তাহলে তাকে সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া হবে কি না? এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে ইয়াহিয়া খান কিছুটা অসংলগ্নভাবে বলে, আমি যে কোন মূল্যে পাকিস্তানকে রক্ষা করবো। পাকিস্তানকে ধ্বংস করার সুযোগ কাউকে দেবো না। পাকিস্তানের জন্য আমি প্রাণ দিতে রাজী আছি। সাথে সাথে সুলতান মাহমুদ শরীফ এ খবরটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পৌছান।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি প্রবাসে একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। বিশ্ব জনমত গঠনে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। একই বছর এপ্রিল মাসে তিনি লন্ডন থেকে দেশে ফিরে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার বিশ্বস্ত সৈনিক

স্বাধীনতার পর জাতির পিতার নির্দেশে সুলতান মাহমুদ শরীফ দেশে ফিরে আসেন। ১৯৭২ সালে যুবলীগ প্রতিষ্ঠা হলে তিনি এই কমিটির সেক্রেটারিয়েটের সদস্য হন এবং পরবর্তীতে প্রেসিডিয়াম সদস্যের দায়িত্বও পালন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অত্যন্ত প্রিয় ও কাছের মানুষ ছিলেন তিনি।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তিনি ও তাঁর স্ত্রী নোরা শরীফ ইউরোপজুড়ে সামরিক শাসন বিরোধী ও বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ২০০৬ সাল থেকে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ২০১১ সাল থেকে সভাপতির দায়িত্ব পালন করে তিনি প্রবাসে বাঙালি কমিউনিটির একজন অভিভাবক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

তাঁর নেতৃত্বে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ শুধু সংগঠিত হয়নি, বরং প্রবাসে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি, ন্যায়ের দাবি এবং গণতান্ত্রিক চেতনার ধারক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল লন্ডনের রাজপথে স্বাধীনতার দাবি তোলা সেই সাহসী উচ্চারণ, যা আজও অনুরণিত হয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের হৃদয়ে।

ব্রিটেনে বাঙালি কমিউনিটির একজন অভিভাবক হিসেবে তাকে সব সময় পাশে পেয়েছে কমিউনিটি। মা-মাটি ও মানুষের জন্য তাঁর সারাটি জীবন উৎসর্গ করেছেন। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ অর্জনগুলোর সঙ্গে সুলতান মাহমুদ শরীফ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিলেতে বাঙালি কমিউনটির প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি একজন দিক নির্দেশক ও কান্ডারি হিসেবে আলোর পথ দেখিয়েছেন।

হাজারো মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় শেষ বিদায়

২৩ আগস্ট পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কের শহীদ মিনারে তাঁর শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে মানুষের ঢল নেমেছিল। দল-মত নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত হন এই মহান নেতা। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধারা প্রয়াত নেতার প্রতি গার্ড অব অনার প্রদান করেন এবং কফিনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা জড়িয়ে দেন। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দেওয়ান গৌস সুলতান,বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান, লোকমান হোসেইন, হিমাংশু গুস্বামী,

শহিদ মিনারে প্রয়াত নেতার প্রতি বীর মুক্তিযুদ্ধাদের গার্ড অব অনার প্রদান

ফয়জুর রহমান খান, এনামুল হক, আবু তাহের, শহীদুল ইসলাম বাবলু, আমির খান ও আলাউদ্দিন।

আলতাব আলী পার্কের শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রয়াত নেতার দীর্ঘদিনের সহকর্মী যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানার পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা জানানো হয়। সাংবাদিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব, কবি ,সাহিত্যিকরা ফুলের তোড়া দিয়ে সুলতান মাহমুদ শরীফ-এর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান। কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সুলতান মাহমুদ শরীফ এর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সেন্টার, এবং বিলেতের দুই প্রাচীনতম সংবাদ মাধ্যম সত্যবাণী ও জনমত পত্রিকার প্রতিনিধিরা, যুক্তরাজ্যস্থ বরিশালবাসী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইন ইউকে, একে একে মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বাঙালীর মুক্তি সংগ্রাম সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী প্রবীন রাজনীতিক সুলতান শরীফের প্রতি। যুক্তরাজ্য জাসদ, বাংলাদেশের কমিউস্যিট পার্টি, হিথরো আওয়ামী লীগ, কভেন্ট্রী আওয়ামী লীগ, নিউহাম আওয়ামী লীগ, লুটন আওয়ামী লীগ,বার্মিংহাম আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এসময় প্রয়াত সুলতান শরীফ ও মুক্তিযুদ্ধের বিদেশী সংগঠক প্রয়াত নোরা ব্যারিষ্টার নোরা শরীফের সন্তান রাজিয়া ও ফওজিয়া ও তাদের মেয়ে নিরবে দাড়িয়েছিলেন মরদেহের পাশে।

আলতাব আলী পার্কে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নৌ পরিবহন সাবেক প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, প্রখ্যাত আইনজীবি সাবেক মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, সাবেক প্রতিমন্ত্রী আজিজুর রহমান দারা, সাবেক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী, সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, সাবেক এমপি হাবিবুর রহমান হাবিব, সাবেক এমপি রনজিৎ সরকার প্রমূখ। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও লন্ডন আওয়ামী লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, সেচ্ছাসেবকলীগ, শ্রমিকলীগ, সেচ্ছাসেবকলীগ,ছাত্রলীগ, তাঁতী লীগ, কৃষক লীগের নেতৃবন্দসহ কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ শ্রদ্ধা জানান।

জানাজার নামাজ :

আলতাব আলী পার্ক থেকে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় ব্রিকলেন জামে মসজিদে, সেখানে অনুষ্ঠিত হয় নামাজে জানাজা। হাজার, হাজার মানুষের সমাগমে বিশাল মসজিদেও তিল ধারনের ঠাই ছিলো না। ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজনৈতিক, কমিউনিটি নেতৃবন্দ ছাড়াও সরবস্তরের মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়। রবিবার দিন পুরো ব্রিকলেন জুড়ে মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এই বিপুল জনসমাগম তাঁর প্রতি মানুষের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসারই প্রতিফলন।

জানাজা শেষে সাবেক মন্ত্রী ও দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী শফিকুর রহমান চৌধুরী, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক প্রয়াত নেতার আত্মার মাগফেরাত কামনায় সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন।

২৬ আগস্ট মঙ্গলবার, লন্ডনের একটি গোরস্থানে স্ত্রী নোরা শরিফের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন এই মহান নেতা। কিন্তু তাঁর আদর্শ, তাঁর সংগ্রাম, তাঁর কণ্ঠস্বর-চিরকাল বেঁচে থাকবেন প্রবাসী বাঙালিদের হৃদয়ে।

একটি অমর উত্তরাধিকার

সুলতান মাহমুদ শরীফ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে এবং যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসীদের মাঝে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। তাঁর আদর্শের আলোয় উদ্ভাসিত হবে আমাদের ভবিষ্যৎ। তাঁর সংগ্রাম, তাঁর ত্যাগ এবং আপসহীন মনোভাব চিরকাল প্রবাসী বাঙালিদের হৃদয়ে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর কণ্ঠস্বর হয়তো আজ নীরব, কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত এক প্রগতিশীল বাংলাদেশ গড়ার পথে অশেষ অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

তাঁর মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক জানিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শোক

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা আজ এক শোক বিবৃতিতে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাহমুদ শরীফের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। একইসাথে বিবৃতিতে তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মুহাম্মদ শরীফ বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠায় শেখ ফজলুল হক মণির সঙ্গে অন্যতম সংগঠক হিসেবে এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার প্রতিবাদে তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আন্দোলন গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ২৩ আগস্ট ২০২৫, শনিবার ভোররাত ৩টায় লন্ডনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি....... রাজিউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর এবং তিনি ২ মেয়ে, নাতি-নাতনি-সহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী, গুনগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রহমানের শোক :

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক মন্ত্রী আব্দুর রহমান শোক প্রকাশ করে বলেন, সুলতান মাহমুদ শরীফ দীর্ঘ বর্নাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি করে চলে গেলেন। আমরা অত্যন্ত মর্মাহত। তার এই চলে যাওয়া যুক্তরাজ্য আওয়ামী পরিবারে অনেক ঘাটতি। এ অভাব পূরণ হবার নয়। আল্লাহপাক যেনো তাঁকে জান্নাতবাসী করেন।

বাংলাদেশ সেন্টারের শোক

বাংলাদেশ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ সুলতান মাহমুদের মত্যুতে বাংলাদেশ সেন্টার শোক প্রকাশ করেছে। শোকবানীতে বলা হয়, আমরা গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি বাংলাদেশ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন বিশিষ্ট সংগঠক,বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ জনাব সুলতান মাহমুদ শরীফ আর নেই।

তার মৃত্যুতে বাংলাদেশ সেন্টারের ম্যানেজমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

শোকবার্তায় তিনি বলেন, সুলতান শরীফ ছিলেন ব্রিটিশ-বাংলাদেশী কমিউনিটির সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় লন্ডনে থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনকে বেগবান করতে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

বাংলাদেশ সেন্টার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। একজন বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে গেছেন।

সুলতান মাহমুদ শরীফের মৃত্যুতে বাংলাদেশ সেন্টার তথা ব্রিটিশ-বাংলাদেশী কমিউনিটি হারিয়েছে একজন সৎ, ত্যাগী ও নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটি নেতাকে।

জনাব শরীফ ছিলেন তাঁর পরিচিত সকলের কাছে শক্তি এবং অনুপ্রেরণার স্তম্ভ। আমাদের কমিউনিটির প্রতি তাঁর ত্যাগ এবং তাঁর আজীবন সেবা কখনও ভোলা যাবে না।মহান আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন। শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

ব্রিকলেইন জামে মসজিদে জানাযার নামাজের উপস্তিতির একাংশ

বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের শোক:

বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ হরমুজ আলী ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শোকবার্তা জানিয়ে বলা হয়, আমরা অত্যন্ত দু:খের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের কমিউনিটির বিশিষ্ট মুরব্বি, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান সংগঠক ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ সুলতান মাহমুদ শরিফ, ২১ আগস্ট লন্ডনের একটি হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

সুলতান শরিফ, ১৯৬৩ সালে যুক্তরাজ্যে আসার পর থেকেই বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং এই সংগঠনের একজন তরুন নেতা হিসাবে সামাজিক কাজকর্মে নিবেদিত ছিলেন। প্রবাসী বাঙালিদের সকল আন্দোলন-সংগ্রামের সাথে আমৃত্যু যুক্ত থেকে দলমত নির্বিশেষে সর্ব মহলে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

দেশ এবং প্রবাসে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব জনাব সুলতান শরিফের প্রয়াণে, আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শফিকুর রহমান চৌধুরী'র শোক :

প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান সংগঠক ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ সুলতান মাহমুদ শরীফ-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী। তিনি এক শোকবার্তায় মরহুমের পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করেনএবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শফিক চৌধুরী শোকপ্রকাশ করে বলেন,সুলতান শরীফ স্কুল জীবনেই বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন।

তিনি ১৯৬৩ সালে লন্ডনে আসার পর থেকেই তৎকালীন পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন, পাকিস্তান যুব ফেডারেশনের নেতৃত্ব দেন। এসময় তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের জন্য লড়েছেন। ছেষট্টি'র ছ্য় দফা আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে দিতে তার ভূমিকা ছিলো অনন্য। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় লন্ডনে তিনি একজন সংগঠক হিসবে সামনের কাতারে ছিলেন। ব্রিটেন প্রবাসী বাঙালিদের যেকোন অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সোচ্চার।

সুলতান মাহমুদ শরীফ,সামাজিক কাজকর্মে নিবেদিত ছিলেন। প্রবাসী বাঙালিদের সকল আন্দোলন-সংগ্রামের সাথে আমৃত্যু যুক্ত থেকে দলমত নির্বিশেষে সর্ব মহলে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সুলতান শরীফ, সারাজীবন বঙ্গবন্ধু আর বাংলাদেশের রাজনীতি করেছেন। ২০১১ সাল থেকে তিনি যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। শফিকুর রহমান চৌধুরী শোকবার্তায় মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শ ম রেজাউল করিমের শোক :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী শ ম রেজাউল করিম সুলতান মাহমুদ শরীফ এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেছেন, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি। দীর্ঘকাল প্রবাসে থেকেও তিনি তার বাঙালিত্ব ভূলেননি। একজন অসাধারণ পরোপকারী মানুষ ছিলেন।বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান শরীফ সারাজীবন একজন যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর চলে যাওয়ায় বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে অপূরনীয় ক্ষতি হয়ে গেলো।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী'র শোক :

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী শোক প্রকাশ করে বলেন, সুলতান মাহমুদ শরীফ একজন প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাকালীন সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার আগে তিনি স্বাধীকার এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামে ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র হিসেবে বাঙালি জাতির যে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, সেই আন্দোলনেও তিনি যুক্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে যে গণহত্যা হয়েছে সেই সংবাদগুলো আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পৌছে দিতে অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন।

তিনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব দেশ গড়ার সংগ্রামেও ছিলেন। তার মতো একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক বাঙালির চলে যাওয়া বাংলাদেশের জন্য, বাঙালি সংস্কৃতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামানের শোক :

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাহমুদ শরীফের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেছেন, সুলতান মাহমুদ শরীফ মহান

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন, একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। প্রবাসী বাঙালিদের অধিকার আদায়ের প্রত্যেকটি আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সেন্টার, শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠায় ও তাঁর ভূমিকা ছিলো অগ্রণী। বিভিন্ন সামাজিক কাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। বিলেতের বাঙালি কমিউনিটির সাথে তাঁর আত্মার সম্পর্ক ছিলো। তিনি ছিলেন সাদা মনের মানুষ। সুলতান মাহমুদ শরীফের মৃত্যুতে একজন সৎ, নিষ্ঠাবান নেতাকে হারালাম। প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটি একজন অভিভাবককে হারালো।

শহিদ মিনারে প্রয়াত নেতার দুই মেয়েসহ উপস্থিতির একাংশ

সাবেক এমপি হাবিবুর রহমান হাবিব'র শোক :

যুক্তরাজ্য আওয়ামী রীগের সভাপতি বর্ষিয়ান জননেতা সুলতান মাহমুদ শরীফের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন, সিলেট-৩ আসনের সাবেক এমপি হাবিবুর রহমান হাবিব। তিনি শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বলেন, সুলতান মাহমুদ শরীফের মৃত্যুতে শুধু কমিউনিটি কিংবা যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের ক্ষতি হয়নি, বাংলাদেশের ক্ষতি হয়েছে। এই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পাশে থাকার খুব প্রয়োজন ছিলো সুলতান শরীফের। তাঁর এই চলে যাওয়া আমাদের জন্য অপূরনীয় ক্ষতির।

রুশানারা আলী এমপির শোক :

বেথনালগ্রীণ-বো এলাকা থেকে নির্বাচিত ব্রিটিশ বাংলাদেশী এমপি রুশানারা আলী বর্ষিয়ান জননেতা সুলতান মাহমুদ শরীফের মৃত্যুতে শোক করে বলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যু আমাদের জন্য দু:খজনক। সুলতান শরীফ একজন চমৎকার মানুষ ছিলেন। তিনি মানুষকে উৎসাহ দিতে ভালোবাসতেন। রুশানারা আলী মরহুমের পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের শোক :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শেখ ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান খান নিখিল স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, সুলতান মাহমুদ শরীফ বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ছিলেন। যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ফজলুল হক মণির সাথে যুবলীগকে সংগঠিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সুলতান মাহমুদ শরীফ পরবর্তীতে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্যেরও দায়িত্ব পালন করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিলো অনন্য। নেতৃবৃন্দ মরহুমের বিদহৈী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানান।

(তথ্যসূত্র : Protect Bangladesh)

তিন বছরে দেশে দারিদ্র্য বেড়েছে ১০ শতাংশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : তিন বছরের ব্যবধানে দেশে দারিদ্র্য বেড়েছে ১০ শতাংশের মতো। দেশে এখন দারিদ্র্যের হার প্রায় ২৮ শতাংশ। ২০২২ সালে এই হার ছিল ১৮ দশমিক ৭। এর বাইরে ১৮ শতাংশ পরিবার দারিদ্র্যসীমায় নেমে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। যে কোনো সময় দারিদ্র্যসীমায় নেমে যেতে পারে তারা। গতকাল সোমবার বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)-এর এক গবেষণায় দারিদ্র্য বৃদ্ধির এই চিত্র ওঠে এসেছে। 'ইকোনমিক ডায়নামিকস অ্যান্ড মুড অ্যাট হাউজহোল্ড লেবেল ইন মিড ২০২৫' শিরোনামের এই গবেষণা ফলাফল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হয়। সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান গবেষণার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। গত ৮ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়ে সারা দেশের ৮ হাজার ৬৭টি পরিবারের ৩৩ হাজার ২০৭ জন ব্যক্তির মতামতের ভিত্তিতে গবেষণাটি করা হয়। পিপিআরসি বলেছে, দেশের এখন তিন ধরনের সংকটের প্রভাব চলমান আছে। এগুলো হলো কোভিড (২০২০-২০২২), মূল্যস্ফীতি ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে আর্থসামাজিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে পিপিআরসি প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের আগস্টের পর ঘুষ কমেছে। গবেষণায় অংশ নেওয়া উত্তর দাতাদের মধ্যে গত বছরের আগস্ট মাসের আগে ৮ দশমিক ৫৪ শতাংশ সেবা নিতে ঘুষ দিয়েছেন। আগস্ট মাসের পর এই হার ৩ দশমিক ৬৯ এ নেমে এসেছে। এখনো সবচেয়ে বেশি ঘুষ দেওয়া হয়েছে সরকারি অফিসে। এর পরে পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের বেশি ঘুষ দিয়েছে মানুষ। এছাড়া পরিবারেরর আয়ের ৫৫ শতাংশ চলে যায় খাদ্য পণ্য কেনার পেছনে।

অনুষ্ঠানে ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, জবাবদিহিতামূলক রাষ্ট্র গড়তে মানুষের জীবন যাত্রার অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সে বিবেচনা থেকেই নীতি পদক্ষেপ নিতে হবে সরকারকে। প্রায়ই বিভিন্ন আলোচনায় অর্থনৈতিক ক্ষতির কথা বলা হয়। তবে জনগণের হয়রানির কথা বলা হয় না। অথচ হয়রানরির কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি কমে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতির পরিকল্পনায় জনমুখী দৃষ্টি থাকা খুবই জরুরি। শুধু জিডিপির ওপর আলোচনাটা সীমাবদ্ধ না রেখে সমতা, ন্যায়বিচার, বৈষম্যহীনতা ও নাগরিকের কল্যাণ নিয়ে আলোচনা বাড়াতে হবে। অথচ বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারও বেস্টিক অর্থনীতির তুলনায় সামষ্টিক অর্থনীতিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

প্রতিবেদনে পাঁচটি বড় ঝুঁকি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে। এগুলো হলো, দীর্ঘস্থায়ী রোগের ক্রমবর্ধমান বোঝা, যা অর্ধেকেরও বেশি পরিবারকে প্রভাবিত করছে। নারীপ্রধান পরিবারের দ্বৈত বঞ্চনা। ঋণের চাপ, নিম্ন আয়ের ৪০ শতাংশ পরিবারের ঋণ তাদের সঞ্চয়ের অন্তত দ্বিগুণ। খাদ্য অনিরাপত্তা, সবচেয়ে দরিদ্র ১২ শতাংশ পরিবারকে খাবার তালিকা ছোট করতে হয়েছে এছাড়া প্রায় ৯ শতাংশ পরিবার গত এক মাসে অন্তত একদিন পুরো দিন না খেয়ে থেকেছে। মৌলিক সেবার স্থবিরতা-এক-তৃতীয়াংশ পরিবার এখনো স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট থেকে বঞ্চিত। সবচেয়ে বড় সংকট কর্মসংস্থানে। পিপিআরসি গবেষণায় দেখা গেছে, তিন বছরের ব্যবধানে শহরের পরিবারের মাসিক আয় কমেছে, কিন্তু খরচ বেড়ে গেছে। শহরের একটি পরিবারের গড়ে মাসিক আয় ৪০ হাজার ৫৭৮ টাকা। খরচ হয় ৪৪ হাজার ৯৬১ টাকা। ২০২২ সালে শহরের একটি পরিবারের মাসিক গড় আয় ছিল ৪৫ হাজার ৫৭৮ টাকা। অন্যদিকে গ্রামের পরিবারের গড় আয় কিছুটা বেড়েছে। গ্রামের একটি পরিবারের গড় আয় ২৯ হাজার ২০৫ টাকা, খরচ ২৭ হাজার ১৬২ টাকা। ২০২২ সালে গ্রামের পরিবারের গড় আয় ছিল ২৬ হাজার ১৬৩ টাকা। সার্বিকভাবে জাতীয়ভাবে একটি পরিবারের মাসে গড় আয় ৩২ হাজার ৬৮৫ টাকা। খরচ হয় ৩২ হাজার ৬১৫ টাকা। সঞ্চয় নেই বললেই চলে। একটি পরিবার কোন খাতে কত খরচ করে, এর একটি চিত্র দিয়েছে পিপিআরসি। সেখানে দেখা গেছে, একটি পরিবারের মাসের মোট খরচের প্রায় ৫৫ শতাংশ চলে যায় খাবার কেনায়। একটি পরিবার খাবার কিনতে মাসে গড়ে ১০ হাজার ৬১৪ টাকা খরচ করে। এছাড়া প্রতি মাসে শিক্ষায় ১ হাজার ৮২২ টাকা, চিকিৎসায় ১ হাজার ৫৫৬ টাকা, যাতায়াতে ১ হাজার ৪৭৮ টাকা ও আবাসনে ১ হাজার ৮৯ টাকা খরচ হয়।

পাকিস্তানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান বাংলাদেশের

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে গণহত্যার জন্য পাকিস্তানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে বলেছে বাংলাদেশ। এ ছাড়া দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নিতে ঐতিহাসিক অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধানের আহ্বান জানানো হয়েছে।

রোববার (২৪ আগস্ট) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। রোববার ঢাকার একটি হোটেলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এবং সফররত পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বৈঠক করেন

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া এবং অভিন্ন স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে করে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের চালানো গণহত্যার জন্য আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাওয়া, সম্পদের বণ্টন, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের শিকারদের জন্য আসা বৈদেশিক সাহায্য হস্তান্তর, আটকে পড়া পাকিস্তানিদের প্রত্যাবাসনসহ দীর্ঘ অমীমাংসিত ঐতিহাসিক বিষয়গুলোতে বাংলাদেশ স্থায়ী এবং দূরদর্শী দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্যে দ্রুত সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে।

পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, পাকিস্তান-বাংলাদেশ নলেজ করিডোর চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যার অধীনে আগামী পাঁচ বছরে পাকিস্তানে উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশি

সহযোগিতামূলক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও গভীর করার ওপর জোর দেন।

বৈঠকে উভয় পক্ষ পারস্পরিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে খোলামেলা ও গঠনমূলক আলোচনা করেছে এবং বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্বালানি, যোগাযোগ, জনগণের সঙ্গে জনগণের সংযোগ, সংস্কৃতি, পর্যটন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ সব সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

বৈঠকে বাংলাদেশ সব ক্ষেত্রে অব্যবহৃত সম্ভাবনা উন্মোচনের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। তারা এই ক্ষেত্রে নিয়মিত কূটনৈতিক এবং খাতভিত্তিক যোগাযোগের গুরুত্ব স্বীকার করে।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ভিসা প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সমুদ্র সংযোগ উন্নত করা এবং বিমান যোগাযোগ পুনরায় চালু করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে উভয় পক্ষ সন্তুষ্টি প্রকাশ শিক্ষার্থীদের ৫০০ বৃত্তি দেওয়া হবে। এই বৃত্তির এক-চতুর্থাংশ চিকিৎসাক্ষেত্রে দেওয়া হবে। তিনি জুলাই বিদ্রোহের সময় আহত ৪০ জন শিক্ষার্থী ও ব্যক্তির অঙ্গ প্রতিস্থাপনসহ উন্নত চিকিৎসা প্রদানের জন্য পাকিস্তানের প্রস্তুতির কথাও জানিয়েছেন। পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে হকি দলকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।

বৈঠকে তারা আশা প্রকাশ করেন, শক্তিশালী দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়া এবং তার বাইরেও শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে। তারা পারস্পরিক স্বার্থ এবং উদ্বেগের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন।

বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে দ্রুত নিরাপদ, স্বেচ্ছায় এবং মর্যাদাপূর্ণভাবে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে পাকিস্তানের অব্যাহত সহায়তার অনুরোধ জানিয়েছে।

ডাকসুতে প্রার্থী ৪৭১, নারী ৬২ জন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন ২০২৫ এর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ডাকসুতে এবার মোট ৪৭১ জন প্রার্থী ২৮টি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এর মধ্যে নারী প্রার্থী আছেন ৬২ জন।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী সিনেট চৌধুরী ভবনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

এ সময় তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ২৮ জন প্রার্থী তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেছেন। এছাড়া প্রাথমিক বাছাই প্রক্রিয়ায় বাদ পড়া ১০ জন প্রার্থী আপিল না করায় তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে চূড়ান্তভাবে ৪৭১ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

পদভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যাড়

সহ-সভাপতি (ভিপি) ৪৫ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ১৯ জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) ২৫ জন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক ১৭ জন, কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক ১১ জন আন্তর্জাতিক সম্পাদক ১৪ জন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ১৯ জন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ১২ জন, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক ৯ জন, ক্রীড়া সম্পাদক ১৩ জন, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক ১২ জন, সমাজসেবা সম্পাদক ১৭ জন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক ১৫ জন, মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক সম্পাদক ১১ জন, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক ১৫ জন, সদস্য পদ ২১৭ জন।

এবারের ডাকসু নির্বাচনে মোট ৪৭১ জন প্রার্থী ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

নারী প্রার্থী ৬২ জন। এদের মধ্যে ভিপি পদে ৫ জন, জিএস পদে একজন, এজিএস পদে ৪ জন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন পদে ২

জন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে একজন, কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে ৯ জন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে ৩ জন, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে ২ জন, সমাজসেবা সম্পাদক পদে একজন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে একজন, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ৩ জন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক পদে ২ জন, মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে ৩ জন এবং সদস্য পদে ২৫ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল হক বলেন, 'আমরা আশা করছি যে আমি আমাদের শিক্ষার্থীদের ওপর আস্থা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার যথাসম্ভব প্রস্তুতি নিয়েছে এবং শিক্ষার্থীরাও প্রস্তুত। তাদের মধ্যে আমরা বিপুল পরিমাণ উৎসাহ দেখেছি। প্রার্থীদের মধ্যেও উৎসাহ দেখেছি। ভোটে অংশগ্রহণ করার জন্য ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ দেখেছি। এই উৎসাহ, সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকলে এখানে একটা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

তিনি আরো বলেন, আমরা প্রার্থীদের দাবিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছি। আমরা ভোটের দিনে ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি আমাদের মধ্যে। প্রত্যেকটি ভোট কেন্দ্র আমরা সরেজমিনে দেখে এসেছি। সেখানে রুমের আয়োজন, বুথের আয়োজন, সেটা আমরা দেখে এসেছি। আমাদের যে হিসাব সেই হিসাব অনুযায়ী এই কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে ভোট পরিচালনা হওয়ার কথা। কিন্তু এটা শেষ কথা না। যদি কেন্দ্র আরো প্রয়োজন হয়, তাহলে ভাবা যেতে পারে। কিন্তু আপাততভাবে আমাদের যে পরিকল্পনা আছে, সেই পরিকল্পনা থেকে সরে যাওয়ার খুব শক্ত কোন কারণ আমরা এই মুহূর্তে দেখছি না।

কম্বোডিয়ায় নাগরিকত্ব বাতিল বিষয়ক আইন পাস

পোস্ট ডেস্ক : কম্বোডিয়ার সংসদ সোমবার একটি নতুন আইন পাস করেছে। এর মাধ্যমে অন্য দেশের সঙ্গে ‘ষড়যন্ত্রে’ লিপ্ত ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব বাতিল করা যাবে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো আশঙ্কা করছে, এই আইন ভিন্নমত দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন গার্ডিয়ান।

দীর্ঘদিন ধরে সমালোচকরা অভিযোগ করছেন, কম্বোডিয়ার সরকার কঠোর আইন ব্যবহার করে বিরোধীদের দমন ও বৈধ রাজনৈতিক আলোচনাকে স্তব্ধ করে রাখছে। প্রধানমন্ত্রী হুন ম্যানেটের উপস্থিতিতে ১২০ জন সংসদ সদস্যের এক মিটিংয়ে সর্বসম্মতভাবে বিলটি পাস হয়। আইন অনুযায়ী, কোনো নাগরিক বিদেশি শক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলে বা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় নিরাপত্তা বিনষ্টকারী কাজে লিপ্ত হলে তার নাগরিকত্ব বাতিল করা যাবে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর ৫০টিরও বেশি সংগঠনের জোট রবিবার এক বিবৃতিতে সতর্ক করেছে, এই আইন কম্বোডিয়ার নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলবে।

বিল অনুযায়ী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সা’র সোখার অনুরোধে একটি বিশেষ কমিটি নাগরিকত্ব বাতিলের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। বিলটি ভোটের আগে তিনি সংসদ সদস্যদের বলেন, প্রতিবেশী থাইল্যান্ডের হয়ে কাজ করা বিশ্বাসঘাতক নাগরিকদের কার্যকলাপের কারণে এই আইন প্রয়োজনীয়। গত মাসে সীমান্ত বিরোধ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে পাঁচ দিনের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৪৩ জন নিহত হন। তবে কম্বোডিয়ার নাগরিকত্ব খর্ব করার পরিকল্পনা ওই সংঘর্ষের আগেই নেয়া হয়। কম্বোডিয়ার সংবিধানে আগে নিঃশর্ত নাগরিকত্বের অধিকার নিশ্চিত করা ছিল। কিন্তু গত মাসে সংশোধনীর মাধ্যমে সেটি বাতিল করা হয়।

এখন নাগরিকত্ব আইন দ্বারা নির্ধারিত হতে পারবে। আইনটি কার্যকর হতে হলে এখনো সিনেটের অনুমোদন এবং রাষ্ট্রপ্রধানের স্বাক্ষর প্রয়োজন। তবে এটিকে শুধু আনুষ্ঠানিক ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে মানুষের শরীরে মাংসখেকো পরজীবীর সংক্রমণ শনাক্ত

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে মানবদেহে ‘নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম’ নামক এক ধরনের মাংসখেকো পরজীবী সংক্রমণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এই পরজীবী জীবন্ত গবাদিপশু ও অন্যান্য উষ্ণ রক্তের প্রাণীর মাংস খেয়ে থাকে।

রোববার (২৪ আগস্ট) দেশটির স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগ জানিয়েছে, ম্যারিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যে এল সালভাদর থেকে ভ্রমণ করে ফেরা একজন রোগীর দেহে এটি শনাক্ত করা হয়েছে।

মার্কিন রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) তদন্তে গত ৪ আগস্ট এই কেসটিকে ‘নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম’ বলে নিশ্চিত করা হয়।

রয়টার্সের সূত্রগুলো গত সপ্তাহে জানিয়েছে, মেরিল্যান্ডের একজন ব্যক্তি মাংসখেকো পরজীবীর একটি কেস নিশ্চিত করেছে, যিনি গুয়াতেমালা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করেছিলেন।

একটি সূত্র রয়টার্সকে বলেছে, গত সপ্তাহে সিডিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপকালে অঙ্গরাজ্যভিত্তিক সরকারি পশুচিকিৎসকেরা এ সংক্রমণের বিষয়ে জানতে পারেন। মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্য সরকারের এক কর্মকর্তাও এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

সাউথ ডাকোটা অঙ্গরাজ্যের পশুচিকিৎসক বেথ থম্পসন বলেছেন, সিডিসি কোনো তথ্যই খোলাখুলিভাবে জানায়নি। পুরো বিষয় তারা অঙ্গরাজ্য কর্তৃপক্ষের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। ভ্রমণকারীর দেহে কী পাওয়া গেছে বা আসলে কী ঘটেছে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব অঙ্গরাজ্যেরই।

সিডিসি ও মেরিল্যান্ড স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখপাত্রদের কাছে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছিল রয়টার্স। তারা তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেননি।

ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ করেনি ব্রাজিল

পোস্ট ডেস্ক : ইসরায়েল থেকে পাঠানো রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ না করায় ব্রাজিলের সঙ্গে দেশটির সম্পর্কের অবনমন হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস অব ইসরায়েল এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, গতকাল ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ব্রাজিল ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত গালি দাগানকে গ্রহণ করেনি। তাই ইসরায়েল তাদের রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নেয়। বর্তমানে দেশ দুইটির সম্পর্কে অবনমন হয়েছে। ইসরায়েলের দাবি, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলা পর ব্রাজিল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ‘শত্রুতামূলক’ আচরণ করছে। গত বছর লুলা দা সিলভা ক্ষমতায় আসার পর সেই শত্রুতা আরও বেড়েছে।

লুলা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যার অভিযোগ আনার পর তেল আবিব তাকে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা করে। তবে ব্রাজিলের অনেকের সঙ্গে ইসরায়েলে ‘ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে বলেও ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘোষণায় দাবি করা হয়।

বিশ্বের ধনকুবেররা দুবাইমুখী হচ্ছেন কেন?

পোস্ট ডেস্ক : সাম্প্রতিককালে বিশ্বের রেকর্ডসংখ্যক ধনকুবের দুবাইমুখী হচ্ছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের এ মরুভূমির শহরটিতে নেই আয়কর, আর বিলাসী জীবনযাপন এখানে অন্য যেকোনো জায়গার তুলনায় সহজ হওয়ায় এটি এখন ধনকুবেরদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশী দেশগুলোর ধনী মানুষকে আকর্ষণ করে এসেছে। ধনীদের পুনর্বাসনে সহায়তাকারী সংস্থাগুলো বলছে, এখন ক্রমশ বেশিসংখ্যক পশ্চিমারা এ দলে যোগ দিচ্ছেন।

হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স নামের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ৯ হাজার ৮০০ ধনকুবের সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলে যাবেন, যা বিশ্বের যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি।

কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এই দেশটি ধনীদের জন্য এক আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, অতি-নিম্ন অপরাধ হার, সহজ ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ ও বিলাসী জীবনের অফুরন্ত সুযোগ-সুবিধা মিলিয়ে দুবাই এখন ধনীদের স্বর্গ।

এ ছাড়া ধনীদের আকৃষ্ট করতে দেশটি চালু করেছে ‘গোল্ডেন ভিসা’ প্রকল্প, যার মাধ্যমে ধনী বা দক্ষ বিদেশিরা ১০ বছরের আবাসিক অনুমতি পান।

ধনকুবেরদের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান স্কাইবাউন্ড ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টের প্রধান মাইক কোডি জানান, তার অনেক ক্লায়েন্ট মনে করেন, নিজ দেশে তাদের সাফল্য এখন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, ‘তাদের ওপর কর বাড়ছে, নজরদারি বাড়ছে, আর সুযোগ-সুবিধা কমছে। কিন্তু দুবাইয়ে সম্পদ লুকিয়ে রাখতে হয় না, বরং সেটা স্বাভাবিক। লন্ডনে আমার ক্লায়েন্টরা সম্পদ নিয়ে ফিসফিস করে কথা বলেন।

দুবাইয়ে তারা মুক্তভাবে থাকতে পারেন।’

চকচকে বিলাসী জীবনের প্রতীক হিসেবে দুবাই সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদেরও প্রিয় স্থান। এখানে রয়েছে বিশাল মল, যার ভেতরেই স্কি করার জায়গা, বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন, আর বিখ্যাত পাম দ্বীপ, যা পাঁচতারা হোটেলে ভরা।

ধনীদের জন্য বিশ্বমানের বিলাসকেন্দ্র হিসেবে দুবাইয়ের দ্রুত উত্থান সমালোচনার মুখে পড়েছে। কারণ অতি স্বল্পমজুরির অভিবাসী শ্রমিকদের শ্রমই এ অর্থনীতির মূল ভরসা।

খুব কম আমলাতান্ত্রিক জটিলতা

কোডির মতে, দুবাইমুখী নতুন ধনীদের বড় অংশই ৩০-৪০ বছরের পেশাজীবী, যাদের মধ্যে আছেন টেক কোম্পানি প্রতিষ্ঠাতা, ব্যবসায়ী পরিবারের উত্তরসূরি, কনসালট্যান্ট ও ফান্ড ম্যানেজাররা।

এর মধ্যে একজন ৪২ বছর বয়সী ব্রিটিশ ক্লাউড সফটওয়্যার কম্পানি মালিক, যিনি পুঁজিগত লাভের ওপর করের ভয়ে ইউএইতে চলে গেছেন। কঠোর কর নীতি ও উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদের ওপর আসন্ন করের পরিবর্তনের আশঙ্কা—সব মিলিয়ে ব্রিটেন এ বছর রেকর্ড ১৬ হাজার ৫০০ ধনকুবের হারাতে পারে বলে হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স জানিয়েছে।

এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত ধনী প্রবাসী, নরওয়েজিয়ান ধনকুবের জন ফ্রেডরিকসেন সরাসরি বলেছেন, ‘ব্রিটেন শেষ হয়ে গেছে, তাই আমি ইউএইতে যাচ্ছি।’

প্যাডকো রিয়েল এস্টেটের প্রধান ম্যাক্স ম্যাক্সওয়েল এক পডকাস্টে বলেন, ‘আমরা সবাই এক ধরনের লাইফস্টাইলের খোঁজে আছি—যা সত্যিই সবার কাছে আলাদা।” তাঁর ভাষায়, যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে ইউএইতে আসার পর একই অর্থে তার পরিবার আরও ভালো জীবনমান পাচ্ছে।’

হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের দুবাই শাখার ফিলিপ আমারান্তে বলেন, ধনীরা চান কম ঝামেলায় ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া ও সম্পদ বজায় রাখতে। ইউএই সেই বার্তাই দিচ্ছে, ‘আমরা ব্যবসার জন্য উন্মুক্ত।’

‘চাইলেই কেনা যায় পুরো ভবন’

তবে এত বিপুল ধনীর আগমন নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। ২০২২ সালে আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতার ঘাটতির কারণে ও ইউক্রেন যুদ্ধের পর ধনী রাশিয়ানদের ঢল নামায় সংযুক্ত আরব আমিরাতকে বৈশ্বিক ধূসর তালিকায় রাখা হয়। পরে মানি লন্ডারিংবিরোধী পদক্ষেপ ও কিছু অপরাধীকে প্রত্যর্পণ করে দেশটি সেই তালিকা থেকে বেরিয়ে আসে।

এখন বিশ্বের নানা প্রান্তের ধনী পরিবার, ব্যবসা ও ব্যক্তিগত অফিস নিয়ে দুবাই আসছেন—যা নতুন প্রবণতা বলে জানিয়েছেন রিয়েল এস্টেট গবেষক ফয়সাল দুররানি।

হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের হিসাব অনুযায়ী, দুবাই এখন বিশ্বের শীর্ষ ২০ শহরের একটি যেখানে ধনকুবেরদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এখানে আছেন ৮১ হাজার ২০০ মিলিয়নিয়ার ও ২০ বিলিয়নিয়ার।

দুররানি জানান, নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন মিলিয়ে যত ১০ মিলিয়ন ডলারের বেশি দামের বাড়ি বিক্রি হয়, গত বছর একাই দুবাইয়ে তার চেয়েও বেশি—৪৩৫টি বিক্রি হয়েছে। আপেক্ষিকভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিলাসবহুল সম্পত্তি পশ্চিমাদের তুলনায় সস্তা।

তিনি বলেন, ‘মোনাকো বা সুইজারল্যান্ড থেকে আসা ক্রেতারা প্রায়ই ১০০ মিলিয়ন ডলারের অ্যাপার্টমেন্ট চান। কিন্তু দুবাইয়ে সেই দামে চাইলে পুরো একটি ভবন কিনে ফেলা যায়।’

একই দিনে জাতিসংঘে ভাষণ দেবেন ইউনূস-শেহবাজ-মোদি

পোস্ট ডেস্ক : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আগামী সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে একই দিনে ভাষণ দেবেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডনের খবরে বলা হয়, জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর, আর উচ্চপর্যায়ের সাধারণ বিতর্ক চলবে ২৩ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

এদিকে মে মাসে চার দিনের সংঘর্ষের পর প্রথমবারের মতো ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী একই দিনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে উপস্থিত হবেন।

২৬ সেপ্টেম্বর এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের শেয়ার করা একটি প্রাথমিক সময়সূচি অনুযায়ী, পাকিস্তানের কৌশলগত সুবিধা থাকতে পারে, কারণ তারা ভারতের পর ভাষণ দেবে। ফলে নয়াদিল্লির বক্তব্যের সরাসরি জবাব দেওয়ার সুযোগ পাবে ইসলামাবাদ। প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ উচ্চপর্যায়ের পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। এ দলে থাকবেন উপপ্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার এবং প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা তারিক ফাতেমি।

প্রথমে বক্তব্য রাখবে ব্রাজিল, এরপর যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘে ভাষণ দেবেন। এ বছরের থিম হচ্ছে : ‘একসঙ্গে আরো ভালো : শান্তি, উন্নয়ন ও মানবাধিকারের জন্য ৮০ বছর ও তার পরেও।’

প্রাথমিক তালিকা অনুযায়ী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সকালে ভাষণ দেবেন, আর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীসহ ইসরায়েল, চীন ও বাংলাদেশের নেতারা একই দিনের পরবর্তী সময়ে বক্তব্য দেবেন।

৮০তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ হতে যাচ্ছে সাম্প্রতিক বছরগুলোর সবচেয়ে ব্যস্ত কূটনৈতিক আসরগুলোর একটি। এটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ, ইউক্রেন সংঘাত এবং মে মাসের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। ইসলামাবাদের বার্তা স্পষ্ট : দক্ষিণ এশিয়ার অস্থিরতা বিশ্ব উপেক্ষা করতে পারে না, আর স্থায়ী শান্তির মূল চাবিকাঠি হলো কাশ্মীর।

প্রাথমিক সময়সূচি অনুযায়ী, ২৪ সেপ্টেম্বর জলবায়ুবিষয়ক একটি বিশেষ অনুষ্ঠান এবং ২৬ সেপ্টেম্বর পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ বিলোপের আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

যুক্তরাজ্যে বিনা খরচে পড়তে পারবেন

অভিবাসন ব্যবস্থা সমন্বয়ে অনুমতি দিয়েছে ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দেশটির সরকার মঙ্গলবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা যুক্তরাজ্যে যাওয়ার আগে একটি তৃতীয় দেশে বায়োমেট্রিক পরীক্ষা সম্পন্ন করার অনুমতি পাবেন। তবে ইসরায়েলের সঙ্গে লন্ডনের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো খারাপ হওয়ার প্রেক্ষিতে, গাজা ত্যাগ করার জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর ইসরায়েলি সরকারের সম্মতিও প্রয়োজন হবে।

প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার গত মাসে ঘোষণা করেছিলেন, যদি ইসরায়েল হামাসের সঙ্গে যুদ্ধে অস্ত্রবিরতির মতো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে যুক্তরাজ্য ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে।

বিবিসির তথ্য অনুসারে, প্রায় ৪০ জন শিক্ষার্থী যুক্তরাজ্যের এ সহায়তা পাবেন। তাদের মধ্যে ৯ জন চেভনিং বৃত্তির আওতাধীন থাকবেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত এ উদ্যোগ বিশ্বের 'উদীয়মান প্রতিভাবান নেতাদের' এক বছরের মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ প্রদান করে।

ফেব্রুয়ারীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচন চায় না।

পিআর পদ্ধতিতেও মত নেই বিএনপি'র। এনিয়ে তাদের সাফ কথা- তারা এই পদ্বতির পক্ষে নয়। এমনকি উচ্চকক্ষেও তাদের আপত্তির কথা জানিয়েছে। জামায়াত-এনসিপি'ও একই তালে রয়েছে। তাদের সিনিয়র নেতারা বলছেন, পিআর পদ্ধতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না হলে তাদের পক্ষে নির্বাচনে যাওয়া সম্ভব নয়। গণভোট প্রশ্নেও ভিন্নমত স্পষ্ট হচ্ছে। বিএনপি বলেছে, এটা সংবিধানে নেই। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি নিয়েও দেখা দিয়েছে মত বিরোধ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে বিএনপি সর্বাধিক আসন লাভ করবে। তখন জামায়াতের অভ্যুত্থানের অর্জনগুলো প্রশ্নের মধ্যে পড়বে, অথবা হারিয়ে যাবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, অভ্যুত্থানে জামায়াতের অর্জন সবচেয়ে বেশি। তারা অন্তত ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। জামায়াত সমর্থকরাই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনোনীত হয়েছেন। কেবিনেট সেক্রেটারি থেকে শুরু করে প্রশাসনের শীর্ষ পদগুলো তাদের সমর্থকরা দখল করে আছেন। মাঠ প্রশাসনেও একই অবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাদের এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ। তারা মনে করে, বিএনপি ক্ষমতায় এলে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাবে। এসব কারণেই জামায়াত এই মুহূর্তে নির্বাচনের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। তাই তারা প্রতিদিনই নতুন করে শর্ত আরোপ করছে। যে সব শর্ত বিএনপি'র পক্ষে মানা সম্ভব নয়।

এদিকে একটি সূত্র জানিয়েছে, গণভোট এবং গণপরিষদের সঙ্গে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের কোনো যৌক্তিকতা নেই বলে মনে করছে বিএনপি। এই চিন্তা বাস্তবসম্মত নয় বলেও মনে করছে দলটি। নেতাদের ভাষ্য, জুলাই সনদ হচ্ছে জনগণের সামনে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার এবং সেই অঙ্গীকারই আইনের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। এ ছাড়া পিআর পদ্ধতির দাবি তোলা দলগুলোর সঙ্গে বিরোধে জড়াবে না বলে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি। গত সোমবার রাতে রাজধানীর গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বিএনপি'র সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এমন আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রে জানা গেছে। এতে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

সূত্র জানিয়েছে, বিএনপি'র সিদ্ধান্ত, সংবিধান সংশোধনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, রাজনৈতিক ঐকমত্য হওয়া এমন সংস্কার প্রস্তাবগুলো অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাহী আদেশে ও অধ্যাদেশের মাধ্যমে নির্বাচনের আগেই বাস্তবায়ন করতে পারে। যেসব সংস্কার প্রস্তাব সংবিধান সংশোধন সংশ্লিষ্ট, সেগুলো নির্বাচিত সংসদ করবে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আগামী বৈঠকে দলটি তাদের এই অবস্থান তুলে ধরবে।

সূত্র জানায়, বৈঠকে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ জুলাই সনদের সর্বশেষ অবস্থা দলের নীতি-নির্ধারকদের অবহিত করেন। বৈঠক মনে করে, গণভোট কিংবা গণপরিষদের মধ্যদিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের কোনো যৌক্তিকতা নেই, এমন চিন্তা বাস্তবসম্মতও নয়। কারণ গণভোটের আয়োজন করা হয় সুনির্দিষ্ট একটা ইস্যুতে। কিন্তু জুলাই সনদে বহু ইস্যু রয়েছে। সুতরাং এটা নিয়ে গণভোট হতে পারে না।

জানা গেছে, বৈঠকে বলা হয়, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল বিষয় হচ্ছে অঙ্গীকার। রাজনৈতিক দলগুলো সনদে স্বাক্ষরের পর তা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। এর মানে দেশের জনগণের সামনে অঙ্গীকার করা হচ্ছে এবং রাজনৈতিক দলগুলো সেটা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে পরবর্তীতে জনগণই ভোটের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোকে এর জবাব দেবে।

এদিকে এনসিপি প্রধান নাহিদ ইসলাম ইতিমধ্যেই বলেছেন, নির্বাচন হয়তো ফেব্রুয়ারিতে হচ্ছে না। অভ্যুত্থানের তিন শক্তির মধ্যকার অনৈক্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন সংকট তৈরি করতে যাচ্ছে বলেই মনে হয়। এখানে বিএনপি কী করবে। নির্বাচন ছাড়া তাদের সামনে কোনো বিকল্প নেই। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, নির্বাচন না হলে শুধু বিএনপি নয়-জামায়াত এনসিপিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অভ্যুত্থানের চেতনা হিংসায় বিলীন হয়ে যেতে পারে। হতাশ হবে জনগণ। এ থেকে অনেক কিছুই হতে পারে। এক অনিশ্চিত যাত্রাপথে দীর্ঘমেয়াদি ফৌজিশাসন কিংবা উগ্রবাদীদের উত্থান ঘটতে পারে। হিংসা রূপ নিতে পারে গৃহযুদ্ধে।

এদিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র চলছে জানিয়ে সকলকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন । বুধবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) সাবেক চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমদের দশম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ভাসানী জনশক্তি পার্টি ও ভাসানী অনুসারী পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

অন্তর্বর্তী সরকারকে উদ্দেশ করে ফখরুল বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনমুখী করে ফেলুন এবং একটা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের প্রতিনিধিত্বকে নিশ্চিত করুন। এছাড়া কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, আজকে কিছু রাজনৈতিক মহল অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য, নির্বাচনকে ব্যাহত করার জন্য নিত্য নতুন নতুন দাবি তুলছে। এমন দাবি তুলছে যার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষরা পরিচিত না। সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন (পিআর) এটা বুঝতে সময় লাগে, দেশের মানুষকে এটা বুঝানো খুবই কঠিন। কিন্তু এগুলো নিয়ে তারা হুমকি দিচ্ছেন, কথা বলছেন অত্যন্ত জোরেশোরে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে, কেন করছেন এটা?"

শেষ বিদায়ে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায়

সংগঠন, সাংবাদিকসহ দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ বাংলাদেশ এবং বৃটেনের বাঙ্গালী কমিউনিটির জীবনমান উন্নয়নে সারাটা জীবন সংগ্রাম করে যাওয়া প্রবীণ ত্যাগী এ নেতার প্রতি ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান।যুক্তরাজ্যে বসবাসরত রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধারা রাষ্ট্রীয় কায়দায় তার কপিনে(মরদেহে)গার্ড অফ অনারের মাধ্যমে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে ঐদিন পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন জামে মসজিদে বাদ জোহর তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।জানায় মসজিদটিতে মানুষের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল।যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে দলীয় নেতাকর্মী ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের মানুষ তার জানাজায় অংশগ্রহণ করেন।জানাজা শেষে দেশপ্রেমিক এ নেতার মরদেহ দক্ষিণ লন্ডনের কেন্টের একটি কবরস্থানে তার প্রিয় জীবন সঙ্গিনী প্রয়াত ব্যারিস্টার নোরা শরীফের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়।

উল্লেখ্য,জনাব সুলতান মাহমুদ শরীফ গত ২৩ আগস্ট শনিবার ভোরে রাজধানী লন্ডনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।তিনি গত কয়েক মাস যাবত শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।তার বয়স হয়েছিলো ৮৫ বছর।মৃত্যুকালে ২ মেয়ে,নাতি-নাতনী,আত্মীয়স্বজন,বন্ধুবান্ধব,গুণগ্রাহীসহ অসংখ্য রাজনৈতিক সহকর্মী রেখে গেছেন।

সুলতান মাহমুদ শরীফ ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বৃটেনে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণে সারাজীবন কাজ করে গেছেন।দেশ ও বিদেশের মাটিতে মানুষের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রামের প্রথমসারির একজন আপোষহীন নেতা ছিলেন।তিনি ২০১১ সাল থেকে যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের

বাসভবন যমুনা অভিমুখে মিছিল নিয়ে যেতে চাইলে এই সংঘর্ষ বাধে। ব্যারিকেড ভেঙে যমুনার দিকে যাওয়া শিক্ষার্থীদের থামাতে পুলিশ লাঠিপেটা, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। এ সময় শিক্ষার্থীরাও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। দাবি আদায়ে সকাল থেকে শাহবাগ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটসহ অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বুধবার দুপুরের পর তারা যমুনা অভিমুখে মিছিল নিয়ে যেতে চাইলে পুলিশের বাধার মুখে পড়েন। দুই দফা ব্যারিকেড ভাঙার পর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে পুলিশ অ্যাকশনে যায়। তখন দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষের সময় সাংবাদিক, শিক্ষার্থী, পুলিশসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। দিনভর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে অবস্থান শেষে বিকালে আবারো শাহবাগে অবস্থান নেন বুয়েটসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষার্থীরা। এতে শাহবাগ, বাংলামোটর, ইস্কাটন, কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, কাকরাইলসহ আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। দিনভর এই এলাকার সড়ক বন্ধ থাকায় যানজট ছড়িয়ে পড়ে প্রায় অর্ধেক রাজধানী জুড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সন্ধ্যার পর রেল ভবনে সরকারের ২ উপদেষ্টার সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিনিধিদল বৈঠকে বসে। বিকালেই সরকারের তরফে জানানো হয় শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খানকে সভাপতি করে ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। পূর্ব-ঘোষণা অনুযায়ী 'লংমার্চ টু ঢাকা' পালনে বুধবার সকাল ১১টায় শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেন বুয়েটের শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাদের সঙ্গে যোগ দেয় ঢাকা কলেজ, রুয়েট, এইউএসটি, জেইউএসটি, বিইউএসটি, বুটেঙ্, আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। সড়কে অবস্থান নিয়ে 'আপস না সংগ্রাম-সংগ্রাম সংগ্রাম', 'কোটা না মেধা-মেধা মেধা', 'সবার মুখে এক বয়ান-ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান', 'অবৈধ ডিপ্লোমা কোটা-অবসান চাই অবসান চাই', 'কোটার নামে অবিচার-বন্ধ করো বন্ধ করো'সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। আর তাদেরকে ঘিরে রাখে বিপুলসংখ্যক পুলিশ। এ সময় শাহবাগ ও এর আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে সকাল থেকে অবস্থানের পর বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ঘোষণা আসে তারা তাদের দাবি আদায়ে সচিবালয় অভিমুখে রওনা করবেন। কিন্তু বেলা সোয়া ১টার দিকে হঠাৎ শিক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তারা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে রওনা করেন। তবে আগে থেকেই পুলিশ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়।

এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা পুলিশি ব্যারিকেড ভেঙে যমুনার কাছাকাছি চলে যান। পুলিশ তখন তাদেরকে বলতে থাকে- এখানে ১৪৪ ধারা জারি করা। আপনারা কেউ মিছিল নিয়ে সামনে যেতে পারবেন না। বেশ কিছুক্ষণ পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা পুলিশকে তোয়াক্কা না করে যমুনার সামনে যেতে উদ্যত হন। তখন পুলিশ তাদেরকে লক্ষ্য করে সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে শিক্ষার্থীরা কিছু দূর পিছিয়ে আবারো সম্মিলিত হয়ে পুলিশের দিকে তেড়ে আসে। পুলিশ সদস্যদের লক্ষ্য করে কেউ কেউ ইট-পাটকেলও নিক্ষেপ করেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার একপর্যায়ে টিয়ারসেল ছুড়ে লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ। একই সঙ্গে জলকামান থেকে শিক্ষার্থীদের ওপর পানি ছেটায় পুলিশ। এ সময় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী রাস্তায় বসে পড়েন। পুলিশের ধাওয়ায় বাকিরা আশপাশের গলি রাস্তায় চলে যান। কেউ কেউ চলে যান শাহবাগের দিকে। পুলিশ কিছুটা এগিয়ে আবারো যমুনার দিকে চলে এলে শিক্ষার্থীরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের দিকে অগ্রসর হন। পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে অবস্থান নেয় কন্টিন্টোল হোটেলের পাশ দিয়ে যমুনার দিক থেকে আসা রাস্তার মাথায় পুলিশ বক্সের সামনে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলা শিক্ষার্থী ও পুলিশ সদস্যদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, লাঠিচার্জ, ইটপাটকেল নিক্ষেপে বুয়েট শিক্ষার্থী নাবিদ (২১), শাহাদাৎ (২২), নাভিদ (২১), হাসান (২২), ওয়াইজ (২২), নসিব (২৬), জাসিফ আল-হাসান (২২), মো. সাকিব (২৫), রুয়েট শিক্ষার্থী রিজন (২৩), আহছানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদিব (২২)সহ বেশ কয়েকজন আহত হন। তাদের বেশির ভাগকেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। একজনকে ভর্তিও করা হয়েছে। অনেকে আবার চিকিৎসা নিয়েছেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে। বিকালে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের এক্সিট গেটের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী জুবায়ের আহমেদ বলেন, আমরা আমাদের যৌক্তিক দাবি আদায়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছি। আমরা পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিলাম।

যুক্তরাজ্যে যৌন অপরাধের শীর্ষে

শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ থেকে ১০০ মামলায় দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে নাইজেরিয়ার নাগরিকদের ক্ষেত্রে ১৬৬ শতাংশ ও ইরাকের নাগরিকদের ক্ষেত্রে ১৬০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই সংখ্যাগুলো পৃথক অপরাধীর নয়, বরং দণ্ড প্রদানের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত।

এ ছাড়া ভারতীয় নাগরিকদের জন্য গুরুতর অপরাধের দণ্ডে বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ বৃদ্ধি হয়েছে, ২০২১ সালের ২৭৩ থেকে ১১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪ সালে ৫৮৮ ঘটনায় পৌঁছেছে। আলজেরীয় ও মিসরীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রে গুরুতর অপরাধে আরো বেশি বৃদ্ধি দেখা গেছে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ২৯৩ জন ভারতীয় নাগরিক ছোট নৌকায় অবৈধভাবে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছে এবং ২০২৫ সালের প্রথমার্ধেই ২০৬ জন প্রবেশ করেছে।

এর পরও ভারতীয়রা অনিয়মিত অভিবাসনের মধ্যে একটি ছোট অংশ। সবচেয়ে বেশি আফগানিস্তান, ইরান ও সিরিয়ার নাগরিকদের দেখা গেছে।

২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের বন্দরগুলোতে অবৈধ আগমনের ১৫ শতাংশই ভারতীয় নাগরিকদের। পাঁচ হাজার ৪৭৪ জন ভারতীয় আশ্রয় আবেদনকারীর মধ্যে প্রায় চার হাজার জন বৈধ ভিসাধারী (প্রধানত শিক্ষার্থী ভিসা), ৪০০ জন ছোট নৌকা ব্যবহার করে প্রবেশকারী এবং বাকিরা অন্যান্য মাধ্যমে গিয়ে আবেদন করেছে।

প্রাথমিক আশ্রয় সিদ্ধান্তে দুই হাজার ৬৯১টি প্রত্যাখ্যান, ২০টি মঞ্জুর ও বাকিগুলো বিচারাধীন।

গণমাধ্যমটি বলছে, ভারতীয় নাগরিকরা বৈধ অভিবাসনেও শীর্ষে রয়েছেন। তারা যুক্তরাজ্যের নাগরিকত্ব পাওয়ায় সর্বাধিকসংখ্যজ কাজ ও পর্যটন ভিসা পেয়েছে এবং শিক্ষার্থী ভিসা প্রাপ্তদের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রুপ। গত জুন পর্যন্ত ৯৮ হাজার ১৪ জন প্রধান আবেদনকারীকে শিক্ষার্থী ভিসা প্রদান করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের তথ্যে আরো দেখা যায়, যুক্তরাজ্যে সব বিদেশি নাগরিকের যৌন অপরাধে দণ্ড চার বছরে ৬২ শতাংশ বেড়েছে।

গত বছরে যৌন অপরাধের দণ্ডের সাত ভাগের এক ভাগ (১৪.১ শতাংশ) বিদেশি নাগরিকরা পেয়েছে, যার মধ্যে ধর্ষণও রয়েছে। তুলনামূলকভাবে একই সময়ে ব্রিটিশ নাগরিকদের ক্ষেত্রে দণ্ড ৩৯.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এনডিটিভি জানিয়েছে, এই তথ্যগুলো পুলিশ ন্যাশনাল কম্পিউটার (পিএনসি) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেন্টার ফর মাইগ্রেশন কন্ট্রোল থিংকট্যাংকের মাধ্যমে পাওয়া। ২০২৫ সালে শুধু ছোট নৌকায় প্রায় ২৭ হাজার ৯৯৭ জন অভিবাসী যুক্তরাজ্যে পৌঁছেছে, যা ২০১৮ সালের প্রথম আগমনের পর থেকে একই সময়ে সর্বোচ্চ।

এসাইলাম ব্যবস্থায় আসছে ব্যাপক

তাদের থাকার জন্য কিছু হোটেলে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এই হোটেলগুলো অ্যাসাইলাম হোটেল নামে পরিচিত। অ্যাসাইলাম হোটেলের ওপর নির্ভরশীলতা নিয়ে ক্রমে চাপ বাড়ছে যুক্তরাজ্য সরকারের ওপর, এখন এটাকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ। এবারের পার্লামেন্টে মন্ত্রীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সরকারের বর্তমান মেয়াদের মধ্যেই অ্যাসাইলাম হোটেলগুলো বন্ধ করা হবে। তবে বর্তমানে প্রায় ৩২ হাজার আশ্রয়প্রার্থী এ ধরনের হোটেলে অবস্থান করছেন।

ইভেট কুপার বলেন, 'আশ্রয় আবেদন নিয়ে প্রাথমিক কিছু সিদ্ধান্তের কাজ দ্রুতগতিতে নেওয়া হচ্ছে। তবে যাদের অ্যাসাইলাম নাকচ করা হচ্ছে, তারা আবার আপিল আবেদন করছেন। এ ক্ষেত্রে একটা অগ্রহণযোগ্য বিলম্ব হচ্ছে।

প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার গতি বাড়লেও প্রত্যাখ্যাত আবেদনকারীদের আপিলপ্রক্রিয়ায় গড়ে এক বছরেরও বেশি সময় লাগছে। বর্তমানে প্রায় ৫১ হাজার আপিলের রায় অপেক্ষমাণ। এই সময়ে করদাতাদের অর্থে তাদের ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে।

এখন আপিল শুনানির জন্য একটি নতুন স্বাধীন প্যানেল গঠন করা হবে। মন্ত্রীরা বিশ্বাস করেন, এই প্যানেল আদালতের তুলনায় দ্রুত রায় দেবে।

সরকারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এবারের শরতেই মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে।

এদিকে কনজারভেটিভ পার্টি বলেছে, বর্তমান ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল। অন্যদিকে রিফর্ম ইউকে বলেছে, যারা অবৈধ বা অনিয়মিত পথে এসেছে তাদের গণহারে বহিষ্কার করতে হবে। আশ্রয়প্রার্থীদের কোথায় রাখা হচ্ছে তা নিয়ে জনঅসন্তোষ বেড়েছে সম্প্রতি। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শনিবার হোটেল ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে। জুলাই থেকে ইপিং শহর বিক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। হাজার হাজার মানুষ বেল হোটেলের বাইরে বিক্ষোভ করেছে। কারণ সেখানে থাকা এক আশ্রয়প্রার্থীর বিরুদ্ধে শহরের এক ১৪ বছর বয়সী কিশোরীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে তোলা হচ্ছে।

এ ছাড়া হাইকোর্ট ইপিং কাউন্সিলের পক্ষে রায় দিয়ে মঙ্গলবার অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, যাতে বেল হোটেলে আর আশ্রয়প্রার্থী রাখা না হয়। আদালতে বলা হয়েছে, হোটেলটি স্থানীয় পরিকল্পনানীতি ভেঙে অনুমতি ছাড়াই তাদের ব্যবহারবিধি পরিবর্তন করেছে, যা জননিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি করেছে। বর্তমানে যারা সেই হোটেলে আছেন, তাদের ১২ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টার মধ্যে সরিয়ে নিতে হবে।

সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার চাইছে। কুপার বলেছেন, সরকার সব অ্যাসাইলাম হোটেল বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর, তবে এটি করতে হবে 'যথাযথ প্রক্রিয়ায়'।

রায়ের পর আরো কয়েকটি কাউন্সিল আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছে। এর মধ্যে টোরি নিয়ন্ত্রিত হিলিংডন কাউন্সিলও রয়েছে, যেখানে বর্তমানে দুই হাজার ২৩৮ জন আশ্রয়প্রার্থী আছে।

কনজারভেটিভ পার্টির নেত্রী কেমি বাডেনক একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করেছেন, যাতে কনজারভেটিভ কাউন্সিল নেতাদের বলা হয়েছে, 'যদি আপনার আইনি পরামর্শ সমর্থন করেন, তাহলে একই পদক্ষেপ নিন।'

অন্যদিকে রিফর্ম ইউকের নাইজেল ফারাজ টেলিগ্রাফে লিখেছেন, তার দলের নিয়ন্ত্রিত কাউন্সিলগুলো 'সামর্থ্য অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবে' এবং ইপিংয়ের অনুসরণ করবে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের ৩০০টির বেশি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে ১৩১টি এলাকায় বর্তমানে আশ্রয়প্রার্থীদের রাখা হচ্ছে 'অস্থায়ী আবাসনে', যা প্রধানত হোটেল দিয়ে পরিচালিত। এই ১৩১ এলাকায় ৭৪টি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে লেবার পার্টির, ৩০টি লিবারেল ডেমোক্র্যাটের, ১৯টি কনজারভেটিভের, ৯টি গ্রিন পার্টির ও একটি রিফর্ম ইউকের নিয়ন্ত্রণাধীন।

বাংলাদেশকে সহায়তা অব্যাহত রাখবে

কমিশনার (আরআরআরসি) ও বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব ওবায়দুল্লাহ।
ইএমসিআরপি-এলজিইডির উপপ্রকল্প পরিচালক মো. আব্দুস সালাম এবং বিশ্বব্যাংকের টাস্ক টিম লিডার স্বর্ণা কাজী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্যাম্প ইন চার্জ, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সিনিয়র সহকারী সচিব মো. ফকরুল ইসলাম।
নিজের বক্তব্যে জাবেদ করিম ২০১৮ সালে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিমের কক্সবাজার সফরের কথা স্মরণ করেন। তারা রোহিঙ্গাদের দুরবস্থায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেন, ওই প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এলজিইডির অধীনে ইএমসিআরপি চালু করা হয়।
জাবেদ করিম বলেন, "প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা, শিক্ষা সুবিধা বৃদ্ধি, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তিশালী করা এবং পরিবেশ রক্ষা করা।"
তিনি প্রকল্পের প্রধান অর্জনগুলোর মধ্যে উল্লেখ করেন১৫টি সাইক্লোন শেল্টার, ক্যাম্পে ১৬টি বহুমুখী কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টার, ৯টি স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন, ৪ হাজারেরও বেশি সৌরবিদ্যুৎচালিত রাস্তার বাতি, এক হাজারেরও বেশি ন্যানোগ্রিড বিদ্যুৎ সুবিধা এবং ৬৭টি বজ্রপাত প্রতিরোধক নির্মাণ। তিনি জানান, প্রকল্পের মূলমন্ত্র "সেবাসুবিধা আমার জন্য; আমি সেগুলো যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করি"-এর অধীনে সচেতনতা প্রচারণার মাধ্যমে মানুষকে দায়িত্বশীলভাবে এসব সুবিধা ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
অতিরিক্ত আরআরআরসি ওবায়দুল্লাহ নতুন সেন্টারটিকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভেতরে একমাত্র স্থায়ী বহুমুখী স্থাপনা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, "এই আশ্রয়কেন্দ্র দুর্যোগকালে সুরক্ষার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এটি রক্ষায় ও ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটির মালিকানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পটির গুরুত্ব স্থানীয় জনগোষ্ঠীও স্বীকার করেছে।"
একজন রোহিঙ্গা অভিভাবক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, "এই সেন্টারের কারণে আমার মেয়ের পড়াশোনা সহজ ও আরামদায়ক হয়েছে। আগে তার ক্লাস ছোট্ট খড়ের ঘরে হতো। এখন সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত ভবনে পড়াশোনা করছে, যেখানে শৌচাগার ও পানির সুবিধাও আছে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় আমরা এখানে আশ্রয়ও পাব। আমরা বাংলাদেশ সরকারকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আরও এমন সেন্টারের আশা করি, কারণ আমাদের সংখ্যা অনেক।"ইধহমষধফবংয়র পঁৎৎবহঃ
ইএমসিআরপি বাস্তবায়ন করছে এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (মোডিএমআর) এবং বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস (বিসিসিপি)। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এ কার্যক্রমে এলজিইডিকে সহায়তা করা হয়েছে যোগাযোগ সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় জনগণ ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য।
এই পুরো কার্যক্রম প্রমাণ করছে, কীভাবে সমন্বিত সরকারি ও উন্নয়ন সহযোগিতা বাস্তুচ্যুত ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য স্থিতিশীলতা, মর্যাদা ও আশার আলো বয়ে আনতে পারে।

সিলেটে হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে দামি

জানা যায় ১৯৯০ সালের আগ থেকে জৈন্তাপুরের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তারা হাটহাজারি, খাগড়াছড়িসহ বিভিন্ন দেশ থেকে জাত মূল্যায়ন, পরীক্ষা, নিরীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে 'জৈন্তাপুর' গোল মরিচ নামের একটি জাত উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের দেয়া নাম অনুসারে উক্ত জাতের নাম রাখা হয় বারি গোল মরিচ-১।
বৈশিষ্ট্য: জানা যায়, বারি গোল মরিচ সাধারণত মে মাসেই ফুল ফুটে এবং তা বছরে ১ বার হয়ে থাকে। নভেম্বর মাসে ফলন অর্থাৎ গোল মরিচ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। যেহেতু এটা লতানো জাতের গাছ তাই এগুলো সুপারি, আম, কাঁঠাল বা অন্যান্য গাছেও হোস্টের মাধ্যমে তুলে দেয়া হয়। মান্দা, জিগার বন্য জাম গাছে গোল মরিচ গাছ সাপোর্ট পেলে ফলন ভালো হয়। ১টি গাছ লাগানোর ৩-৪ বছরের ভিতরেই ফুল দিয়ে ফল ধরা শুরু করে। পূর্ণবয়স্ক ১টি গাছ থেকে ৫-৬ কেজি গোল মরিচ পাওয়া যায়। বারি গোল মরিচ-১ জাতের রোগ বালাই খুবই কম হওয়াতে অকাল মড়ক হয় না এবং তেমন পরিচর্যাও লাগে না।
উদ্যোক্তা ও কৃষক পর্যায়েও ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে চারা: জৈন্তাপুরের সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র উদ্ভাবিত বারি গোল মরিচের চারা বাণিজ্যিকভাবে প্রসারে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উদ্যোক্তা ও কৃষক পর্যায়ে এ গোল মরিচের চারা পেতে সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র প্রচুর পরিমাণে চারার ব্যবস্থা রেখেছে। এ বছর এখন পর্যন্ত কৃষক পর্যায়ে ৩০ টাকা দরে ১০ হাজারেরও বেশি চারা বিতরণ করা হয়েছে। বারি গোল মরিচ-১ বাণিজ্যিকভাবেও ফলনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং জৈন্তাপুরের সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র থেকে খাগড়াছড়ির ১ জন কৃষি উদ্যোক্তা ১ হাজার চারা ক্রয় করে নিয়ে গেছেন বলে জানা গেছে সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র সূত্রে। এ ছাড়া জাতটি কৃষক পর্যায়ে সমাদৃত করতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারা দেশে চারা বিতরণের মাধ্যমে বারি গোল মরিচ-১ জাতটি ছড়িয়ে দেয়ারও উদ্যোগ নিয়েছে সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র।
পাহাড় ও টিলা শ্রেণির জমিতে ভালো ফলন হয়: বৃষ্টির পানি জমে থাকে না এমন উঁচু বিশেষ করে টিলা ও পাহাড়ি শ্রেণির মাটিতে ভালো জন্মায় গোলমরিচ। দেশের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, সিলেট, মৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গল, হবিগঞ্জ ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের টিলা, পাহাড় শ্রেণির জমিতে গোল মরিচের ফলন ভালো হয়ে থাকে। তবে সঠিক নিয়ম ও পরিচর্যার মাধ্যমে সমতল জমিতেও তা ফলানো সম্ভব বলে জানা গেছে।
কমবে আমদানি নির্ভরতা: জৈন্তাপুরের সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন বারি গোল মরিচ-১ যেহেতু উন্নত ও বিশ্বমানের জাতের সেহেতু এটা রোপনের পর প্রত্যাশিত ফলন পাওয়া যায়। এই ফসলটি দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে কৃষক ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে বিপনন শুরু হলে দেশব্যাপী গোল মরিচের চাহিদা পূরণে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। প্রতি বছর যে পরিমাণ গোল মরিচ বাহির থেকে আমদানি করা হয় তাও হ্রাস পাবে, কৃষক ও উদ্যোক্তারা লাভবান হবেন এবং বিদেশ থেকে আমদানি নির্ভরতার কমার মধ্যদিয়ে সাশ্রয় হবে অর্থনীতির।
এ ব্যাপারে সিলেটের জৈন্তাপুরের সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ঝুটন চন্দ্র সরকার বলেন, জৈন্তাপুর সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিনের নিরলস গবেষণা ও পরিশ্রমের ফসল আমাদের উদ্ভাবিত বারি গোল মরিচ-১। এ গোল মরিচই বিশ্বের সবচেয়ে স্পাইসি (ঝাল) মরিচ। এখন পর্যন্ত এটাই পৃথিবীর সবচাইতে ঝাল জাতের গোল মরিচ। বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া মসলা জাতের এই ফসলের উপযোগী। সারা দেশে উদ্যোক্তা, কৃষক পর্যায়ে ও বাণিজ্যিকভাবে প্রসারিত হলে এই গোল মরিচ আমাদের দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব। এতে করে বিদেশ থেকে মসলা জাত পণ্য আমদানি হ্রাস পাবে এবং সরকারের অর্থনৈতিক ব্যয় কমে আসবে।

বাংলাদেশে প্রবেশের অপেক্ষায় ২৫-৩০

অন্তত ৫৫ জন রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে জানিয়েছেন লেদা রোহিঙ্গা ক্যাম্প-২৪ এর মাঝি মো. আলম।
টেকনাফ রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নেতা মো. ওসমান বলেন, সীমান্তে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রতিদিন কিছু না কিছু রোহিঙ্গা বিজিবির চোখ ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। বর্তমানে ৩০০ জনের বেশি রোহিঙ্গা জলিয়া দ্বীপের ওপারে মিয়ানমারের লালদ্বীপের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু সীমান্তের এপারে তাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। একদিকে আরাকান আর্মি অন্যদিকে জান্তা বাহিনী ও সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ চলছে। এই সংঘর্ষে জীবন বাঁচাতে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ এর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সাধারণ রোহিঙ্গারা।
সরেজমিনে সীমান্তে গিয়ে দেখা যায়, মিয়ানমারের ওপার থেকে আগের মতো বিস্ফোরণের বিকট শব্দ ভেসে না আসলেও অন্যরকম আতঙ্কিত এক পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। বিজিবিরা টেকনাফের জালিয়াপাড়া ও নাফ নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে তাদের টহল জোরদার করেছে। টেকনাফ কেরুনতলি এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা রবিউল হাসান বলেন, নদ নদীর ওপারে অর্থাৎ মিয়ানমারের সীমান্তে অনেক রোহিঙ্গা জড়ো হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। তবে বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা দালালের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করে বিভিন্ন ক্যাম্পে ঢুকে পড়েছে।
লেদা রোহিঙ্গা ক্যাম্প-২৪ এর দায়িত্বরত মো. আলম মাঝি বলেন, রাখাইনে আবারো আরাকান আর্মি ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বেড়ে গেছে। তাই সাধারণ রোহিঙ্গারা সীমান্ত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। গতকাল ৫০ জন অনুপ্রবেশের খবর পাওয়া গেছে। ৪০ জন বিজিবি ধরে ফেলছে। আর কিছু রোহিঙ্গা ক্যাম্প-২৬ এর দিকে ঢুকে গেছে বলে জানা গেছে।
তিনি আরো বলেন, আগে দালালের মাধ্যমে আসলেও এখন বেশিরভাগ রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে আসে। মূলত তারা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে, সীমান্ত থেকে চুরি করে বাংলাদেশে ঢুকে যায়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় একজন বলেন, এসব রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশে স্থানীয় কিছু অসাধু ব্যক্তিদের যোগসাজশে রয়েছে। না হলে কোনোভাবেই তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে না। তাদের আশ্রয় দেওয়ার পর থেকে টেকনাফে সন্ত্রাসী, অপহরণ ও মানব পাচারের মতো কর্মকা- বেড়েই যাচ্ছে। ভবিষ্যতে টেকনাফের পরিণতি ভালো না হতে পারে। তাই এখন থেকে রোহিঙ্গা বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত।

ফিফা'র নিষেধাজ্ঞার মুখে ভারতের

এবং এএফসি'র পাঠানো চিঠি পেয়েছে এআইআইএফ। যেখানে ভারতীয় ফুটবলের প্রধান কল্যাণ চৌবেকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, নতুন সংবিধান চূড়ান্ত করা এবং রূপায়ণে বারবার দেরি হওয়ায় ফিফা ভীষণ উদ্বিগ্ন। ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি ওঠার পর থেকেই ঝুলে আছে। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি হয়নি। ফলে ভারতীয় ফুটবলে অসহনীয় শূন্যতা এবং আইনি অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছে ফিফা। আগামী ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নতুন সংবিধানের সাহায্য নিয়ে নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছে ফিফা। ফেডারেশনের পরবর্তী সাধারণ সভার বৈঠকে নতুন সংবিধান রূপায়ণের নির্দেশও দেয়া হয়েছে। এসব কিছুই ফেডারেশনকে করতে হবে স্বাধীনভাবে। ভারত সরকারসহ কোনো তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বরদাশত করা হবে না। না মানলে বিষয়টি পাঠানো হবে ফিফার নির্দিষ্ট শাখার কাছে। সেক্ষেত্রে নির্বাসিত হতে পারে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ফিফা প্রেরিত চিঠি সুপ্রিম কোর্টের কাছে পাঠাবেন কল্যাণ। একইসঙ্গে জানানো হবে ভারতের কেন্দ্রীয় ক্রীড়া এবং যুবকল্যাণ মন্ত্রীকে। এরপর দ্রুত রায় প্রদানের জন্য অনুরোধ করবেন সুপ্রিম কোর্টকে। এর আগে ২০১৭ সাল থেকে ফেডারেশনের সংবিধান নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। সম্প্রতি শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, তাদের রায় তৈরি করা হয়েছে। তবে নতুন ক্রীড়ানীতি মেনে যাতে সংবিধান তৈরি করা হয়, তার জন্য রায় প্রদান পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। এর আগে সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে ২০২২ সালের ১৬ই আগস্ট ভারতকে নিষিদ্ধ করেছিল ফিফা। ওই সময় সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত প্রশাসকদের কমিটি ফেডারেশনের কাজকর্ম দেখছিল, যা ফিফার কাছে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বলে বিবেচিত হয়। যদিও ১৫ দিন পর উঠিয়ে নেয়া হয় নিষেধাজ্ঞা। এরপর নির্বাচনের মাধ্যমে সভাপতি হন কল্যাণ চৌবে।

শাহরুখ-দীপিকার বিরুদ্ধে মামলা

কোম্পানির একটি গাড়ি কেনেন তিনি। গাড়িটি কেনার পর থেকেই নানান সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। বহুবার অভিযোগ জানানোর পরও কোম্পানি কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। গাড়ি ইস্যুতে শাহরুখ ও দীপিকার নাম যুক্ত হওয়ার কারণ হল- তারা দুজন ওই কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। কীর্তি সিংহর অভিযোগ, তিনি মূলত শাহরুখ ও দীপিকার করা বিজ্ঞাপন দেখে গাড়িটি কিনেছিলেন।
ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, ভারতীয় আইনে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরদেরও দায়ী করা যায়, যদি তারা যে পণ্যের প্রচার করেন তা প্রতারণামূলক বা ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হয়। ভোক্তা সুরক্ষা আইন ২০১৯ অনুযায়ী, বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচারকদের জরিমানা করার ক্ষমতা রাখে সেন্ট্রাল কনজিউমার প্রোটেকশন অথরিটি (সিসিপিএ)।
প্রথমে বিষয়টি ভরতপুরের সিজেএম কোর্ট নং-২-এ ব্যক্তিগত অভিযোগ হিসেবে ওঠে। আদালত নির্দেশ দেওয়ার পর মথুরা গেট থানায় এফআইআর রেকর্ড হয়। মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০ (প্রতারণা) এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ধারায় দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে ভরতপুর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।
শাহরুখ খান ১৯৯৮ সাল থেকে হুন্দাই ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে কাজ করছেন। তখনই ভারতে বাজারে আসে হুন্ডাইয়ের প্রথম গাড়ি স্যান্ট্রো। শাহরুখ পরবর্তীতে বহু ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়েছেন, এমনকি অটো এক্সপো ২০২৩-এ হুন্দাই আয়নিক ৫ ইলেকট্রিক এসইউভি-এর উন্মোচনও করেছিলেন।
অন্যদিকে, দীপিকা পাড়ুকোন ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে হুন্দাইয়ের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়েছেন। সম্প্রতি দুজনকে একসঙ্গে দেখা গেছে ২০২৪ হুন্দাই ক্রেটা-র বিজ্ঞাপনে, যেখানে তারা আন্ডারকভার এজেন্ট সেজে গাড়ির নানা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। এর আগে হুন্দাই ক্রেতা ইলেকট্রিক মডেলের প্রচারেও অংশ নিয়েছিলেন দীপিকা।

বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চেনাব নদীর বাঁধ

ব্যবস্থাপনা সংস্থার মুখপাত্র মাজহার হোসেন গণমাধ্যমকে জানান, "বাঁধের প্রধান অবকাঠামো রক্ষার জন্য আমরা বাধ্য হয়েছি ডানপাশের তীররক্ষা বাঁধ উড়িয়ে দিতে। এতে পানির চাপ কিছুটা কমানো সম্ভব হবে।"
দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক পাঞ্জাবে বসবাস করে। আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে চেনাব, রাভি ও সুতলেজ নদীর তীরবর্তী এলাকা থেকে লাখো মানুষ ও গবাদিপশু সরিয়ে নিতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে বন্দি রাজনীতি

ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলায় আইভি রহমানসহ কয়েকজন নেতার নিহত হওয়ার ঘটনা ও শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টার ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগ ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা করে এসব সন্ত্রাসী ঘটনার দায়ভার চারদলীয় জোট সরকারের ওপর চাপিয়ে দিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বলতে থাকে যে, মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী অপশক্তির তথা স্বাধীনতাবিরোধীদের ষড়যন্ত্রের কারণে দেশের মানুষ শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তির মদদপুষ্ট আওয়ামী লীগের এ অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তৎকালীন সরকার পশ্চিমা বিশ্বে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো সক্রিয় যোগাযোগ না রাখার কারণে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদে হস্তক্ষেপ করে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং সরকার চারদলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করে নাস্তানাবুদ করে দেয়।
২০০৮ সালের নির্বাচন-আধিপত্যবাদী শক্তির তাঁবেদারের পুনরুত্থান : আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রথমে ১৪ দলীয় ঐক্যজোট এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য বিরোধী দলের যোগদানের ফলে মহাজোট গঠিত হয় এবং ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ মহাজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তথা মহাবিজয় অর্জন করে। এরপর ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তির সরাসরি মদদপুষ্ট হয়ে শেখ হাসিনা ফ্যাসিস্টে রূপান্তরিত হন।
ফ্যাসিস্টের অত্যাচার-নির্যাতন : ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তির মদদে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারিতে গঠিত সরকারের আমল থেকে শুরু করে ফ্যাসিস্ট হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামি দলগুলোর নেতাকর্মীদের ওপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়ে হত্যা, গুম, খুন, জখম, মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়েছে এবং তাদের ব্যবসা, বাণিজ্য, পারিবারিক জীবন, চাকরি-বাকরি তছনছ করে দিয়েছে।
নতুন স্নায়ুযুদ্ধ : এ অবস্থায় ২০১৭ সালে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হলে নতুন স্নায়ুযুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। যুক্তরাষ্ট্র চীনকে মোকাবিলা করার জন্য পররাষ্ট্রনীতিকে পুরোনো ধারায় ফিরিয়ে নেয়, যা ছিল ইসলামি দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রেখে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটানো। এখন কমিউনিস্ট পার্টিশাসিত গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং চীনের বন্ধু রাশিয়াকে মোকাবিলা করার জন্য আমেরিকার প্রয়োজন মুসলিম দেশগুলো। এ কারণে প্রেসিডেন্ট বাইডেন তালেবানদের সঙ্গে চুক্তি করে আফগানিস্তান থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ভারতের অগোচরেই বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতন ঘটে এবং ভারত এ ফ্যাসিস্টকে আশ্রয় দিলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের শত্রুতে পরিণত হয় দেশটি। আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব নোবেলবিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হওয়ার পর ভারত দিশেহারা হয়ে পড়ে।
শুরু হয়েছে ষড়যন্ত্র : বাংলাদেশের আকাশে আবার ষড়যন্ত্রের ঘনঘটা শুরু হয়েছে, যেমনটি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে হয়েছিল। ২১ জুলাই ঢাকার উত্তরার দিয়াবাড়ি এলাকায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হয়েছে অনেকে, আহত ও দগ্ধ হয়েছে শতাধিক, যাদের বেশির ভাগই শিশু শিক্ষার্থী।
এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক বিক্ষোভের আয়োজন করা হয় পরদিন, সচিবালয় দখল করে গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘটনা ঘটল দিয়াবাড়িতে আর আন্দোলন হলো সচিবালয়ে। এ যেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর ডায়ালগের মতো: 'মারব এখানে লাশ পড়বে শ্মশানে'।
১৯৭৭ সালেও এরকমটি হয়েছিল। জাপান এয়ার লাইন্সের বিমান হাইজ্যাকের ঘটনা নিয়ে সবাই ব্যস্ত থাকা অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীরা সামরিক ক্যু করে ক্ষমতায় গিয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নিধন করতে চেয়েছিল।
দীর্ঘ ৪৮ বছর পর পুরোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। একই ধরনের ফরংঃৎধপঃরড়হ অর্থাৎ সবার মনোযোগকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনা ঘটিয়ে দেওয়া। দেশপ্রেমিকরা তাই আগের মতো জেগে উঠেছেন। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের চিন্তাধারা সমুন্নত রাখার জন্য সব দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস আলোচনা করেছেন, বুঝিয়েছেন আধিপত্যবাদী শক্তির ষড়যন্ত্রের বিষয়ে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে, যেমনভাবে মালদ্বীপের মতো ছোট দেশ নির্বাচনি যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল।
২৫ জুলাই নির্বাচন সামনে রেখে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চারটি দলের শীর্ষনেতাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ড. আহমাদ আবদুল কাদের, নেজামে ইসলাম পার্টির সহসভাপতি মাওলানা আবদুল মাজেদ আতহারী, দলটির মহাসচিব মাওলানা মুসা বিন ইজহার ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন।

আকিকা কী কেন কিভাবে

জাওয়াদ তাহের

আকিকা হলো সেই পশু, যা নবজাতকের জন্মের পর তার পক্ষ থেকে জবেহ করা হয়। জাহেলি যুগেও আরবদের মধ্যে আকিকার প্রচলন ছিল। বুরাইদা (রা.) বলেন, জাহেলি যুগে আমাদের কারো পুত্রসন্তান জন্ম নিলে আমরা একটি ছাগল জবেহ করতাম এবং তার মাথায় রক্ত মাখিয়ে দিতাম। যখন আল্লাহ ইসলাম নিয়ে এলেন, তখন আমরা (তার পরিবর্তে) একটি ছাগল জবেহ করতাম, তার মাথা মুণ্ডন করতাম এবং মাথায় জাফরান মাখিয়ে দিতাম।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৩৮৪৩)

ইসলামে আকিকার বিধান রয়েছে। সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক শিশু তার আকিকার সঙ্গে দায়বদ্ধ (বন্ধক) থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু জবেহ করা হবে, তার মাথা মুণ্ডন করা হবে এবং তার নাম রাখা হবে।

(জামে তিরমিজি, হাদিস : ১৫২২)

আকিকার বিধান : আকিকা করা একটি মুস্তাহাব আমল।

কেউ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলেছেন। সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য এটি ত্যাগ করা উচিত নয়, তবে কেউ ত্যাগ করলে তার কোনো গুনাহ হবে না।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, যার সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সে তার পক্ষ থেকে পশু জবেহ করতে ভালোবাসে, সে যেন তা করে। ছেলেসন্তানের জন্য দুটি সমান বয়সী ছাগল এবং মেয়েসন্তানের জন্য একটি ছাগল।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২৮৪২)

নবী (সা.) এই বিষয়টি পালনকারীর ভালোবাসা বা ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, যা প্রমাণ করে যে এটি মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। (তুহফাতুল মাওদুদ : ১৫৭)

মুস্তাহাব আমল হলেও এতে অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ নবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক শিশু তার আকিকার সঙ্গে দায়বদ্ধ থাকে, যা তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে জবেহ করা হয়, তার মাথা মুণ্ডন করা হয় এবং নাম রাখা হয়।

আকিকার হিকমত : আকিকার হিকমত নবী (সা.)-এর এই বাণী থেকে বোঝা যায়, প্রত্যেক শিশু তার আকিকার সঙ্গে দায়বদ্ধ থাকে।

১. যদি তার পক্ষ থেকে আকিকা না করা হয় এবং সে শৈশবে মারা যায়, তবে সে তার মাতা-পিতার জন্য শাফায়াত করা থেকে বিরত থাকবে।

২. আকিকা হলো সন্তানকে শয়তান থেকে মুক্ত করার এবং তার থেকে রক্ষা করার একটি মাধ্যম।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) আকিকার উপকারিতা সম্পর্কে বলেছেনঃ

আকিকার অন্যতম উপকারিতা হলো এটি একটি কোরবানি, যা নবজাতকের পক্ষ থেকে দুনিয়াতে তার আগমনের প্রথম দিকেই আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য করা হয়।

এর আরেকটি উপকারিতা হলো এটি নবজাতকের বন্ধন মুক্ত করে, কারণ সে তার আকিকার সঙ্গে দায়বদ্ধ থাকে, যতক্ষণ না সে তার মাতা-পিতার জন্য শাফায়াত করে।

এর আরেকটি উপকারিতা হলো এটি একটি ফিদিয়া বা মুক্তিপণ, যার মাধ্যমে নবজাতককে মুক্ত করা হয়, যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইসমাঈল (আ.)-কে একটি দুম্বার মাধ্যমে মুক্ত করেছিলেন।

(জাদুল মাআদ : ২/৩২৫)

আকিকার সময় : নবজাতকের জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা করা মুস্তাহাব। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২৪৫৫)

দিন বলতে এখানে শরয়ি দিন। আর শরয়ি দিন হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং প্রত্যেক রাত তার পরবর্তী দিনের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি কেউ সপ্তম দিনে আকিকা করতে না পারে, তাহলে ১৪তম দিনে, তা-ও সম্ভব না হলে ২১তম দিনে আকিকা দেবে।

(শরহুল মুহাজ্জাব : ৯/২৪৫)

আকিকা কার ওপর আবশ্যক : আকিকা সন্তানের পিতার সম্পদ থেকে করা হবেড়এটাই নিয়ম। তার মায়ের সম্পদ থেকে নয় বা সন্তানের নিজের সম্পদ থেকেও নয়। কারণ পিতাই এসংক্রান্ত হাদিসে প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি।

তবে যদি পিতা অবহেলা করে এবং আকিকা করা থেকে বিরত থাকে, অথবা পিতার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তার পক্ষ থেকে কেউ আকিকা করে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর পক্ষ থেকে দুটি করে দুম্বা আকিকা করেছেন। (সুনানে নাসাঈ, হাদিস : ৪২১৮)

নবী (সা.)-এর তাঁর নাতিদের পক্ষ থেকে আকিকা করা প্রমাণ করে যে পিতার অনুমতি ও সন্তুষ্টিতে তার কোনো নিকটাত্মীয় আকিকা করতে পারে।

এ থেকে বোঝা যায়, তালাকপ্রাপ্তা মায়ের ওপর তার সন্তানের জন্য আকিকা করা ওয়াজিব নয়। তবে যদি পিতা আকিকা করা থেকে বিরত থাকে বা পিতার দূরত্ব বা জন্মের খবর না জানার কারণে তা করা সম্ভব না হয়, তবে মায়ের জন্য তা করা মুস্তাহাব। আল্লাহ তাকে এর জন্য প্রতিদান দেবেন।

নিজে নিজের আকিকা করা : যদি সন্তান বড় হয়ে যায় এবং তার পিতা তার আকিকা না করে থাকে এবং সে বড় হয়ে নিজের আকিকা করতে চায়, তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ২৪৭১৮)

নও মুসলিম নিজের ও সন্তানদের আকিকা : যদি কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে চাইলে নিজের পক্ষ থেকে এবং সামর্থ্যবান হলে তার সন্তানদের পক্ষ থেকে আকিকা করতে পারে। তবে কাফির সন্তানের পক্ষ থেকে আকিকা করা হবে না।

(তানকিহুল ফাতাওয়া আল-হামিদিয়্যা : ২/২১৩)

তবে নাম পরিবর্তনের জন্য পুনরায় আকিকা করা আবশ্যক নয়।

আকিকার পশুর ধরন : সুন্নত হলো, ছেলেসন্তানের জন্য দুটি ছাগল এবং মেয়েসন্তানের জন্য একটি ছাগল আকিকা করা।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, সুন্নত হলো ছেলের জন্য দুটি এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল। তবে ছেলের জন্য একটি ছাগল দিলেও সুন্নতের মূল আদায় হয়ে যাবে।

(আল-মাজমু শরহুল মুহাজ্জাব : ৮/৪০৯)

ছাগল ছাড়া অন্য পশু দিয়ে কি আকিকা জায়েজ : কোরবানিতে যে ধরনের পশু জায়েজ, আকিকাতেও তা জায়েজ। অর্থাৎ উট, গরু ও ছাগল।

আকিকার পশুর শর্তাবলি : আকিকার পশুর ক্ষেত্রে কোরবানির পশুর মতোই শর্ত প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ তা ত্রুটিমুক্ত হতে হবে এবং নির্দিষ্ট বয়স পূর্ণ হতে হবে। উটের জন্য পাঁচ বছর, গরুর জন্য দুই বছর, ছাগলের জন্য এক বছর এবং দুম্বার জন্য ছয় মাস। কানা, খোঁড়া, অত্যন্ত রুগ্ণ বা শিং বা কানের অর্ধেকের বেশি ভাঙা পশু দিয়ে আকিকা জায়েজ নয়। (আল-মুগনি : ৭/৩৬৬)

আকিকার গোশত বণ্টন : আকিকার গোশতের হুকুমও কোরবানির গোশতের মতোই। অর্থাৎ আকিকার গোশত পুরোটাই নিজে খেতে পারে, পরিবারের লোকদের খাওয়াতে পারে এবং অন্যদের হাদিয়াও দিতে পারে। তবে মুস্তাহাব হলো কোরবানির গোশতের মতো এরও তিনটি ভাগ করা। এক ভাগ নিজের জন্য রাখা, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করা এবং এক ভাগ গরিব-মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করা। (ইলাউস সুনান : ১৭/১২৭)

যে শিশু মারা গেছে তার জন্য আকিকা : সপ্তম দিনের আগে মৃত্যুবরণকারী শিশুর আকিকা করাও মুস্তাহাব। (আকিকা কে মাসায়েল কা ইনসাইক্লোপিডিয়া : ৬৯)

একই পশুতে কোরবানি ও আকিকার নিয়ত করা : কোরবানি ও আকিকা দুটি স্বতন্ত্র ইবাদত হওয়ায় আলাদাভাবে আদায় করাই সর্বোত্তম এবং সুন্নাহর নিকটবর্তী। তবে যদি কেউ কোনো সুবিধার কথা বিবেচনা করে একটি বড় পশুতে কোরবানির সঙ্গে আকিকার অংশ রাখে, তাহলে উভয় ইবাদতই সঠিকভাবে আদায় হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামি : ৬/৩২৬)

আকিকা না করে মূল্য সদকা করা : আকিকার মূল্য সদকা করার দ্বারা আকিকার ফজিলত লাভ হবে না, বরং অর্থ সদকা করলে আকিকা আদায় হবে না। কারণ আকিকার মূল উদ্দেশ্য হলো জবেহ করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা।

অশ্লীলতার ছদ্মবেশী আগ্রাসন

মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা

সম্প্রতি নিউজফিডজুড়ে ভারতের একটি অশোভন পোস্টারের কারণে ৪০টি দুর্ঘটনার খবর ঘুরপাক খাচ্ছে। গণমাধ্যমের তথ্য মতে, পোস্টারটি ছিল একটি ভারতীয় সিনেমার। ঘটনাটি অনেক পুরনো হলেও সম্প্রতি সেই সিনেমার পরিচালক কৃষ এক সাক্ষাৎকারে জানান, ওই পোস্টার ঘিরে এক সপ্তাহে ঘটেছিল ৪০টির বেশি সড়ক দুর্ঘটনা! পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায়, পুলিশের একাধিক অভিযোগের মুখে সেই বিলবোর্ড সরিয়ে ফেলতে হয় নির্মাতাদের।

অনেকেই মজার ছলে এই খবর শেয়ার করলেও একটি নিছক মজার বিষয় নয়। এ ধরনের পোস্টার, বিলবোর্ড সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, বহু রকম অপরাধের জন্ম দিতে পারে এবং মুমিনের ঈমান আমলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

নিম্নে কোরআন হাদিসের আলোকে এর কিছু নেতিবাচক দিক তুলে ধরা হলো-

অশ্লীলতার প্রচার : পোস্টার বা বিলবোর্ডে আবেদনময়ী ছবি ব্যবহার করলে অশ্লীলতার প্রচার হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে অশ্লীলতার প্রচার খুবই জঘন্য অপরাধ। এসব কাজে মহান আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ অশ্লীলতার প্রসারকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।' (সুরা : নুর, আয়াত : ১৯)

সমাজে অশ্লীলতার প্রসার বেড়ে গেলে কখনো কখনো আসমানি আজাব চলে আসে। তার মধ্যে একটি হলো দুরারোগ্য ব্যাধি। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, '...যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারি আকারে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তা ছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা আগেকার লোকেদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি।...' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪০১৯)

দৃষ্টিবিভ্রান্তি ও সড়ক দুর্ঘটনা : ব্যস্ত সড়কের পাশে নায়িকা কিংবা মডেলদের আবেদনময়ী ছবি প্রচার মূলত দেহ প্রদর্শনের নোংরা প্রতিযোগিতা। সাধারণত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এটি করা হয়ে থাকে। এই আকর্ষণই কখনো কখনো বিপদের কারণ হতে পারে।

কারণ আবেদনময়ী এই পোস্টার/বিলবোর্ডগুলো তরুণ-যুবকদের দৃষ্টি এবং মনোযোগকে বিপথে ঠেলে দেয়। এতে চালকরা দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার দৃঢ় আশঙ্কা তৈরি হয়। বিজ্ঞাপনের মনোবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণাগুলোতে দেখা যায়, যৌন আবেদনের মাধ্যমে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। তবে এই মনোযোগ মূলত যৌন উদ্দীপকের দিকেই কেন্দ্রীভূত থাকে, ফলে ব্র্যান্ড বা পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপেক্ষিতই থেকে যায়। প্রশ্ন ওঠে, রাস্তার পাশে থাকা এসব যৌন উদ্দীপক বিজ্ঞাপন কি চালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যার ফলে অন্য জরুরি সংকেত, এমনকি নিরাপদ চালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোও তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়?

এ থেকে ধারণা করা যায়, যৌন উদ্দীপক চিত্র এতটাই মনোযোগ-আকর্ষণকারী যে তা চালকের দৃষ্টি সড়ক থেকে দীর্ঘসময় অন্যদিকে সরিয়ে রাখে, ফলে সামনে আসা বিপদ সে টের পায় না বা চলমান পরিস্থিতির সঠিক ধারণা হারিয়ে ফেলে। সাধারণভাবে ধরা হয়, কোনো চালক যদি মাত্র ২ সেকেন্ডের জন্যও সড়ক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, তবে তা দুর্ঘটনার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

চোখের জিনায় লিপ্ত করে : মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'মুমিন পুরুষদের বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র।' (সুরা নুর, আয়াত : ৩০)

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, চোখের জিনা হলো (আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কোনো বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে) দেখা। (বুখারি, হাদিস : ৬২৪৩)

আবেদনময়ী পোস্টার/বিলবোর্ড মানুষকে এই গুনাহেই বেশি লিপ্ত করে।

মসজিদের নামে মানত করার বিধান

হাদি-উল-ইসলাম

মানত হলো নিজের ওপর কোনো ভালো কাজ আবশ্যক করে নেওয়া। মানত করলে তা পূরণ করা আবশ্যক। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন ঘরের।' (সুরা : হজ, আয়াত : ২৯)

অন্য আয়াতে মুমিনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলা হয়েছে, 'তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক।' (সুরা : দাহর, আয়াত : ৭)

মসজিদের নামে কোনো কিছুর মানত হয় না। কারণ মানতের টাকা সেসব খাতে ব্যয় করতে হয়, যেসব খাতে জাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায়। কিন্তু মসজিদে যেহেতু জাকাতের টাকা ব্যয় করা যায় না; তাই মসজিদের নামে মানত সহিহ হয় না। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ মসজিদে মানত করে তাহলে তা পূরণ করাও জরুরি নয়।

তার পরও যদি কেউ আদায় করে তাহলে সেই সম্পদ নফল দান হিসেবে গণ্য হবে এবং সেসব জিনিস বা টাকা মসজিদের কাজে ব্যয় করা যাবে।

এমনকি তা দিয়ে ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতনও দেওয়া যায়। কিন্তু তারা যদি ধনী হয়, তবে সরাসরি তাদের দেওয়া যাবে না। (রদ্দুল মুহতার ৩:৩৭৫; ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া ২:২৯৮)

কঠিন কাজ সহজ হয় যে দোয়ায়

পোস্ট ডেস্ক : পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। মানুষ চেষ্টা করলে যেকোনো কাজ সম্ভব। বর্তমান সময়ে এর উদাহরণ অহরহ। অসাধ্য সাধ্য করার যাত্রা অনেক সময় কষ্টকর মনে হয়। শুরু করেও পিছিয়ে আসতে চান। হতাশা হওয়ার কিছু নেই, সাহস ও ভরসা রেখে কাজ করা উচিত। কাজ সহজ করতে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া উচিত।

অনেক সময় মানুষ কাজের চাপে দিশেহারা হয়ে যায়। অস্থিরতা ও টেনশনে স্থির থাকতে পারে না। সে সময় মহান আল্লাহ সাহায্য ছাড়া শারীরিক, আত্মিক কিংবা মানসিক প্রশান্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। তাই কাজ যত কঠিনই হোক না কেন মহান আল্লাহর সাহায্য খুবই জরুরি। এ সম্পর্কে হাদিসের বিখ্যাত গ্রন্থ ইবনে হিব্বানে একটি দোয়া এসেছে।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২৯.০৮.২৫ শুক্রবার	4:40	5:55	01:45	4:56	8:18	9:45
৩০.০৮.২৫ শনিবার	4:42	5:56	01:30	4:55	8:16	9:45
৩১.০৮.২৫ রবিবার	4:44	5:58	01:30	4:53	8:14	9:30
০১.০৯.২৫ সোমবার	4:45	5:59	01:30	4:52	8:12	9:30
০২.০৯.২৫ মঙ্গলবার	4:48	6:01	01:30	4:50	8:10	9:30
০৩.০৯.২৫ বুধবার	4:50	6:03	01:30	4:49	8:08	9:30
০৪.০৯.২৫ বৃহস্পতিবার	4:51	6:04	01:30	4:47	8:05	9:30

নামায শুধুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

ইতালিয়ান সিরি এ-তে দুর্দান্তভাবে শুরু করল ইন্টার মিলান

পোস্ট ডেস্ক : ইতালিয়ান সিরি এ-তে দুর্দান্তভাবে শুরু করল ইন্টার মিলান। সোমবার নতুন মৌসুমে নিজেদের উদ্বোধনী ম্যাচে তুরিনোর বিপক্ষে ৫-০ গোলে জয় তুলে নেয় জায়ান্টরা। ৬৪ বছর পর এত বড় জয় দিয়ে দেশের শীর্ষ লীগ শুরু করল নিরাজ্জুরিরা।

১৯৬১'র পর এবারই প্রথম ৫ গোলের ব্যবধানে লীগের প্রথম ম্যাচে জয় তুলে নিল ইন্টার। গত মৌসুমে এক পর্যায়ে ট্রেবল জয়ের হাতছানির সামনে ছিল ইতালিয়ান জায়ান্টরা। তবে শেষ পর্যন্ত জেতা হয়নি কোনো শিরোপাই। বিশেষ করে লীগে রানার্সআপ হওয়া আর চ্যাম্পিয়নস লীগের ফাইনালে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) ৫-০ গোলের হারে হতাশায় ডোবে তারা। এরপর নতুন মৌসুমটা দুর্দান্তভাবে শুরু করল ইন্টার।

তবে ম্যাচে ৫ গোল করার চেয়ে, গোল না খাওতেই বেশি তৃপ্তি প্রকাশ করলেন জোড়া গোলদাতা থুরাম। ম্যাচের পর এ ফরাসি ফরোয়ার্ড বলেন, 'এ জয়ের মানে হলো, আমরা কোনো গোল হজম না করে ভালোভাবে শুরু করেছি। এটি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখনও শতভাগ তৈরি নই। সেখানে পৌঁছাতে কঠোর পরিশ্রম করছি। তবে এটি ভালো ম্যাচ ছিল।' গত মৌসুমের ব্যর্থতা ভুলে নতুন শুরু করতে চান থুরাম, 'গত মৌসুমে যা হয়েছে, তা এখন অতীত। এটি নতুন অভিযান। আগের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখেছি।'

নিজেদের ঘরের মাঠ সান সিরোতে এদিন তারা গোল পেতে পারত আরও। পুরো ম্যাচে ৬০ শতাংশ বল নিজেদের দখলে রাখা ইন্টার ২০টির মধ্যে লক্ষ্যে রাখে ৯টি শট। তুরিনোর ১২টির মধ্যে লক্ষ্যে থাকে ৪টি শট। ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখাতে শুরু করে স্বাগতিকরা। প্রথম মিনিটেই মার্কাস থুরামের হেড অল্পের জন্য গোলবারের উপর দিয়ে চলে যায়। অষ্টাদশ মিনিটে আলেসান্দ্রো বাস্তোনির গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার। ৩৬তম মিনিটে জাল খুঁজে নেন থুরাম। বিরতির পর নিজেদের আরও দারুণভাবে মেলে ধরে ক্রিস্টিয়ান চিভুর শিষ্যরা। ৫১তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ান অধিনায়ক লাউতারো মার্টিনেজ। মিনিট দশেকের মধ্যে নিজের দ্বিতীয় আর দলের চতুর্থ গোলটি করেন থুরাম। গত মাসেই যোগ দেয়া ফরাসি ফরোয়ার্ড আঞ্জে-ইয়োয়ান বনি দলের হয়ে শেষ গোল করেন ৭২তম মিনিটে।

লিভারপুলের শেষমুহূর্তের জয়ের নায়ক অভিষিক্ত এনগুমোয়া

পোস্ট ডেস্ক : এর চেয়ে নাটকীয় অভিষেক আর কীইবা হতে পারতো। ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের ম্যাচে সোমবার প্রথমে দুই গোলে লিড নেয় লিভারপুল। নির্ধারিত সময়ের মিনিট দুয়েক আগে দুই গোলই শোধ দেয় নিউক্যাসেল ইউনাইটেড, লীগ চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে জাগায় পয়েন্টের আশা। ৯৬তম মিনিটে বদলি হয়ে নামেন ১৬ বছর বয়সীস ফরোয়ার্ড রিও এনগুমোয়া। যোগ করা দশম মিনিটে এ অভিষিক্ত কিশোরের গোলেই ৩-২ ব্যবধানে পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে ফেরে অলরেডরা।

এই গোলে ইতিহাসও গড়েছেন ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৭ দলের এ খেলোয়াড়। এনগুমোয়া এখন লিভারপুলের ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা। প্রিমিয়ার লীগে ১৬ বছর বয়সে জয়সূচক গোল করা দ্বিতীয় খেলোয়াড়ও তিনিই। এর আগে সবশেষ ২০০2-এ এভারটনের হয়ে আর্সেনালের বিপক্ষে এ কীর্তি গড়েন ওয়েন রুনি। বয়সের হিসেব কষলে, রুনির চেয়ে স্রেফ একদিন বেশি বয়সে গোলটি করলেন এনগুমোয়া। গোলের দিন তার বয়স ছিল ১৬ বছর ৩৬১ দিন। ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের ইতিহাসে চতুর্থ সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা এনগুমোয়া।

নেইমার, ভিনিসিয়ুসকে ছাড়াই খেলবে ব্রাজিল

পোস্ট ডেস্ক : জাতীয় দলের জার্সিতে নেইমার জুনিয়রের ফেরার অপেক্ষাটা বেড়েই চলছে। এবারও চোটের কারণেই কপাল পুড়েছে ব্রাজিলিয়ান মহাতারকার। সোমবার রাতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষ দুই ম্যাচের জন্য ২৫ জনের দল ঘোষণা করেছেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। নেইমারের সঙ্গে সেই দলে জায়গা হয়নি দুই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও রদ্রিগোর। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আগামী মাসে চিলি ও বলিভিয়ার সঙ্গে দু'টি ম্যাচ খেলবে সেলেসাওরা। যদিও স্প্যানিশ

সংবাদমাধ্যমগুলোতে কয়েকদিন আগেই জানানো হয়, এ দুই ম্যাচের জন্য রিয়ালের কাউকে দলে রাখবেন না আনচেলোত্তি। যার সম্ভব্য কারণ, গত মৌসুমে থেকে এ পর্যন্ত স্প্যানিশ জায়ান্টদের খেলোয়াড়দের যথেষ্ট বিশ্রাম না পাওয়া। সেসময় রিয়ালের দায়িত্বে আনচেলোত্তিই থাকার কারণে এ ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট ধারণা রাখেন। যদিও দল ঘোষণা করতে গিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এমন কিছু বলেননি এ অভিজ্ঞ ইতালিয়ান কোচ। রদ্রিগোর বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে শিষ্যের প্রশংসা করেই আনচেলোত্তি বলেন, 'রদ্রিগোর সামর্থ্যে আমি মুগ্ধ। গতকাল (আগের দিন) সে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে দারুণ খেলেছে। অনেক দিন পর সে প্রথম ম্যাচ খেলল। তার হাতে নিজেকে ভালোমতো প্রস্তুত করার এবং জাতীয় দলে ফিরে আসার সময় আছে।' অন্যদিকে, চোটের কারণে এবারও নেইমারের ব্রাজিলের স্কোয়াডে ফেরা হবে না, এমন শঙ্কার কথা আনচেলোত্তির স্কোয়াড ঘোষণার আগেই জানায় ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যমগুলো। সে শঙ্কাই সত্যি হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সান্তোসের অনুশীলনে ঊরুতে ব্যথা অনুভব করেন নেইমার, সমস্যা হয় হাঁটতেও।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার মাংসপেশিতে চোট ধরা পড়ে এবং এ বিষয়ে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনকে (সিবিএফ) জানায় সান্তোস কতৃপক্ষ। এর প্রমাণ মিলেছে কোচের কথাতেও। ৬৬ বছর বয়সী আনচেলোত্তি বলেন, 'গত সপ্তাহে নেইমার ছোটখাটো চোটে পড়ে। বাছাইপর্বে আমরা শেষ দু'টি ম্যাচ খেলব এবং এ ম্যাচগুলো ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে। তাই আমাদের সেরা অবস্থায় থাকা খেলোয়াড়ের প্রয়োজন, যারা সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলতে পারবে।' সাবেক বার্সেলোনা তারকাকে নিয়ে আনচেলোত্তি আরও বলেন, 'আমাদের নেইমারকে মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই। আমরা সবাই জানি সে কে এবং কী করতে পারে। তাকে আমরা যেভাবে জাতীয় দলকে সাহায্য করতে দেখে এসেছি, সে জন্য আমাদের তাকে সেরা অবস্থায় পেতে হবে।'

এবারের দলে অবশ্য আনচেলোত্তি বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছেন। রক্ষণে আছেন আর্সেনাল ডিফেন্ডার গাব্রিয়েল মাগালিয়াইস, মাঝমাঠে লুকাস পাকেতার মতো ফুটবলাররা। ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) গত জুলাইয়ে পাকেতার ওপর থেকে ম্যাচ পাতানোর অভিযোগ তুলে নেয়। তারপর এই প্রথম আনচেলত্তির ব্রাজিল দলে ডাক পেলেন পাকেতা। আবার বাদ পড়েছেন ডিফেন্ডার দানিলো ও আলেক্সান্দ্রো রিবেইরো এবং ফরোয়ার্ড অ্যান্টোনি। বিশ্বকাপের টিকিট আগেই পেয়েছে ব্রাজিল। ৫

সেপ্টেম্বর রিও ডি জেনিরোতে চিলিকে আতিথেয়তা দেবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ১০ই সেপ্টেম্বর বাছাইয়ে নিজেদের শেষ ম্যাচে বলিভিয়ার মাঠে খেলবে সাম্বার দেশের ছেলেরা।

এমবাপ্পের জোড়া গোলে টানা দ্বিতীয় জয় রিয়ালের

পোস্ট ডেস্ক : স্প্যানিশ লা লিগার নতুন মৌসুমেও নিজের ছাপ রাখছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। রোববার রিয়াল ওভিয়েদোর মাঠে রিয়াল মাদ্রিদের জয় ৩-০ গোলে। ম্যাচে চমৎকার ফিনিশিংয়ে জোড়া গোল আদায় করেন ফরাসি তারকা এমবাপ্পে। বদলি হিসেবে নেমে যোগ করা সময়ে জাল খুঁজে নেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়রও।

লা লিগার দ্বিতীয় ম্যাচে রিয়ালের পরীক্ষাটা ছিল একটু ভিন্ন। ২৪ বছর পর এ মৌসুমে স্পেনের শীর্ষ লীগে প্রমোশন পাওয়া দল ওভিয়েদো। নতুন দল, নতুন জায়গা, শাবি আলোনসোর পরীক্ষাটা ছিল অন্যরকমই। তবে সেসব ভালোভাবেই উৎরে গেছেন রিয়াল কোচ। দলের সবাইকে বাজিয়ে দেখতেই হয়তো এদিন শুরুর একাদশে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন আনেন আলোনসো।

অল হোয়াইটদের একাদশে প্রথমবার জায়গা পান সদ্য উড়ে আসা আর্জেন্টাইন উদীয়মান তারকা ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়ানো। সময় না পেয়ে দল ছাড়ার গুঞ্জনে থাকা রদ্রিগোও নামেন মূল একাদশে, আসেন অধিনায়ক দানি কার্ভাহাল ও অ্যান্টোনিও রুডিগারও। জায়গা হারান ভিনি, ব্রাহিম দিয়াজ, এদের মিলিটাও ও ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আর্নোল্ড।

ম্যাচে ৬৫ শতাংশ বল নিজেদের পায়ে রাখা রিয়াল ২৬টি শটের মধ্যে ১০টি রাখে লক্ষ্যে। ৬টির মধ্যে ৩টি শট লক্ষ্যে থাকে স্বাগতিকদের। বল দখল আর আক্রমণে যোজন যোজন এগিয়ে থাকলেও পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে গিয়ে বারবার খেই হারাচ্ছিল অল হোয়াইটরা। ৩৭তম মিনিটে প্রথম গোলটি করেন ২৬ বছর বয়সী এমবাপ্পে। ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি ওভিয়েদো গোলকিপার এস্কান্দেল। দুই মৌসুম মিলিয়ে এ নিয়ে টানা ১৮ ম্যাচে গোলের দেখা পেলো রিয়াল মাদ্রিদ। টানা দুই ম্যাচে জাল খুঁজে নিলেন এমবাপ্পেও। প্রথম ম্যাচে ওসাসুনার বিপক্ষে একমাত্র জয়সূচক গোলটিও আসে এ ফরাসি ফরোয়ার্ডের পা থেকেই।

বিরতির পর মাঠে ফিরে ৬৩তম মিনিটে জোড়া পরিবর্তন আনেন আলোনসো। রদ্রিগো আর মাস্তানতুয়ানোর জায়গায় মাঠে নামেন ভিনি ও দিয়াজ। ৮৩তম মিনিটে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন এমবাপ্পে। ভিনির দুর্দান্ত এক অ্যাসিস্টে জাল খুঁজে নেন এ বিশ্বকাপজয়ী তারকা। মিনিট দুয়েকের মধ্যে হ্যাটট্রিকও হয়ে যেত এমবাপ্পের। তবে চমৎকার রিফ্লেক্সে ঝাঁপিয়ে পড়ে বল আটকে দেন স্বাগতিকদের গোলকিপার। যোগ করা তৃতীয় মিনিটে প্রতি আক্রমণ থেকে মৌসুমে নিজের প্রথম গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনি।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা

আপনার কাজ দোয়া করতে থাকা, উত্তর দেওয়া আল্লাহর কাজ

ভাই ও বোনেরা, কতবার আমরা নামাজে দাঁড়িয়েছি, হাত তুলেছি, আর আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছি-আমার কষ্ট দূর করুন, আমার দুঃখ হালকা করুন, আমাকে সেই জিনিস দিন যেটার জন্য আমি বহুদিন ধরে প্রার্থনা করছি?

তবুও দিন যায়, মাস যায়, এমনকি বছর যায়, মনে হয় যেন সেই দো'আ কবুল হচ্ছে না। তখন শয়তান ফিসফিস করে: "আল্লাহ কি আসলেই তোমার কথা শুনছেন? তুমি কি এতই গুনাহগার যে তোমার দোআ কবুল হচ্ছে না?"

এই সপ্তাহে এক ভাই ফোন করেছিলেন। তিনি স্পষ্টতই গভীর যন্ত্রণায় ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি একটি বিষয়ের জন্য দো'আ করছেন, কিন্তু এখনও তা পূর্ণ হয়নি। তিনি দেখছেন, অন্যরা খুব সহজেই সেই জিনিস পাচ্ছে, অথচ তিনি পাচ্ছেন না। তাই তিনি কষ্ট পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার কি কোনো সমস্যা আছে? আমার দো'আ কি আদৌ কবুল হচ্ছে?"

আমাদের অনেকেরই জীবনে এমন অনুভূতি আসতে পারে। কিন্তু আমাদের একটি সত্য মনে রাখতে হবে: পরীক্ষাই হলো জীবনের অংশ । আল্লাহ আমাদের কখনো প্রতিশ্রুতি দেননি যে জীবন কষ্টমুক্ত হবে । বরং তিনি কুরআনে স্পষ্ট বলেছেন:

মানুষ কি মনে করেছে আমি মুসলিম, আমি ঈমান এনেছি, এ কথা বললেই আমি তাকে ছেড়ে দেবো? আমি তাকে জীবনে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবো। তার জীবনে অনেক উত্থান পতন ঘটবে। তার কষ্ট দুঃখ অনেক লম্বা হতে পারে। নিশ্চয়ই আমরা আগের লোকদেরও পরীক্ষা করেছি। আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা সত্যবাদী এবং অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মিথ্যাবাদী। (কুরআন, সূরা আনকাবূত)

সুতরাং হ্যাঁ, পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এ জন্য কিছুতে মনে করা উচিত নয়, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে পরিত্যাগ করেছেন । অনেক সময় এই পরীক্ষা আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসার নিদর্শন।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তিনি তাদের পরীক্ষা করেন । যে খুশি থাকে, তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি; আর যে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য থাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।"

এটি একটি বড় শিক্ষা-কষ্টের মাঝেও প্রজ্ঞা রয়েছে। ধৈর্য্য ও আস্থা নিয়ে সাড়া দিলে পরীক্ষাগুলো আমাদের আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে যায় ।আর ভুলে গেলে চলবে না-প্রতিটি আন্তরিক দো'আ কবুল হয় । তবে সব সময় আমাদের ইচ্ছামতো হয়না।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "কোনো মুসলিম যখন এমন দো'আ করে যাতে কোনো গোনাহ নেই (অর্থাৎ নিজের জন্য খারাপ কিছু চায়না) বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো কিছু নেই, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে যেকোনো তিনটির মধ্যে একটি দেন: তিনি দ্রুত দোআর উত্তর দেন, অথবা তার পাওনা আখিরাতের জন্য রেখে দেন, অথবা এর সমপরিমাণ কোনো অমঙ্গল তার থেকে দূর করে দেন।"

সুবহানাল্লাহ! আমরা ভাবি দো'আ উত্তরহীন, অথচ আল্লাহ আমাদের এমন বিপদ থেকে বাঁচাচ্ছেন যা আমরা টেরও পাই না। অথবা তিনি সেই দো'আ আখিরাতে বিশাল সওয়াব হিসেবে জমা রাখছেন।

নবী আইয়ুব (আঃ) এর কাহিনী দেখুন। ১৮ বছর ধরে তিনি অসুস্থতা, দারিদ্র্য ও একাকীত্বে ভুগেছেন। কিন্তু দো'আ ছাড়েননি। তাঁর দো'আটি ছিল একেবারেই সহজ: "নিশ্চয়ই কষ্ট আমাকে স্পর্শ করেছে, আর আপনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু।" (কুরআন, সূরা আম্বিয়া ২১:৮৩)

আল্লাহ উত্তর দিলেন: "অতঃপর আমরা তার দো'আ কবুল করলাম এবং তার কষ্ট দূর করে দিলাম। আর তাকে তাঁর পরিবার ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম-আমাদের পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।" (কুরআন, সূরা আম্বিয়া ২১:৮৪)

আরেকটি দৃষ্টান্ত হলেন নবী ইয়াকুব (আঃ)। তিনি বহু বছর প্রিয় সন্তান ইউসুফ (আঃ)-কে হারিয়ে ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তা ছিলো প্রায় ৪০ বছর। তিনি এত কেঁদেছিলেন যে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছিলেন । তবুও তিনি আশা ছাড়েননি, দো'আ চালিয়ে গেছেন। অবশেষে আল্লাহ তাদের মিলিত করেছেন।

ইউনুস (আঃ) এর কাহিনী কে ভুলতে পারে? মাছের পেটে আটকা পড়লেন, চারদিকে অন্ধকার, তখন তিনি বললেন: "আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আপনি পবিত্র । নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।" (কুরআন, সূরা আম্বিয়া ২১:৮৭)

আল্লাহ তায়ালা বলেন: "অতঃপর আমরা তার দো'আ কবুল করলাম এবং তাকে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দান করলাম। আর এভাবেই আমরা মুমিনদের রক্ষা করি।" (কুরআন, সূরা আম্বিয়া ২১:৮৮)

এসব শুধু গল্প নয়। এগুলো আশা জাগানো শিক্ষা । মনে করিয়ে দেয়, যত দেরিই হোক, যত গভীর কষ্ট হোক, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে কখনও পরিত্যাগ করেন না।

অনেক সময় আমরা শুধু দো'আ কবুল হয়েছে কিনা সেটাতেই মনোযোগ দিই। অথচ আসল কল্যাণ নিহিত দোআ করার মধ্যেই। একজন আলেম বলেছেন: "আমি দো'আ কবুল হলো কি না, সে নিয়ে চিন্তিত নই। আমি শুধু দো'আ করার ব্যাপারেই চিন্তিত, কারণ এটাই আমার কর্তব্য।"

আরেকজন জ্ঞানী আলেম বলেছেন: "কেয়ামতের দিনে যখন পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হয়, তখন দেখা যাবে দোআ বিলম্বিত করা তোমার জন্য দুনিয়াতে তাড়াতাড়ি কবুল হওয়ার চেয়েও ভালো ছিল।

তাই প্রিয় ভাই ও বোনেরা, দোআ করা কখনও বন্ধ করবেন না। বছর লেগে গেলেও, চোখের পানি শুকিয়ে গেলেও, উত্তর না দেখলেও-দোয়া করতে থাকুন। প্রতিটি দোআ আপনাকে আল্লাহর কাছে, আরও কাছে নিয়ে যায়। প্রতিটি দোআ আপনার অন্তরকে অলোকিত করবে। প্রতিটি অশ্রু সেই মহান সত্তার কাছে পৌঁছে যায়, যিনি কখনও ভুলে যান না।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা কখনও আপনার রহমতের ব্যাপারে আশা হারায় না । আমাদের দোআ কবুল করুন, আমাদের চাহিদার উত্তর সর্বোত্তম উপায়ে দিন এবং আমাদেরকে ধৈর্য্য, তাওয়াক্কুল ও ঈমানভরা অন্তর দান করুন। আমীন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা । শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫: শায়খ আবদুল কাইয়ূম : ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান ইমাম ও খতীব

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Independent adjudicators to hear asylum appeals

Post Desk: In a major announcement today, the Home Office has said it intends to implement "some of most significant changes to the asylum system in decades" in order to clear a growing backlog of asylum appeals.

Tribunal logoAs part of the forthcoming fast-track asylum process revealed by the Sunday Times earlier this month, the Home Office said that a new independent body of professional adjudicators will be set up to deal with asylum appeals instead of judges in the First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber).

The Home Office explained: "The new body will be fully independent of government with safeguards to ensure high standards and is expected to use the expertise of independent professionally trained adjudicators focusing particularly on asylum appeals, and will allow capacity to be surged so cases can be cleared. It will have statutory powers to prioritise cases from those in asylum accommodation and foreign national offenders."

Increasing numbers of asylum claims and increasing numbers of asylum decisions have pushed the backlog of asylum appeals in the First-tier Tribunal (IAC) to more than 50,000. In total, the Tribunal now faces a backlog of over 100,000 cases.

Although the number of sitting days in the First-tier Tribunal (IAC) has increased, the Home Office says it still cannot keep pace with fluctuating and growing demand. Therefore, an alternative approach is needed to provide broader and more flexible capacity.

In addition, the Home Office announced today that ministers are introducing a new legal requirement for appeals from individuals receiving asylum accommodation support, as well as appeals from foreign offenders, to be decided within a 24-week timeframe.

Home Secretary Yvette Cooper MP described the asylum system as being "in complete chaos" when Labour took power, citing the large backlog of cases and a slow appeals process that leaves many people in the system for years. She said the Government is taking steps to restore control and order, including reducing the backlog of initial asylum decisions by 24% since the election and increasing returns of failed asylum seekers by 30%.

She added: "But we cannot carry on with these completely unacceptable delays in appeals as a result of the system we have inherited which mean that failed asylum seekers stay in the system for years on end at huge cost to the taxpayer. Overhauling the appeals system so that it is swift, fair and independent, with high standards in place, is a central part of our Plan for Change."

Further details of the new fast-track asylum appeals system will be set out in the autumn.

Shadow Home Secretary Chris Philp criticised the proposed changes as "minor tweaks" that "go nowhere near far enough". Philp added that a Conservative government would "repeal the Human Rights Act for all immigration matters and deport all illegal immigrants immediately upon arrival".

A number of experienced immigration lawyers recalled on social media that immigration judges were called adjudicators prior to the Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act 2004, and that a fast-track system for asylum appeals was introduced by the previous Labour government in the early 2000s. That fast-track system was found to be unlawful by the courts, as the time limits made it impossible for there to be a fair hearing of appeals in a significant number of cases.

Smart Edge
Real Estate
Where location meets opportunity

YOUR GATEWAY
TO SMARTER PROPERTY INVESTMENTS IN DUBAI

Dubai is not just a city, it's an opportunity. At Smart Edge Real Estate LLC, we connect local and international buyers with high-potential residential and commercial properties across Dubai's most promising locations. Whether you're looking for your dream home, a high-yield rental property, or a solid investment with capital appreciation, we provide expert guidance every step of the way. Our bespoke approach is built on deep market insight, strong developer relationships, and a commitment to trust and transparency.

www.smartedgerealestate.ae | www.smartedgerealestate.co.uk

MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)

UK OFFICE
S7, 2ND FLOOR, THE WHITECHAPEL CENTRE
85 MYRDLE STREET, LONDON E1 1HL

DUBAI OFFICE
12E, THE PLAZA BUILDING, DEIRA CREEK HOLDINGS
AL KHOR, PO BOX 333888, DUBAI, UAE

"With over 30 years of experience in the media industry, advising clients, managing campaigns, and understanding consumer trends, I've brought that same insight and strategic thinking into Dubai's property market. At Smart Edge Real Estate, we don't just sell property, we guide you to make the right investment, at the right time, in the right location. Whether you're new to real estate or building a portfolio, I personally offer advisory support to help you make informed, profitable decisions."
TAZ CHOUDHURY, CO-FOUNDER & CEO

Grant rate for asylum claims falls below 50%

Post Desk: The latest Home Office immigration statistics published yesterday (covering the year to June 2025) show that the positive grant rate for initial asylum decisions has now dropped below 50%, largely as a result of the higher standard of proof needed for a positive decision under the Nationality and Borders Act 2022.

UK BorderThe Home Office noted: "Just under half (48%) of claims (excluding dependants) which received an initial decision in the year ending June 2025 were granted, a smaller proportion compared to the year ending June 2024 (58%) and below the peak of 77% in the year ending September 2022. This decrease in grant rate reflects that the majority of cases issued with a decision since the start of 2024 have been subject to the Nationality and Borders Act 2022, under which claims are required to meet a higher standard of proof for a grant of protection."

In the year ending June 2025, grant rates for some nationalities declined sharply: positive decisions for Afghan claims fell from 96% in the previous year to 40%, while Turkish claims dropped from 51% to 19%. By contrast, some nationalities continue to have very high grant rates, with 98% of claims from Sudan and Syria granted, and 87% from Eritrea.

As was widely reported in the media yesterday, the overall number of people claiming asylum in the UK in the 12-month period ending June 2025 reached a record high of 111,084, an 8% increase over the previous peak of 103,081 in 2002. Despite the record high, the UK still received fewer asylum claims than the other four major

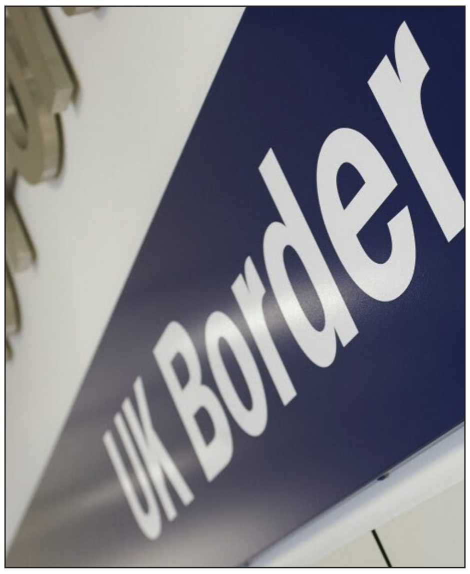

European countries - Germany recorded 218,550 asylum claims in the same period, Spain 164,830, France 159,260, and Italy recorded 151,525.

The top twenty nationalities claiming asylum in the UK in the year ending June 2025 were as follows:

Energy bills to rise by more than expected ahead of winter

Desk report : Gas and electricity prices will rise by 2% for millions of households under the latest cap announced by energy regulator Ofgem.

The increase, which is slightly more than analysts expected, means a household using a typical amount of energy will pay £1,755 a year, up £35 a year on the current cap.

It will kick in at the start of October, which campaigners say will mean another winter of relatively high energy bills.

Higher bills are the result of extra financial support for those on benefits, and costs involved in matching the supply of energy with demand, which includes switching generators such as windfarms on and off.

For a typical household, bills will rise by about £2.93 a month.

About £1.42 a month of the increase will fund the government's extension of the Warm Home Discount, giving money off winter bills for people on some benefits

About £1.23 extra a month will go to the cost of ensuring a stable electricity supply, to balance when there is too much and too little power in the system

Fixed costs to run the gas network have also risen and will take up another 72p a month

Some other costs have fallen slightly.

Ofgem uses the idea of a typical household, using 11,500 kWh of gas and 2,700 kWh of electricity a year, paid for by direct debit, to illustrate its calculations.

Finances under pressure

Ofgem's cap sets the maximum price that can be charged for each unit of gas and electricity for millions of households in England, Scotland and Wales.

Individual households can calculate their estimated specific change by adding £2 onto every £100 they spend at the moment on energy each year.

The increase comes as families are also facing rises in other basic costs. The British Retail Consortium said that food costs were rising at their fastest rate since the February of last year, with the price of chocolate, butter and eggs soaring.The energy cap sets the maximum price for each unit, but not the total bill which depends on how much energy you use.

The change comes into force at the start of October and lasts for three months.

Ofgem changes the cap, largely based on the cost of energy on wholesale markets.

However, the rise in bills this time is partly the result of the higher-than-expected costs to transmit energy to where it is needed in the country according to demand. This may include costs to switch off wind farms due to grid capacity issues and also firing up gas-fired power plants when supplies are short.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 22 ◆ Issue: 1065 ◆ Friday 29 August - Thursday 04 September 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

বাংলাদেশকে সহায়তা অব্যাহত রাখবে বিশ্বব্যাংক

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশ ও ভুটানের জন্য বিশ্বব্যাংকের (ডব্লিউবি) বিভাগীয় পরিচালক জ্যঁ পেসমে বলেছেন, কক্সবাজার উপকূলীয় জেলায় বিপন্ন রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগণের কল্যাণে তারা বাংলাদেশকে সহায়তা অব্যাহত রাখবে।

তিনি বলেন, "বিভাগীয় পরিচালক হিসেবে এটি আমার প্রথম কক্সবাজার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন। আমি খুব আনন্দিত যে এ প্রকল্পটি রোহিঙ্গা ও কক্সবাজারের স্থানীয় জনগণ উভয়ের জন্য উপকারী। দুর্যোগকালে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহৃত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো শিক্ষা ও সামাজিক সেবার জন্যও ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। বিশ্বব্যাংক এই

বিপন্ন জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বাংলাদেশের পাশে কাজ চালিয়ে যাবে।"

তিনি বুধবার উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প ২ডব্লিউ-তে বহুমুখী কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টার উদ্বোধন ও হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। সেন্টারটি বাস্তবায়ন করেছে ইমার্জেন্সি মাল্টি-সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্প (ইএমসিআরপি)।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হয়, যেখানে বিশ্বব্যাংকের অংশীদারিত্বে বাংলাদেশ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক (এফডিএমএন) ও স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ইএমসিআরপি প্রকল্প পরিচালক জাবেদ করিম এবং অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন --১৭ পৃষ্ঠায়

সিলেটে হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে দামি গোল মরিচ

সিলেট অফিস : সিলেটের জৈন্তাপুরের সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র কৃষি গবেষণা, জাত উদ্ভাবন ও নিরাপদ ফসল ফলনে আরও এগিয়ে গেছে। এই কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের সফলতার ঝুড়িতে যোগ হয়েছে আরও একটি গল্প। দেশের অন্যান্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক চলমান গবেষণাকার্যে তারা নিজেরাই আরও একটি ফসলের নতুন জাতের সফল উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। তাদের উদ্ভাবিত মসলা জাতের এ ফসটির নাম বারি গোল মরিচ-১। গাছে লতানো শ্রেণির গোল মরিচ দেখতে অনেকটা পান পাতার মতো। জৈন্তাপুরের বিভিন্ন এলাকায় টিলা, পাহড়ি শ্রেণির মাটিতেই এ ফসল ভালো হয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত এই মরিচ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি স্পাইসি (ঝাল) জাতের মরিচ। জৈন্তাপুরের সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণায় উদ্ভাবিত মসলা জাতের বারি গোল মরিচ-১ এ ফসলটি বিশ্বের অন্যতম সেরা গোল মরিচ বলেই ধারণা এখানকার বিজ্ঞানিদের। গোল মরিচ ১টি মসলা শ্রেণির অর্থকরি ফসল। রান্না সুস্বাদু করে তুলতে গোল মরিচ ব্যবহারের পাশাপাশি এর নানাবিধ ওষধি গুণও রয়েছে। --১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে প্রবেশের অপেক্ষায় ২৫-৩০ হাজার রোহিঙ্গা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সামরিক সহিংসতা ও সংঘর্ষের কারণে ফের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার রোহিঙ্গা নাফ নদীর ওপারে মিয়ানমারের বসিদং ও লম্বা আইলপাড়া এলাকা থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে। সুযোগ পেলেই দালালের সহায়তায় সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে রোহিঙ্গারা। পরে বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের সাথে মিশে যাচ্ছে। গত সপ্তাহে একই পরিবারের চারজনসহ --১৭ পৃষ্ঠায়

ফিফা'র নিষেধাজ্ঞার মুখে ভারতের ফুটবল

পোস্ট ডেস্ক : অল ইন্ডিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (এআইআইএফ)কে আগামী ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে নির্বাচন আয়োজনের আহবান জানিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। ওই সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পূর্ণ না হলে নিষেধাজ্ঞার হুমকি দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ফিফা --১৭ পৃষ্ঠায়

বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চেনাব নদীর বাঁধ উড়িয়ে দিল পাকিস্তান

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভারত সীমান্ত এলাকায় টানা ভারি বর্ষণের ফলে আন্তঃসীমান্ত তিনটি নদীড় চেনাব, রাভি ও সুতলেজে পানির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। এতে পানির চাপ সহ্য করতে না পেরে বুধবার কর্তৃপক্ষ চেনাব নদীর কাদিরাবাদ বাঁধের একটি তীররক্ষা অংশ নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের মাধ্যমে উড়িয়ে দেয়।

এই ঘটনায় পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশজুড়ে জারি করা হয়েছে বন্যার উচ্চ সতর্কতা। পানির প্রবল স্রোতে বিশ্বের অন্যতম পবিত্র শিখ ধর্মীয় স্থান কার্তারপুর সাহিব তলিয়ে গেছে। পাঞ্জাবের দুর্যোগ --১৭ পৃষ্ঠায়

শাহরুখ-দীপিকার বিরুদ্ধে মামলা

পোস্ট ডেস্ক : প্রতারণার অভিযোগে বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান ও অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের বিরুদ্ধে রাজস্থানে মামলা দায়ের করেছেন এক ব্যক্তি। রাজস্থানের ভরতপুর জেলার বাসিন্দা কীর্তি সিংহ মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় এই দুই তারকার সঙ্গে একটি গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ছয়জন কর্মকর্তার নামও রয়েছে।

কীর্তির অভিযোগ, প্রায় ২৩ লাখ ৯৭ হাজার রুপিতে হুন্দাই --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk